চেখভ

অনুবাদক

রাম বসু

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬২

প্রকাশক

জ্যোতিপ্রসাদ বসু

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

৮৯ হ্যারিসন রোড কলিকাতা—৭

মুদ্রাকর

শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানসী প্রেস

৭৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী

ব্লক

টাওয়ার হাফটোন কোং (১৯৫৪)

মুদ্রণ

দি নিউ প্রাইমা প্রেস

বাঁধাই

এশিয়াটিক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

তিন টাকা

সকাল আটটা। সারা রাত্রির গুমোট গরমের পর এই সময়টাতেই যত অফিসার, কেরাণী আর আগন্তুকের দল সমুদ্রে স্নান করতে আসে। তারপর চা কিম্বা কফি খেতে যায় প্যাভেলিয়নে।

আইভান আণ্ড্রেইচ ল্যাভস্কিকে দেখতে পাতলা ছিপ্‌ছিপে, গায়ের রঙ ফর্সা, মাথায় অর্থ দপ্তরের কেরাণীর টুপি, পায়ে চটি। বয়স আটাশ হবে। সেও আসছিল স্নান করতে। সৈকতে বহু পরিচিতের ভীড়। তার ভেতর সৈন্য বাহিনীর ডাক্তার সেমোলেনকোও ছিলো। ডাক্তার ল্যাভস্কির বন্ধু মানুষ।

বিরাট মাথায় ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, খাটো ঘাড়, লাল মুখ, বড় নাক, ঘন ভ্রূ, অনুজ্জ্বল ধূসর দাড়ি, গাট্টা-গোট্টা চেহারা, আর কর্কশ সামরিক অভিজ্ঞান—এই হ'ল সেমোলেনকো। যে কেউ তাকে দেখতো, ভাবতো কি কাঠ-খোট্টা লোকটা। কিন্তু দু তিন দিন আলাপ পরিচয়ের পর ধারণা বদলাতে হতো। ভাবতো, লোকটা আসলে খুবই সদ্‌জন, দয়ালু এমন কি সুন্দরও। বাইরের চেহারাটাই কর্কশ, কিন্তু ভেতরে সে বড় শান্তিপ্রিয়; পরের উপকারের জন্য সদাই ব্যগ্র। এ শহরের প্রত্যেকের সংগেই তার বনি-বনা। সবাইকে টাকা ধার দেওয়া, সকলের বাড়ীতে ডাক্তারি করা, বিয়ের ঘটকালি, ঝগড়ায় মধ্যস্থতা আর পিকনিকের যোগাড়যন্তর করাই তার কাজ। বন-ভোজনে গিয়ে

ঝোল রাঁধতো আশ্চর্য সুন্দর। অন্য লোকের ব্যাপার নিয়েই মশগুল। শুধু তাই নয়, আরো দশ পাঁচ জনকে সে বিষয়ে অবহিত করাও চাই। যাই হোক, একটা না একটা ব্যাপার নিয়ে ডাক্তার মজে আছে। প্রত্যেকের ধারণা ডাক্তার আসলে চরিত্রবান। দোষের মধ্যে দোষ দুটো—নিজের ভাল-মানুষির জন্য খুব লজ্জিত। তাই এমন ভাণ করতো যেন সে খুবই কঠিন, খুবই কঠোর। আর পদমর্যাদায় নিচু কর্মচারীরা তাঁকে "হুজুর হুজুর" বলে ডাকুক—এই-টাই চাইতো। —যদিও সে একজন অ-সামরিক পরামর্শদাতা।

ল্যাভস্কি আর সেমোলেনকো এক গলা জলে চলে গেছে। ল্যাভস্কি বল্লো—"একটা কথার উত্তর দাও দেখি। আচ্ছা, মনে করো তুমি একজন মহিলাকে ভালবাসো। দু তিন বছর তার সংগে বাসও করলে। তারপর, যা হয়, তাকে আর ভালো লাগলো না। ভাবতে আরম্ভ করলে, তোমাদের সংগে কোথাও কোন মিল নেই। এ অবস্থায় পড়লে কি করবে তুমি।"

"—খুব সোজা। বলতাম, 'শ্রীমতী, তোমার পথ তুমি দেখো।' আর এই হত পূর্ণচ্ছেদ।"

"সোজাই বটে! যদি তার কোথাও না যাওয়ার জায়গা থাকে? একজন নির্বান্ধব, নিঃসম্পর্কীয়া, নিঃসহায়া মহিলা —যে আবার খেটে খেতেও পারবে না।"...

"ব্যাস্। নগদ পাঁচ-শ রুবল গুণে দেবো, না হলে পঁচিশ রুবল করে মাসোহারা। আর নয়। খুবই ত সোজা।"

"ধরলাম, পাঁচ-শ রুবল দেবার ক্ষমতা তোমার আছে। মাসে মাসে পঁচিশ রুবল করে দিতেও পারো। কিন্তু আমি যে মহিলার কথা বলছি, তিনি শিক্ষিতা এবং গরবিনী। তুমি কি সত্যি-সত্যিই তাকে টাকা দিতে পারবে ?"

সেমোলেনকো উত্তর দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় বিরাট ঢেউ এসে তাদের ঢেকে দিলো। তটভূমির ওপর ভেঙে পড়ে নুড়ি-গুলোর ওপর শব্দ করে পিছিয়ে এলো ঢেউ। দুই বন্ধু স্নান সেরে উঠে জামা কাপড় পরতে লাগলো।

জুতো থেকে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে সেমোলেনকো বল্লে, "মানি, যে মেয়েকে ভালবাসতে পারলে না, তার সংগে বাস করা খুবই কষ্টকর। কিন্তু ভানিয়া, সব জিনিষকে একটু মায়া মমতা দিয়ে বিচার করো। আমি হলে তাকে বুঝতেই দিতাম না যে আমি ভালবাসি না। এমনি ভাবে আমরণ তার সংগে বাস করতাম।"

নিজের কথা বলে ফেলেই সে খুব লজ্জিত হয়ে পড়লো। ঢাকা দিতে গিয়ে বল্লো, "হ্যাঁ মেয়েদের জন্য ত আমার ঘুম হচ্ছে না। চুলোয় যাক।"

জামা কাপড় পরে ওরা প্যাভেলিয়নের ভেতর চলে গেল। সেখানে সেমোলেনকোর মেজাজ খুসীতে ভরপুর। পুরো দস্তুর পানাহারও চল্লো। রোজ সকালে তার জন্য আসত ট্রেতে এক কাপ কফি, বেশ বড় এক গ্লাস বরফ জল আর ছোট্ট গেলাসে করে মদ। প্রথমে সে মদ খাবে, তারপর গরম কফি, শেষে

বরফ-জল। এরপর তাকে বেশ চাঙ্গা দেখায়। চোখে কেমন আনন্দের আচ্ছন্ন আভা। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে, "কি আশ্চর্য মহান দৃশ্য!"

ল্যাভেস্কির রাত কেটেছে অস্থিরতায়। অসার চিন্তায় ঘুম আসে নি। আর সেই নির্ঘুম অস্থিরতায় গুমোট গরমের রাত্রি আরো গভীরতর মনে হয়েছে। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে সে। স্নান করে আর কফি খেয়ে কিছুই হল না তার। সে বল্লে, "কথাটা চাপা পড়ে গেল। আবার আরম্ভ করা যাক্। আলেকজাণ্ডার ডেভিডিচ্, তোমার কাছে কিছু গোপন করবো না। বন্ধুর কাছে সব কথাই খোলাখুলি বলছি। নাদাজা ফেডোরভানা আর আমার কথাই। আমাদের ভেতরের অবস্থা মোটেই ভাল না, খুব খারাপ। ক্ষমা করো, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার শোনানোর জন্য তোমায় এত পীড়াপিড়ি করছি। কিন্তু না বলে আমার উপায় নেই।"

সেমোলেনকো আগে থাকতে প্রসঙ্গটা আন্দাজ করতে পারেনি। তাই চোখ নামিয়ে টেবিল বাজাতে আরম্ভ করলো।

"আমি ওর সংগে দু'বছর বাস করলাম, কিন্তু ওকে আর আমি ভালবাসতে পারি না। মনে হয় আমি বোধ হয় কোন-দিনও ওকে ভালবাসিনি। এ দু বছর কেবল ভুল করেছি।"

ল্যাভস্কি যখন কথা বলত তখন হয় তার সে হলদেটে হাতের পাতার দিকে তাকিয়ে থাকতো, না হয় দাঁত দিয়ে নখ কাটতো অথবা জামার আস্তিন টানতো। এটা ওর অভ্যাস। কথা বলতে

বলতে এখনো সে তেমনিই করছিলো। "জানি, তুমিই বা কি সাহায্য করবে। কিন্তু আমাকে বলতেই হবে। আমি এই পৃথিবীতে ব্যর্থ ও অতিরিক্ত। আমার মত লোকের মুক্তি শুধু মাত্র কথায়। যা কিছু আমি করি, তার ভেতরই একটা সাধারণ সত্য খুঁজে বার করি। করতেই হয় আমাকে। আমার এই একান্ত অর্থহীন বাঁচার জবাবদিহি আমাকে দিতেই হবে। সে জবাব যদি অন্য লোকের ধ্যান ধারণাকে আঁকড়ে গড়ে ওঠে, উঠুক। নাহলে সাহিত্যগত ভাবে বলতে হয়—রাশিয়ার এই উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, এই আমরা, ক্ষয়ে যাচ্ছি। এই ভাবেই আমি বলবো, বোঝাব। যেমন, কাল রাত্রে আমি নিজেকে এই বলেই সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম, সত্যি, টলষ্টয় কি সত্যি ; কি নির্মম ভাবে সত্যি। আর তারপরে নিজেকে অনেক হালকা লাগছিলো। তুমি যাই বলো ভাই, সত্যিই টলষ্টয় মহান লেখক।"

সেমোলেনকো জীবনে কোন দিন টলষ্টয় পড়ে নি। রোজ ভেবেছে পড়বে। কিন্তু পড়া আর হয়ে ওঠে নি। তাই একটু লজ্জিত বোধ করলো। বল্লে "সত্যি, অন্য আর সব লেখক কেবল কল্পনা করেই লেখে। কিন্তু এঁর লেখা সোজা প্রকৃতি থেকে।"

ল্যাভস্কি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বল্লে, "সত্যি, সভ্যতা আমাদের কি বিকৃতই না করে দিয়েছে। আমি এক বিবাহিত মহিলাকে ভালবাসলাম। সেও ভালবাসলো আমাকে। নান্দীমুখ হল

চুমায়, আর শান্ত সন্ধ্যায়। তারপর শপথ, স্পেনসার, স্বপ্ন, জীবনের এক দৃষ্টি ভঙ্গী···।

কি আত্মপ্রবঞ্চনা! আমরা আসলে পালিয়ে এলাম ওর স্বামীর কাছ থেকে। কিন্তু নিজেদের কাছে নিজেরাই মিথ্যে বল্লাম। আমরা বল্লাম ;—শিক্ষিত সমাজের অন্তঃসারশূন্য জীবন থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। ভবিষ্যতের কল্পনা করেছিলাম। ধরো, প্রথমে ককেশাসে গিয়ে লোকজনের সংগে পরিচিতি হয়ে, সরকারী চাকরীতে ঢুকবো। তারপর সুযোগ পেলে এক ফালি জমি নিয়ে মাথার ঘাম পায় ফেলে চাষ করবো। ফসলের ক্ষেত থাকবে, আঙুরের বিথান থাকবে। এমনি থাকবে অনেক কিছুই। তুমি অথবা তোমাদের ওই প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ভন কোরেন যদি আমার অবস্থায় পড়তো, তাহলে তোমরা নাদাজা ফেডোরভানার সংগে ত্রিশ বছর সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে পারতে। হয়ত তোমাদের উত্তরাধিকারীর জন্য দিয়ে যেতে পারতে আঙুরের বাগান, তিন হাজার একর জোড়া ভুট্টার ক্ষেত। কিন্তু আমি প্রথম দিন থেকেই যেন দেউলে হয়ে গেলাম। শহরে নির্বান্ধব ; বিরক্তি আর অসহ্য গরম। গ্রামে যাও, বিষাক্ত মাকড়সা ; আরশুলা প্রত্যেক ঝোপ ঝাড়ে, পাথরের তলায় সাপ। ক্ষেত পার হলে—পাহাড়, মরুভূমি। সভ্যতার আওতার বাইরে,—নোতুন মানুষ, নোতুন দেশ। ব্যাপারটা সোজা নয় হে। ফার কোট গায় চাপিয়ে নাদাজা ফেডোর-ভানার হাত জড়িয়ে নেভস্কি প্রসপেক্টের সড়কে টহল দিতে দিতে

সূর্যতপ্ত দক্ষিণের স্বপ্ন দেখার মত অত সহজ নয়। তবু কি দরকার জানো,—সংগ্রাম, প্রাণপণ সংগ্রাম। কিন্তু আমি লড়তে পারিনে। আমি এক হতভাগ্য স্নায়ুক্লান্ত, অলস ভদ্রলোক। প্রথম দিন থেকেই বুঝলাম, শ্রম-স্বেদসিক্ত জীবনের আর আঙুরের বিথানের স্বপ্ন আমার অসার, মূল্যহীন। প্রেমের কথা? যে ভদ্রমহিলা স্পেনসার পড়ে শেষ করেছে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি তোমার অনুসরণ করে বেড়ালো, তার সংগে বাস করা আর একজন আনফিমা অথবা আকুলিনার সংগে বাস করা একই। জীবন সেই এক বৈচিত্র্যহীন পুনারাবৃত্তি। সেই ইস্তিরির গন্ধ, পাউডার, ওষুধ। সেই এক, এক আত্ম-প্রবঞ্চনা।”

এক জন পরিচিতা সম্পর্কে ল্যাভস্কির অতিরিক্ত খোলাখুলি মন্তব্যে কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করছিল সেমোলেনকো। বল্লে “ঘর সংসার করবে, অথচ সে বাড়ীতে ইস্ত্রি থাকবেনা—একি হয়? ভানিয়া, আজ তোমার মেজাজের ঠিক নেই। নাজাদা ফেডোরভানা চমৎকার মহিলা, উচ্চ শিক্ষিতা। তুমিও বেশ বুদ্ধিমান। হ্যাঁ, হতে পারে তোমরা বিবাহিত নও।” আশে পাশের টেবিলের দিকে একবার নজর বুলিয়ে সে বল্লে; “আর তার দোষও ত তোমার নয়। তা ছাড়া, প্রচলিত সংস্কারের গণ্ডীর বাইরে আসতে হবে বৈ কি! আসা উচিত! আমিও বন্ধনহীন প্রেমের পক্ষপাতী। কিন্তু কি জানো; একবার যখন তোমরা এক সংগে ঘর করতে আরম্ভ করেছ, সারা জীবন তোমাদের এক সংগে থাকাই উচিত।”

"ভালবাসার সম্পর্ক না থাকলেও ?"

সেমোলেনকো বল্লো "বসো, বলছি। বছর আটেক আগে এখানে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। বেশ প্রবীণ। কোন একটা কোম্পানীর এজেন্ট। ভদ্রলোক সত্যি সত্যি খুবই বুদ্ধিমান। তিনি কি বলতেন জানো ? প্রায়ই বলতেন, বিবাহিত জীবনে ধৈর্যের দরকারই সব চেয়ে বেশী। বুঝলে হে, ভালবাসা নয়, ধৈর্য ! ভালবাসার আয়ু যে সামান্য। ওই তুমি যে দু বছর কাটালে, সেটা ভালবাসায়। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে তোমাদের দাম্পত্য জীবন এমন এক পর্যায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে তোমার সমস্ত ধৈর্য প্রয়োগ করতে হবে। তবেই, মানে, ভারসাম্য বজায় থাকবে।"

"তুমি সেই দালালের কথা মেনে নিলে ? আমি ও কথার কোন মাথা মুণ্ডু খুঁজে পাইনে। তোমার সেই প্রবীণ ভদ্রলোক ভণ্ড নয় ? ধৈর্য পরীক্ষা করার জন্য একটা মানুষকে তার দরকার ! ভালবাসার জন্য নয়, ধৈর্য পরীক্ষার জন্যই ! আর সেই জন্যই মানুষ অপরিহার্য ? আশ্চর্য ! আমি এখনো অতদূর নীচ হতে পারিনি। ধৈর্যের ব্যায়াম যদি অতই দরকার হয়, তবে ডাম্বেল ভাঁজব, না হয় দামাল ঘোড়া কিনবো। কিন্তু তা বলে মানুষ ? নৈব চ, নৈব চ।"

সেমোলেনকো বরফ দেওয়া সাদা মদের অর্ডার দিলো। এক গ্লাস করে দু'জনে সেই মদ শেষ করলো। তারপর ল্যাভস্কি সহসা বলে উঠলো "আচ্ছা, মগজ নরম হয়ে যাওয়া অসুখটা কি ?"

"কি করে তোমাকে বোঝাব? ব্যাপারটা কি জানো, ও একটা অসুখ। মাথার ঘিলু নরম হয়ে যায়, প্রায় গলে যায় যেন।"

"ও অসুখ কি সারে?"

"হ্যাঁ, কোন রকম গাফিলতি নাহলে সেরে যায়। ঠাণ্ডা-ডুশ আর গরম সেঁক দিত হয়। খাওয়ার ওষুধও আছে।"

"হবে।...কিন্তু আমার অবস্থা ভাবো। আমি তার সংগে বাস করতে পারবো না। না, কিছুতেই পারবো না। আমি যখন তোমার সংগে থাকি, সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে দার্শনিকতা করতে পারি, মৃদু মৃদু হাসতেও পারি। কিন্তু ঘরে ঢুকলেই আমার দফা রফা। এত ভীষণ অসহায় লাগে। যদি কেউ বলে, আরো একমাস ওর সংগে বাস করতে হবে, তাহলে বোধ হয় আমি নিজের মাথা নিজেই ফাটিয়ে ফেলবো। আবার, ওকে যে ছেড়ে যাবো এও হতে পারে না, অসম্ভব। ওর কোন বন্ধু নেই, আত্মীয় স্বজনও নেই। নিজে খাটতে পারবেনা। তাছাড়া ওরও টাকা নেই, আমারও নেই। আমি ছেড়ে গেলে ওর কি হবে? কার কাছে যাবে? চিন্তায় এর কূল পাওয়া দায়। বল, বন্ধু বল কি করি?"

"হুঁ", উত্তর দেওয়ার কোন কিছু না পেয়ে গর্জন ছাড়লো সেমোলেনকো।

"তিনি কি তোমাকে ভালবাসেন?"

"হ্যাঁ ভালবাসে। কারণ ওর বয়স আর মানসিক গঠনটাই

এমন, যে এক জন পুরুষ মানুষ তার চাই-ই-চাই। প্রসাধনের জিনিষ ছাড়া থাকতে যেমন কষ্ট বোধ হবে, আমাকে ছেড়ে থাকলে ঠিক সেই কষ্টই হবে তার। এমনি ভাবেই তার কাছে আমি অপরিহার্য, এই ভাবেই আমাকে নিয়ে সে পূর্ণ।"

সেমোলেনকো একটু লজ্জিত হল। "ভানিয়া, আজ তোমার মেজাজ বড়ই খারাপ দেখছি। গত রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি, না?"

"না, রাত্রে ঘুমুতে পারি নি। না ভায়া শরীরটা আমার আজ বড়ই বেজুত। মাথাটা কেমন যেন খালি খালি বোধ হচ্ছে। বড় অবশ আর অবসন্ন লাগছে। হৃদপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে যেন। আমাকে পালিয়ে যেতেই হবে।"

"কোথায় পালাবে হে?"

"যাবো, উত্তরের দিকে। যাবো পাইনের জঙ্গলে, মরসুমী ফুলের বনে। যাবো মানুষের কাছে স্বপ্নের কাছে। অর্ধেক জীবন কাটিয়ে দেবো মস্কো বা তুলার ধারের কোন ছোট্ট ঝর্ণায় স্নান করে। বেশ ঠাণ্ডা লাগবে। তারপর বেড়াতে বেড়াতে কথা বলবো। সব চেয়ে দুর্বল ছাত্রটীও যদি কথার সংগী হয়, তাতেও কিছু আসে যায় না। কেবল কথা, কথা।···বিচলির গন্ধ আঃ! মনে পড়ে তোমার? তারপর সন্ধ্যায় বাগানে বেড়ানো, কক্ষ থেকে ভেসে আসা পিয়ানোর সুর, চলে যাওয়া ট্রেনের শব্দ···"

মনের আনন্দে ল্যাভস্কি হেসে ফেললে। চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল। সে আবেগ চাপা দেওয়ার জন্য অন্য টেবিলে হাত বাড়িয়ে দেশলাই চাইলো।

সেমোলেনকো বল্লে, "আমি আঠারো বছর রাশিয়ায় যাই নি। আমি ভুলেই গিয়েছি সব। আজ মনে হয় ককেশাসের চেয়ে সুন্দর দেশ কোথাও খুঁজে পাবে না তুমি।"

"ভ্যারেসচাগীন একটা ছবি এঁকেছিলো—মৃত্যু-দণ্ড-পাওয়া কয়েকটা লোক গভীর কুয়োর তলায় কাতরে মরছে। তোমার সুন্দর ককেশাসের কথা শুনে সেই কুয়োর কথা মনে হল। আজ যদি কেউ আমাকে বলে, পিট্‌সবুর্গে ঝাড়ুদার হবে, না, ককেশাসে রাজপুত্র হবে? আমি ঝাড়ুদারের কাজ করতে যাবো পিট্‌সবুর্গে।"

ল্যাভস্কি চিন্তায় ডুবে গেল। শরীরটা একটু ঝুঁকে পড়েছে, স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ দুটী স্থির। পাংশুটে মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। পা থেকে চটি একটু খুলে গেছে। বহু রিপু করা মোজার অংশ চোখে পড়ে। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ সেমোলেনকোর মনে হল ল্যাভস্কি যেন এক অসহায় শিশু। আর বোধ হয় সে জন্যই বল্লে, "তোমার মা বেঁচে আছেন?"

"আছেন। কিন্তু কোন বনিবানা নেই। আমাদের এই ব্যাপারের পর তিনি আর ক্ষমা করবেন না।"

ল্যাভস্কিকে বড় ভাল লাগতো সেমোলেনকোর। বেশ ত সহৃদয় ভদ্রলোক, কোন অসভ্যতা নেই। ছাত্র! এর সংগে বসে মদ খাও, হাসো, কথা বলো। কোন ঢাকা-চাপা ব্যাপার নেই। দিল-দরিয়া। কিন্তু ল্যাভস্কির চরিত্রের যে দিকটা বুঝতো সেটাকেই খুব অপছন্দ করতো। সময় নেই অসময় নেই কেবল মদ খাবে; তাস খেলবে। কাজে পুরোপুরি ফাঁকি দেবে,

ঘেন্না করবে। বেদম্ খরচ করবে। হয়ত মাঝে মাঝে কথা বলতে বলতে অসহিষ্ণু হয়ে পড়বে, না হয় চটি পায়ে দিয়েই রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে। সবার সামনেই নাদাজা ফেডোরভানার সংগে ঝগড়া করবে। এই সব সেমোলেনকোর মোটেই পছন্দ হতো না।

তবু ল্যাভস্কি একদিন আর্ট পরিষদের ছাত্র ছিলো। বেশ বড় বড় সমালোচনাও বার দুয়েক প্রকাশিত হয়েছে তার। এত বুদ্ধিমানের মত কথাবার্তা বলতো যে খুব কম লোকই বুঝতো। শিক্ষিতা রমণীর সংগে বাস করা—এই সব জিনিষগুলো কিছুতেই বুঝতে পারতো না সেমোলেনকো। ভাবতো, ল্যাভস্কি তার চেয়ে বড়, উচ্চস্তরের মানুষ। সেই জন্য সে ল্যাভস্কিকে ভালবাসতো, সম্মান করতো।

মাথা ঝাঁকা দিয়ে ল্যাভস্কি বলে উঠলো, "আর একটা ব্যাপার কি জানো? কাউকে বলো না। নাদাজা ফেডারভানাকেও আমি বলি নি। তুমিও যেন বলো না। পরশু দিন চিঠি পেয়েছি। নাদাজার স্বামী মারা গেছে। মগজ নরম হয়ে গিছলো তার।"

সেমোলেনকো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লো, "পরকালে শান্তি পাক্। কিন্তু এ কথা কি তার কাছে গোপন করেছ?"

"তাকে এই চিঠি দেখানোর মানে—'চলো বাছা চার্চে, বিয়েটা সেরে ফেলি।' কিন্তু তা এখন হতে পারে না। প্রথমেই আমাদের পরিষ্কার বোঝাপড়ার দরকার। যখনই সে বুঝবে যে

আমরা একসংগে আর থাকতে পারবো না, তখনই তাকে এই চিঠি দেখাবো। তাহলে কোন ভয় থাকবে না আর।"

"একটা কথা শোন"—বলতে বলতে মুখের ভাব কেমন বদলে গেল সেমোলেনকোর। সে যেন এমন একটা অনুরোধ করবে খুব মর্মস্পর্শী, কিন্তু প্রত্যাখাত হবার আশঙ্কা আছে তার!

"বিয়ে করো, বিয়ে করো ভাই।"

"কেন?"

"কি চমৎকার এ ভদ্র মহিলা। তাঁর প্রতি তোমার কর্তব্য কর। স্বামীও মারা গেলেন। এ ত শুধু ভাগ্যের ইংগিত যে তুমি তোমার কাজ করবে এখন।"

"সত্যিই কি অদ্ভুত লোক তুমি। তোমার কি একবারও খেয়াল হয় না যে বিয়ে হওয়া অসম্ভব। ভাল না বেসে বিয়ে করা আর ভগবানে বিশ্বাস না করে ভজনা করা—একই ব্যাপার। খুব হীন, গর্হিত কাজ। মানুষের অযোগ্য।"

"কিন্তু বিয়ে করা তোমার কর্তব্য।"

ল্যাভস্কি বিরক্ত হয়ে বল্লে "কেন? কি করে কর্তব্য আমার?"

"স্বামীর কাছ থেকে তাকে তুমিই ছিনিয়ে এনেছ, তোমাকে তার দায়িত্ব নিতে হবে না?"

"কিন্তু এখন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছি—আমি তাকে ভাল বাসি না।"

"ভাল না বাসো ভাল কথা। কিন্তু তার প্রাপ্য সম্মান দাও, তার ইচ্ছার মূল্য দাও।"

ভেংচি কেটে ল্যাভস্কি বল্লে, "প্রাপ্য সম্মান দাও, ইচ্ছার মূল্য দাও··· । ভারী আমার সাত পুরুষের গুরু ঠাকুর। দেখো ডাক্তার, তুমি যদি মনে করে থাকো যে মেয়ে মানুষ নিয়ে বাস করতে গেলে সম্মান বিবেচনার কথা প্রথমেই ওঠে, তাহলে বলবো, তুমি না বোঝ শরীর-তত্ব, না বোঝ মনস্তত্ব। মেয়েদের জীবনে প্রথম এবং একমাত্র আকাঙ্খা হ'ল শয়ন কক্ষ।"

স্তম্ভিত হয়ে সেমোলেনকো বলে উঠলো, "ভানিয়া! ভানিয়া! কি বলছো তুমি!"

"বয়সে প্রবীণ হলেও তুমি শিশু। থিয়োরি কপচাও খালি। আর আমি তোমার চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু বুড়ো। বাস্তব বুদ্ধি আমার অনেক। কিন্তু যাক্, এসব কথা বাড়িয়ে আর কাজ নেই। তুমি আমাকে বুঝবে না।" ল্যাভস্কি বয়কে ডাকলো। "মুস্তাফা, কত হ'ল?"

ল্যাভস্কির হাত ধরে ডাক্তার বলে উঠলো, "না, না। তোমাকে বিল দিতে হবে না। আমিই অর্ডার দিয়েছি, আমিই এর দাম দেবো।" মুস্তাফার দিকে চেয়ে বল্লো "কই, দেখি বিল।"

ওরা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। সমুদ্রের ধার দিয়ে রাস্তায় এসে পড়লো। একটু থেমে, বিদায় নিলো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেমোলেনকো মনে মনে বল্লে, বন্ধু, তুমি একেবারে নষ্ট হয়ে গেলে। কপাল জোরে যুবতী সুন্দরী শিক্ষিতা মহিলা তোমার জুটেছিলো। কিন্তু তুমি তাকে ফিরিয়ে দিলে। আর আমায় যদি ভগবান এক তোবড়ানো বুড়ীও দিতেন; যদি সে

একটু মমতাময়ী হতো ;—আমি যে কি সুখী হতাম। আমার এই আঙুরের খেতের ধারে তার সংগে বাস করতাম। নিজেকে সংযত করল সেমোলেনকো। —সে আমার জন্য উনুনে আঁচ দিত, সেই আমার বৃদ্ধা কুরূপিনী।

ল্যাভস্কির সংগে ছাড়াছাড়ি হবার পর ডাক্তার রাস্তা ধরে সোজা চল্লো। দশাশই মস্ত চেহারা, মুখে কঠোর ভাব। সাদা স্যুট, পালিশ করা বুট। ভ্লাডিমির পদক এঁটে বুক চিতিয়ে যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতো, ডাক্তার ভাবতো সবাই যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। খুব মজা লাগতো তার। কোন দিকে ঘাড় ফেরাতো না। নজর দিয়ে দেখতো দু'পাশ। ভাবতো, রাস্তাটা বড় সুন্দর হয়েছে। ওই চারা সাইপ্রাস, ইউক্যালিপটাস, এই নির্জীব তাল, এরা একদিন নিশ্চয়ই বড় হয়ে উঠবে। প্রচুর ছায়া দেবে সেদিন। ককেশাসের এই সব লোক, এরা বড় ভাল, বড় অতিথিপরায়ণ। সত্যি খুব অবাক লাগে; ল্যাভস্কি ককেশাসকে পছন্দ করতে পারলো না, বড় আশ্চর্য! রাইফেল কাঁধে করে পাঁচটা সৈন্য যাচ্ছিল। সেলাম করলো ডাক্তারকে। ডান দিকে ছেলের সংগে বেড়াচ্ছিল এক কর্মচারীর স্ত্রী।

সেমোলেনকো চিৎকার করে উঠলো। "নমস্কার, মারিয়া কনস্টান্টিনোভা। কি, স্নান করতে? বাঃ বাঃ। নিকোদিম আলেকজেনড্রিচ্‌কে আমার নমস্কার জানাবেন।" হাসতে হাসতে যাচ্ছিল ডাক্তার। সামনেই দেখে হাসপাতালের কর্মচারী একজন। সংগে সংগে ভ্রূ কুঁচকে উঠলো। তাকে ডেকে বল্লে:

"কেউ এসেছে হাসপাতালে ?"

"না হুজুর।"

"কি ?"

"কেউ আসে নি, হুজুর।"

"আচ্ছা যাও।"

রাজকীয় ভাবে ডাক্তার লেমোনেডের দোকানের দিকে গেল। দোকানে বসতো স্থূলকায়া ইহুদী মেয়ে। বয়েস অনেক হয়েছে তার। একজন জর্জিয়াবাসীর সংগে ঘর করতো সে। যা হোক, আদেশ দেওয়ার ভংগীতে ডাক্তার খুব জোরে বললে "সোডা দাও।"

দুই

ল্যাভস্কি যে নাদাজাকে ভালবাসতে পারলো না তার কারণ হলো যে ল্যাভস্কির কেমন একটা ধারণা হয়েছিলো, নাদাজা যা বলে, যা করে তার সবটাই মিথ্যা, অথবা মিথ্যার মতই। মেয়েদের বিরুদ্ধে যত কিছু পড়েছিলো ল্যাভস্কি, আজ মনে করে দেখে তার সব কিছুই হয় তার নিজের সম্বন্ধে, অথবা নাদাজা অথবা তার স্বামীর সম্বন্ধে প্রযোজ্য। যখন সে ফিরে এলো, দেখলো নাদাজা জানলায় বসে আছে। ফিট্ ফাট্ পরিচ্ছন্ন, চুল বাঁধা হয়ে গেছে। কফি খেতে খেতে মোটা সাময়িক পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল। চিন্তাচ্ছন্ন যেন। সে ভাবলো কফি খাওয়াটা এমনকি একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে তার জন্য চিন্তাচ্ছন্ন হতে হবে! কায়দা দুরস্ত ভাবে চুল বেঁধে সময়ের অপব্যবহার করবে কেন?—এখানে কার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সে? সুন্দরী হবার কোন দরকার নেই ত তার। আর ওই সাময়িক পত্রিকা পড়া, ওটা ছলনা ছাড়া আর কি! ভাল করে চুল বেঁধেছে, আরো সুন্দরী দেখাবে তাই। পত্রিকা পড়ছে, আরো বুদ্ধিমতী বলে মনে হবে তাই।

"আজ কি স্নান করা ঠিক হবে?" নাদাজা বল্লো।

"কেন? তোমার স্নান করা না করার ওপর দুনিয়া নির্ভর করছে নাকি?"

"তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম পাছে ডাক্তার বিরক্ত হয়।"

"ডাক্তারের কাছে যাও। আমি ত ডাক্তার নই।"

নাদাজার সাদা গলার অনাবৃত অংশ আর ঘাড়ের কাছে কোঁকড়ানো চুলের দোলনগুলো দেখে বড় বিরক্ত হয়েছিলো ল্যাভস্কি। ভাবলো, যখন স্বামীকে আর ভাল লাগতো না এ্যানা কেরেনিনার, তখন সব চেয়ে তার খারাপ লাগতো স্বামীর কান। ল্যাভস্কি মনে মনে বল্লে, "সত্যি, খুব সত্যি।"

খুব দুর্বল লাগছিল ল্যাভস্কির, যেন মাথায় কিছুই নেই। কোন রকমে পড়ার ঘরে গিয়ে সোফায় শুয়ে পড়লো। মাছি এসে যাতে বিরক্ত না করে তাই রুমাল চাপা দিল মুখে। দারুণ হতাশার দুঃসহ ভাবনা-গুলো একের পর এক মাথায় ভিড় করে এল। হেমন্তের ধূসর সন্ধ্যায় মাল গাড়ীর মত সার সার চিন্তার মিছিল। দুর্বিসহ পীড়নে ঝিমিয়ে পড়লো ল্যাভস্কি। মনে হল, নাদাজা আর তার স্বামীর কাছে বড় অপরাধী সে। তার দোষেই আজ স্বামী মারা গেল। মনে হল, সে যেন তার নিজের জীবনের কাছে পাপ করেছে, পাপ করেছে আদর্শের কাছে, জ্ঞানের কাছে, কর্মের কাছে। স্থির বিশ্বাস হল তার, বাস্তবের সেই সুন্দর জগৎ এখানে নেই,—এই ক্ষুধার্ত তুর্কী আর অলস পাহাড়ী অধ্যুষিত অঞ্চলে নেই। সে জগৎ, সেই উত্তরে।—সেখানে অপেরা, থিয়েটার, খবরের কাগজ, বুদ্ধিজীবির প্রাণ চাঞ্চল্য। এক মাত্র সেখানে গেলেই, বুদ্ধিমান, পবিত্র ও সুন্দর হওয়া যায়। এখানে নয়, এখানে নয়। নিজেকে অভিযুক্ত করলো সে। কেন তার আদর্শ ছিল না,

কেন ছিল না মৌল ধ্যান ধারণা? এবার যেন এসব কথার অর্থের অস্পষ্ট আভাস পেয়েছে সে। দুবছর আগে যখন নাদাজাকে ভালবেসেছিলো, ভেবেছিলো, শুধু তার সংগে যদি ককেশাসে চলে যেতে পারে, স্বামী স্ত্রী ভাবে থাকতে পারে যদি, তাহলে তার চারপাশের নোংরামি আর অন্তঃসারশূন্যতা থেকে ত্রাণ পাবে সে। আর ঠিক তেমন ভাবেই প্রত্যয় হয়েছে এবার—যদি নাদাজাকে ফেলে সে চলে যেতে পারে পিট্‌সবুর্গে, তাহলেই তার সব আকাঙ্খার তৃপ্তি হবে। উঠে বসে নখ কামড়াতে লাগলো। বিড়বিড় করে বল্লো, "পালিয়ে যাও, পালাও।"

কল্পনা করলো ল্যাভস্কি। জাহাজ চড়ে যাত্রা সুরু তার। তারপর জাহাজে আহার করবে। ঠাণ্ডা বিয়ার, ডেকের ওপর মেয়েদের সংগে গল্প। জাহাজ ছেড়ে ট্রেন ধরবে সেবেষ্টাপোল থেকে। তারপর ট্রেন ছুটবে। মুক্তি, মুক্তি, মুক্তির আনন্দ তারপর। একের পর ষ্টেশন পার হয়ে যাবে; বাতাস আরো ঠাণ্ডা, আরো তীক্ষ্ণ হতে থাকবে। নজরে পড়বে ডুমুর গাছের ঝোপ, ব্রিজ গাছের পাতা। তারপর ক্রাশক; মস্কো তারপর। রেঁস্তোরায় কপির ঝোল, ভেড়ার মাংস। এশিয়ার অসভ্যতার শেষ। রাশিয়া, সত্যকারের রাশিয়ার আরম্ভ। ট্রেনের যাত্রীরা ব্যবসার গল্প বলবে, নোতুন গায়কের কাহিনী, রুশ-ফরাসী সন্ধি-শর্ত আলোচনা করবে। চারপাশেই রুচিবান, বুদ্ধিপ্রবণ, জীবনের স্পন্দন। পেরিয়ে যাও, পেরিয়ে যাও। পেরিয়ে গেলে—ন্যাভস্কি প্রসপেক্ট, মারসাকায়া ষ্ট্রিট, কেভনস্কি প্লেস—ছাত্র জীবন

খানেই কেটেছে। মনে পড়ে সেই ধূসর আকাশ, গুড়ি গুড়ি বিষ্টি, ভিজে সপ্‌সপে্‌ গাড়োয়ান—”

পাশের ঘর থেকে কে যেন বলে উঠলো, “আইভান আণ্ড্রেইচ, বাড়ী আছেন ?”

উত্তর দিল ল্যাভস্কি, “এই যে ! কি দরকার ?”

“অফিসের কাগজ।”

অলসভাবে উঠে দাঁড়ালো ল্যাভস্কি। গা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। চটি ঘষতে ঘষতে অন্য ঘরে গেল। জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো। জানালায় অফিসের সহকর্মী সরকারী কাগজ মেলে দাঁড়িয়ে।

কোমল স্বরে বল্লে ল্যাভস্কি, “একটু দাঁড়াও ভাই।” দোয়াত কলম খুঁজতে জানালার কাছে গেল। কাগজে যে কি লেখা আছে কিছুই পড়লো না। শুধু সই করে দিয়ে বল্লে, “আজকে বড্ড গরম।”

“হ্যাঁ। আসছেন অফিসে ?”

“বোধ হয় যাচ্ছি নে। শরীরটা ভাল লাগছে না। যাবার সময় সেসকোভস্কিকে বলো, দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ওর ওখানে যাবো।”

কেরাণী চলে গেল। আবার সোফায় শুয়ে পড়ে ভাবতে লাগলো ল্যাভস্কি।

“সব কিছু বিচার করতে হবে। যাওয়ার আগে দেনা শোধ করতে হবে। প্রায় দু হাজার রুবল দেনা হবে। টাকা পয়সা

তো মোটেই নেই।...তাতে কি হয়েছে! সামান্য কিছু দিয়ে যাবো যাবার আগে।

যেমন করেই হোক দিয়ে যাবো। বাকিটা পিট্সবুর্গ থেকে পাঠিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু মূল সমস্যাই হল নাদাজ্দা ফেডোরভানা। সবার আগে আমাদের ভালবাসা সম্বন্ধে খোলা-খুলি বোঝা পড়া দরকার।"

একটু চিন্তা করলে, সে কি সেমোলেনকোর সংগে পরামর্শ করবে? সেই ভাল বোধ হয়।

আবার ভাবলো, "যেতে পারি। কিন্তু গিয়ে কি হবে? মেয়েমানুষ, সৎ অসৎ এ সব সম্পর্কে যা তা কথা বলে বসবো হয়ত।—যা বলা উচিত নয়, এমন কথাও বলবো। ও সব আলোচনার কি দরকার যখন মূল কথা হ'ল নিজেকে বাঁচানো। কি দরকার যখন আমি হাঁফিয়ে মারা যাচ্ছি, এই অধীনতায় নিজেকে ধ্বংস করছি?...সবার আগে বোঝা উচিত, যে অবস্থায় আমি বাঁচছি, তা এত ঘৃণ্য এত নীচ যে সৎ অসৎ বিচার বিবেচনা তার কাছে একান্ত তুচ্ছ, মূল্যহীন।" উঠে বসে নিজে নিজে বিড়বিড় করলে, "পালাও, পালিয়ে যাও।"

পরিতক্ত্য সমুদ্র সৈকত, নিরবচ্ছিন্ন গরম, দূর ধূসর পাহাড়ের ক্লান্তি, সেই একটানা নৈঃশব্দ, অন্তহীন একাকীত্ব তাকে পীড়ন করতে লাগলো। যেন তার যৌবন শুষে নিয়ে ঝিম্ ধরা করে দিয়েছে। হয়ত সে সত্যিই বুদ্ধিমান, প্রতিভাধর, সহৃদয়। যদি এই সমুদ্র পর্বত তাকে চার পাশ থেকে আষ্টে পিষ্টে এমন

করে ঘিরে না দাঁড়াত, তাহলে সে হয়ত নেতা হতে পারত, না হয় শাসক, বক্তা, রাজনৈতিক লেখক, অথবা সাধু। কে জোর করে বলতে পারে? তাইই যদি হয়, তবে সেই প্রতিভাধর মানুষ, ধরো একজন শিল্পী বা সঙ্গীতজ্ঞ, অথবা আর কেউ;—যখন জেলের কর্তাকে ফাঁকি দিয়ে পাঁচিল ভেঙে পালিয়ে যায়, তখন তার সমালোচনা করা, সদাসৎ বিচার করা মূর্খতা নয়? যে অবস্থায় যে কোন উপায়ই সৎ।

বেলা হু'টোর সময় ল্যাভস্কি আর নাদাজা খেতে বসলো। যেই রাঁধুনী ভাত আর বিলিতি বেগুনের ঝোল দিয়ে গেল, ল্যাভস্কি বলে উঠলো, "রোজ রোজ এ কি খাওয়া যায়? কেন, কপির ঝোল রাঁধা যেত না?"

"কপি পাওয়া যায় না।"

"অবাক করলে। সেমোলেনকোর বাড়ীতে কপির তরকারী, মারিয়া কনস্‌ট্যানটিনোভার বাড়ীতেও। আর আমাদের কেবল এক পিণ্ডি রোজ রোজ গিলতে হবে। এমন ভাবে চলবে না, প্রিয়তমা।"

প্রত্যেক সংসারে যা ঘটে, এদেরও তাই ঘটতো। প্রতিদিন খাবার সময় একটা না একটা কেলেঙ্কারী হতোই। আগে আগে নাদাজা আর ল্যাভস্কি পরস্পর পরস্পরের দোষ ত্রুটি দেখবার জন্মই উদগ্রীব থাকতো। কিন্তু যে মুহূর্ত থেকে ল্যাভস্কি আবিষ্কার করলো যে সে নাদাজকে আর ভালোবাসে না, সে মুহূর্ত থেকেই নাদাজার কথা মেনে নিতে আরম্ভ করলে। তার সংগে হেসে

ভদ্রভাবে কথা বলতো, আর কথার শেষে সম্বোধন করতো, 'প্রিয়তমা।'

হাসতে হাসতে ল্যাভস্কি বললো "ঝোলটা প্রায় মদের মত লাগছে।" নিজেকে সংযত করে অনেকটা অমায়িক হবার চেষ্টা করলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকতে পারলো না। বল্লো, "ঘর সংসার কেউ না দেখলে...। তুমি যদি সত্যি সত্যি খুবই অসুস্থ বোধ করো, অথবা লেখা পড়া নিয়ে খুব বেশী বিব্রত থাকো তাহলে রান্নার দিকটা আমাকেই দেখতে হয়।" আগে হলে নাদাজা উত্তর দিত, "বেশত কর না," অথবা বলতো ; "আমাকে পাকা রাঁধুনী তৈরী করতে চাও নাকি?" কিন্তু আজ সে কোন কথার উত্তর দিল না ; শুধু ভীত ভাবে তার দিকে তাকালো আর লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

"শরীর কেমন আজ?" সদয় হয়ে জিজ্ঞেস করলো ল্যাভস্কি।

"বেশ ভালোই ত আছি। আর কিছু নেই, কেবল একটু দুর্বল লাগছে।"

"শরীরের দিকে যত্ন দাও, প্রিয়তমা। আমি তোমার জন্য বড় ভাবিত হয়ে পড়লাম।"

নাদাজা অসুস্থই ছিলো। সেমোলেনকো বলেছিলো সবিরাম জ্বর। কুইনাইন দিয়েছিলো। কিন্তু উসটিমভিচের মতে ওর অসুখটা হল স্ত্রীরোগ। বলেছিলো গরম সেঁক লাগাতে। উসটিমভিচ বড় একটা কারো সংগে মিশতো না। লম্বা, রোগাটে

দেখতে। সারাদিন ঘরে বসে থাকতো, আর সন্ধ্যা বেলা হাত দুটো পিছনে বেঁধে পিঠের কাছে ছড়ি ঝুলিয়ে সাগরের ধারে বেড়াত আর কাশতো। অতীতে যখন ল্যাভাস্কি নাদাজাকে ভালবাসতো, তখন তার অসুখে বিচলিত হত, ভয় পেত। কিন্তু এখন সে অসুখের ভেতর ছলনা খুঁজে পেতে লাগলো। নাদাজার মুখ হলদেটে হয়ে গেছে, বড় বিষণ্ণ। চোখ দুটো নিষ্প্রভ, অংগ ভংগীতে স্পষ্ট নিরাশা। যখন সে তার বদ্ধ ঘরে জ্বরের ঘোরে শাল মুড়ি দিয়ে কুঁকড়ে পড়ে থাকতো, তাকে বালকের মত দেখতে লাগতো। ল্যাভস্কির মতে এই সব দেখেই তার মোহ ভেংগে গেছে। প্রেম ও বিয়ের বিপক্ষে এই সবই তার যুক্তি।

পরে এল ডিমের তরকারী। নাদাজার শরীর খারাপ। তাই সে খেল দুধ আর জেলি। চিন্তাচ্ছন্নভাবে নাদাজা জেলিতে চামচ ঠেকাল। ক্লান্ত ভাবে জেলি খেতে খেতে অল্প অল্প করে দুধে চুমুক দিতে লাগলো। ল্যাভস্কি তার খাওয়ার শব্দ শুনে এত বিরূপ হয়ে উঠলো যে তার গা গুলিয়ে এল। কুকুরের খাওয়ার শব্দ শুনে যদি এ ধরণের মনোভাব তার জাগতো তাহলে কুকুরের পক্ষেও সেটা অসম্মান করা হতো। একথা সে জানতো। তবু সে রেগে উঠলো নিজের ওপর নয়, নাদাজার ওপর। কেন সে এমন ধরণের অনুভূতি জাগিয়ে তুললো তার ভেতরে? সে বুঝলো কেন অনেক সময় প্রেমিক তার প্রেমিকাকে খুন করে। সে অবশ্য এখুনি নাদাজকে খুন করবে না। কিন্তু

এখন যদি তাকে খুনের বিচারের জুরি করতো, তাহলে এখুনি সে আসামীকে নির্দোষ বলে মুক্তি দিত।

খাওয়ার পর নাদাজার কপালে চুমু খেল সে। পড়ার ঘরে ঢুকে মিনিট পাঁচেক ধরে পায়চারি করে বেড়াল। জুতোটা খুঁটিয়ে দেখলো। তারপর সোফায় বসে বিড়-বিড় করে বল্লো, "পালিয়ে যাবো। আমাদের সত্যিকারের হৃদয়গত অবস্থা জানিয়ে পালিয়ে যাবো।"

সোফায় শুয়ে আবার ভাবলো, নাদাজার স্বামী মারা গেছে। হয়ত তার দোষের জন্য মারা গেল সে। বুট জুতোর ফিতে বাঁধার জন্য পা উঁচু করতে করতে নিজেকে বোঝাতে লাগলো—"কাউকে ভালবাসাতে পারা বা না পারার জন্য দোষারোপ করা বোকামী। ভালবাসা বা ঘৃণা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। হতে পারে, ওর স্বামীর মৃত্যুর পরোক্ষ কারণ আমি। হতে পারে এই-ই তার মৃত্যুর কারণ। কিন্তু তার স্ত্রী আমার প্রেমে পড়ল—সে ও কি আমার-ই দোষ?"

টুপিটা হাতে করে নিয়ে উঠে দাড়ালো সে। তার সহকর্মী সেসকোভস্কির বাড়ীর দিকে যাবে। সেখানে সরকারী কেরাণীরা এই সময় আসে, বাজী ধরে তাস খেলে, মদ খায়। যেতে যেতে ল্যাভস্কি ভাবলো, "আমার এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে হ্যামলেটের কথা মনে পড়ে। কি সুন্দর ভাবে সেকস্‌পীয়র বলেছে। কি সত্যি সে সব।"

তিন

শহরে হোটেল নেই। যাদের ঘর সংসার নেই তাদের খাবার জায়গা নেই কোথাও। একা একা যারা আসতো তাদের কষ্ট দেখে সহানুভূতি আর ভদ্রতার খাতিরে ডাঃ সেমোলেনকো নিজের বাড়ীতে তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতো। সে সময় দু'জন লোক তার বাড়ীতে নিয়মিত থাকতো। একজন প্রাণী-তত্ত্ববিদ্ ভন কোরেন। কৃষ্ণসাগর অঞ্চল থেকে সে এসেছিল এই গরম কালে এখানকার প্রাণীর গর্ভ সঞ্চার সম্বন্ধে গবেষণা করতে। অন্যলোকটি হল তরুণ পাদ্রী পোবেডভ। স্কুল থেকে ছাড়া পেয়েই এখানে আসতে হয়েছে তাকে। এখানকার পাদ্রীর অসুখ করেছিলো। রোগমুক্ত হবার জন্য যেতে হয়েছে তাকে। তার কাজের ভার নিতে হয়েছে পোবেডভকে। দু'বেলা খাওয়ার জন্য ওরা প্রত্যেক মাসে বারো রুবল করে দিত ডাক্তারকে। ডাক্তারও তাদের কাছে সর্ত করিয়ে নিয়েছিলো যে ঠিক বেলা দুটোর সময় খেতে আসবে তারা।

সাধারণত ভন কোরেনই আগে আসত। বসবার ঘরে ঢুকে সে নিঃশব্দে এলবাম তুলে নিতো।

ঝাপসা হয়ে গেছে ফটোগুলো। সাজগোজ করা নারী পুরুষের চেহারা। ভন কোরেন মনযোগ দিয়ে তাদের লক্ষ্য

করতো। সেমোলেনকোই তাদের নাম ভুলে গেছে। অল্প কয়েক জনকে এখনো সে মনে করতে পারে। তাদের কথা উঠলেই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতো, "কি সুন্দর লোক, কি বুদ্ধিমান!"

যখন এলবামে আর কিছুই দেখার থাকতো না, ঝোলা থেকে পিস্তল বার করতো। বাঁ চোখটা একটু কুঁচকে রাজপুত্র ভরণষ্ঠ-ভের দিকে তাক্ করতো অথবা আয়নায় নিজের মূর্তির দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো। কঠোর মুখের ওপর বিস্তৃত কপাল। কালো কোঁচকান চুল, অনেকটা নিগ্রোদের মত। গায়ে ধূসর রংএর তুলোর জামা। তার ওপর বড় বড় ফুল। অনেকটা পারস্যের কম্বলের মত দেখতে। ভেতরে কোট পরতো না, চামড়ার বেল্টে-ই চালিয়ে দিত। ফটো দেখা বা পিস্তল নিয়ে খেলা করার চেয়ে আয়নায় নিজের ছবি নিরীক্ষণ করতে খুব ভাল লাগতো তার। ওর নিজের মুখটা নিজের কাছে বড় সুন্দর, তাতে মানান-সই-ছাঁট দেওয়া-দাড়ি। বেশ চওড়া কাঁধ। এ সব পূর্ণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ। শরীরে বলও আছে বেশ। জামা থেকে জুতো, সব মানান-সই রঙের। সে খুব খুসী হতো তার এই কেতাদুরস্ত অথচ প্রচ্ছন্ন পারিপাট্যের জন্য।

যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এলবাম দেখছে ভন কোরেন, তখন সেমোলেনকো রান্নাঘরের এখানে ওখানে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কোট পরা নেই। ঘাড়ের অনেকটা অংশ অনাবৃত। ঘামে নেয়ে উঠেছে। সেলাড মেশাচ্ছে, মাংস ঠিক করছে, অথবা পেঁয়াজ দিচ্ছে। এ টেবিল থেকে ও টেবিলে যাচ্ছে। বড় ব্যস্ত। আর

মাঝে মাঝে আরদালীর ওপর ছুরি উঁচিয়ে হম্বি তম্বি করছে, "ভিনিগার দে।···ওটা ভিনিগার না, ভিনিগার না।" খিঁচিয়ে উঠছে ডাক্তার। "কোথায় গিয়েছিলি, জানোয়ার!"

ভাঙা ভাঙা গলায় উত্তর দিচ্ছে আরদালী, "মাখন, মাখন আনতে হুজুর।"

"যা, যা, তাড়াতাড়ি। ডেরিয়াকে বল জারে কিছু শশা কুঁচিয়ে দিতে। যা, ওরে হতচ্ছাড়া ঘরটা খোলা রাখিসনে। মাছি ঢুকবে যে।"

তার গলার শব্দে যে সমস্ত বাড়ীটা গম্‌গম্ করে উঠছে। আর ঠিক ছুটো বাজবার দশ পনেরো মিনিট আগেই পাদ্রী এসে হাজির। বাইশ বছর বয়েস, লিক্‌লিকে দেখতে। লম্বা লম্বা চুল। দাড়ি ওঠে নি। গোফের রেখা দেখা দিয়েছে সবে মাত্র।

বসবার ঘরে ঢুকে ক্রুশে অভিবাদন করে ভন কোরেনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল পাদ্রী।

"নমস্কার।"

খুব শান্ত স্বরে বলে প্রাণীতত্ত্ববিদ্, "কোথায় ছিলে?"

"বন্দরে মাছ ধরছিলাম।"

"বাঃ বাঃ, তোমার কাজের কোন তাড়া নেই। বাঃ!"

"কেন? কাজ কি ভল্লুক যে দৌড়ে জঙ্গলে পালাবে?" পকেটে হাত ঢুকিয়ে হেসে বললে পাদ্রী।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রাণীতত্ত্ববিদ উত্তর দিল "তোমায় হাজার গালাগালি দিলেও কিছু হবে না,"

আরো পনেরো বিশ মিনিট গেল। খাওয়ার ডাক এলো না তখনো। তারা শুনতে পাচ্ছে, রান্নাঘর থেকে এ ঘর ও ঘর ছুটে বেড়াচ্ছে আরদালী। তার ভারী বুটের আওয়াজ আসছে। সেমোলেনকো চিৎকার করছে, "জায়গা কর, জায়গা কর। হত-ভাগা বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে গিয়েছে। টেবিলটাকে ধুয়ে ফেল আগে, ধুয়ে ফেল।"

ক্ষুধার্ত পাদ্রী আর ভন কোরেন গোড়ালি দিয়ে মেঝেতে ঠোকা মারছে, থিয়েটারের শ্রোতাদের মত। অধৈর্য হয়ে পড়েছে তারা। শেষকালে দরজা খুললো। ক্লান্ত আরদালী জানালো, খাবার দেওয়া হয়েছে। খাবার ঘরে সেমোলেনকোর সংগে দেখা। রান্না ঘরের গরমে ঘামে জব্‌জবে দেহ। টক্‌ টক্‌ করছে মুখ। ওদের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তারপর হঠাৎ ঢাকনা খুলে সবার প্লেট ভর্তি করে দিল। যখন দেখলো যে ওরা বেশ আরাম করেই খেতে আরম্ভ করেছে, সেমোলেনকো তখন আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে ইজি চেয়ারে বসলো। মুখের ভাব বদলে গিয়েছে। বেশ খুসী খুসী দেখাচ্ছে, চোখ দুটাও ঝাপসা হয়ে গেছে। ইচ্ছে করেই নিজের জন্য একগ্লাস মদ ঢেলে বল্লে, "যৌবন শক্তির উদ্দেশ্যে।"

ল্যাভস্কির সংগে কথাবার্তার পর থেকেই ডাক্তার বড় চিন্তিত। সকাল থেকে খাবার সময় অবধি বুকের ভেতর খচ্‌খচ্‌ করছিলো। কিন্তু খুশ মেজাজ ছিল আগাগোড়া। ল্যাভস্কিকে সাহায্য করতে পারলে যেন ভাল লাগতো তার। ঝোলের আগে এক-

গ্লাস মদ খেয়ে বলে উঠলো, "ল্যাভস্কির সংগে দেখা হয়েছিলো ? বেচারা ! বড় খারাপ সময় পড়েছে তার। একে ত আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল না, তার ওপর তার মানসিক অশান্তি। সোনায় সোহাগা। বেচারা !"

ভন কোরেন উত্তর দিলো, "ওই একটা লোক যার জন্য আমার কোন দুঃখ হয় না। ওকে যদি কখনো দেখি ডুবে যাচ্ছে, তখন একটা লাঠি দিয়ে আরো জোরে চেপে ধরে বলবো ; ডোব, ভায়া ডুবে যাও।"

"কি যে বল ! তা কখনো হয়।"

"কেন না ? আপনিও যেমন ভাল কাজ করতে পারেন, আমিও ঠিক তেমনি পারি।"

"একজন মানুষকে চুবিয়ে মারা কি ভাল কাজ?" পাদ্রী হাসতে হাসতে বল্লো।

"ল্যাভস্কিকে চুবিয়ে মারা নিশ্চয়ই সৎকাজ।"

কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারলে সেমোলেনকো যেন বাঁচে। বল্লে, "ঝোলটা যেন কেমন কেমন লাগছে।" কিন্তু ভন কোরেন বলে চল্লো, "কলেরার বীজাণুর মত ল্যাভস্কি সমাজের পক্ষে মারাত্মক অপকারী। তাকে ডুবিয়ে মারতে পারলে সমাজেরই লাভ হবে।"

"প্রতিবেশী সম্বন্ধে এ ধরণেব মন্তব্যে বাহবা পাওয়ার কিছু নেই। বেশত বলনা, কেন ল্যাভস্কিকে ঘেন্না কর ? বল।"

"বাজে কথা বলবেন না, বীজাণুকে ঘৃণা করি। করতেই হয়। কিন্তু তা বলে কোন বিচার আচার না করে যে লোকই দেখবেন

তাকেই আপনার প্রতিবেশী বলে মনে করবেন? কোন সমালোচনা করবেন না। তারমানে সোজাসুজি কথা বলা ছেড়ে দাও, কোন দায়িত্ব নিয়ো না। আপনার কথা শুনে অবাক হয়ে যাই। আমি বিশ্বাস করি ল্যাভস্কি বদমায়েস। ঢেকে-চেপে কথা বলা আমার অভ্যাস না। তার সংগে দেখা হলেও আমি ঠিক এই ব্যবহারই করি। কিন্তু ওকে আপনি প্রতিবেশী বলে মানেন, সদ্ব্যবহার করেন। ইচ্ছে করলে আপনি তা করতে পারেন। অর্থাৎ, এ কথাই বোঝা গেল যে আমাকে বা পাদ্রীকে যে চোখে আপনি দেখেন, ল্যাভস্কিকেও ঠিক সেই চোখেই দেখেন। সে আপনার প্রতিবেশী। তার মানেই হল, আপনি সবার প্রতিই উদাসীন।"

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে এসেছে ডাক্তারের। বিড়বিড় করে বল্লে, "একজন ভদ্রলোককে বললেন বদমায়েস। ছিঃ, ছিঃ। কি অন্যায়! আমি কথা বলে বোঝাতে পারছি নে।"

ভন কোরেন বলে উঠলো "মানুষের বিচার হবে তার কাজ দিয়ে। "আচ্ছা, তুমিই বলো পাদ্রী, আমি তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি। মিঃ ল্যাভস্কির জীবন তুমি জানো। চীনা ধাঁধার মত। আদ্যোপান্ত বিচার করো। এখানে এসে সে দু বছর কাটালো। কি করেছে? তার সব কাজ আঙুলে গোনা যায়। এক নম্বর, এ শহরের লোকজনকে বাজী রেখে তাস খেলা শিখিয়েছে। দু বছর আগে এখানে কেউ ও খেলা জানতো না। আর আজ, সকাল থেকে রাত্রির অবধি ওই খেলা চলছে। এমনকি, মেয়েরা,

বাচ্ছারাও বাদ দিচ্ছে না। দুনম্বর, এ শহরে বিয়ার খাওয়া শেখাল। এ অঞ্চলে আগে কেউ এর খোঁজও রাখতো না। অবশ্যই এ শহরের অধিবাসীরা ওর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে,—বিভিন্ন মদের তফাৎ বুঝতে শিখেছে বলে। তিন নম্বর, আগে লোকে লুকিয়ে পরস্ত্রীর সংগে প্রেম করতো। চোর যেমন সবার অগোচরে সিঁদ কাটে। পরস্ত্রী নিয়ে ও সব ব্যাপারে কেলেঙ্কারীর ভয় করতো সবাই। কিন্তু ল্যাভস্কি এলো পথপ্রদর্শক হিসেবে। চার নম্বর,...” ভন কোরেন এক চুমুকে ঝোলটা শেষ করে প্লেটটা আরদালীর দিকে ঠেলে দিয়ে বল্লে “আমাদের পরিচয়ের প্রথম মাস থেকেই ল্যাভস্কিকে বুঝতে পেরেছিলাম। আমরা প্রায় একই সময় এসেছি এখানে। ওর মত লোক বড় বেশী বন্ধুত্ব চায়, মিশতে চায়, সহানুভূতি চায়। কারণ, বাজী রেখে তাস খেলার সংগী চাই। পান ও আহারের জুড়ীদার দরকার। তা ছাড়া এসব প্রকৃতির লোকেরা একটু বেশী কথা বলে। শ্রোতা না হলে তাদের চলেই না। আমাদের ও দোস্তালি হ'ল। রোজ রোজ আসতে আরম্ভ করলো; কাজ করতে দিতো না। তার প্রেমিকার সব গোপন কথা বলতে আরম্ভ করলো। প্রথমদিন থেকেই তার আশ্চর্য মিথ্যাচারে অবাক হয়েছিলাম। আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করতো। আমি তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, এত মদ কেন খায়, সাধ্যের অতীত ব্যয় করে কেন দেনা জড়ায়, কেন কোন কাজ করে না, পড়ে না, কেন তার এত কম জ্ঞান, এত কম শিক্ষা-দীক্ষা। এসব বন্ধুরই কাজ। আর

আমার এ সব কথার উত্তরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতো, 'আমি ব্যর্থ, আমি অতিরিক্ত, অবাঞ্ছিত।' অথবা, জমিদার শ্রেণীর ক্ষয়িষ্ণু বংশধর আমরা।' 'কি আশা করো আমাদের কাছ থেকে,'— অথবা, 'আমরা অধঃপাতে গিয়েছি।' না হয়, ওনেজিন. বা বায়রণের কেইন বা বাজারভ সম্বন্ধে দীর্ঘ ছন্দে আবোল তাবোল বকে শেষ করবে—'ওরাই আমাদের রক্ত মাংসের পিতৃপুরুষ।"

সুতরাং এ কথাই আমাকে বুঝে নিতে হবে যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সরকারী চিঠি বন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকবে টেবিলে; নিজে মাতাল হবে আর আরো দশজনকে মাতাল করে তুলবে;—তার জন্য দোষী সে নয়। দোষী হল, ওনেজিন,প্যাকটোরিন, টুর্গেনিভ। দায়ী এঁরাই। কারণ এঁরাই ত আবিষ্কার করেছেন ব্যর্থ ও অতিরিক্ত মানুষ। তার এই অন্তহীন হতাশা আর অশোভন মিথ্যার কারণ নিজে নয়। সে কারণ খুঁজতে হবে অন্য কোথাও। ভেবে দেখো চিন্তার বাহাদুরী;—একমাত্র সে-ই হতাশ, মিথ্যুক, বিরক্তিকর নয়। আমরা সবাই, এই যুগের সব লোকই। 'আমরা সমস্ত শ্রেণীর শক্তিহীন দূর্বল বংশধর; সভ্যতাই আমাদের পঙ্গু করেছে।'

সোজা কথায়, মানতে হবে যে ল্যাভস্কির মতন মহান পুরুষ, অধঃপাতে গিয়েও মহান। তার এই হতাশা, শিক্ষা হীনতা, চারিত্রিক পতন;—এ সবই বস্তুজগতের স্বাভাবিক ঘটনা, এ সবই অবশ্যম্ভাবী। এর কারণ দুনিয়া জোড়া, সৃষ্টি-তত্ত্বের সংগে। ল্যাভস্কিই আমাদের যুগের, প্রভাবের, বংশের, রাহুগ্রস্ত প্রতিভূ।

আমাদের উচিত তাকে সেই সম্মান দেখানো। কেরাণীরা আর তাদের স্ত্রীরা গদ্‌গদ্‌ হয়ে ওই কথা শুনে যায়। আমি অনেক দিন সত্যিই ভেবে পাইনি, ও কি একটা উন্নাসিক, না, চতুর বদমায়েস। ওই ধরণের লোক,—যাদের সামান্য লেখা পড়া জানা আছে, নিজের জমিদার বংশের অতীত গৌরব আছে, যাদের দেখতে শুনতে বুদ্ধি জীবির মত,—তারা নিজেদের জটিল চরিত্র বলে লোকের সামনে জাহির করতে পারে।"

রেগে উঠলো সেমোলেনকো। "থামো, আমার সামনে একজন বিশেষ ভদ্রলোককে এমনভাবে অপমান করবে? না, তা হবে না।"

শান্তভাবে উত্তর দিলো ভন কোরেন, বাধা দেবেন না আলেকজেন্‌ডার ডেভিডিচ্‌। প্রায় শেষ হয়ে এল।...ল্যাভস্কির চরিত্র কোন অংশেই জটিল নয়। এই হলো তার আধ্যাত্মিকতার নমুনা। যেমন সকালে,—স্নান, কফি, দুপুরে খাবার আগে—টুকিটাকি কথাবার্তা। বেলায় দুটোয় খাবার, মদ। বেলা পাঁচটায়, স্নান, চা, মদ, তারপর তাস। মিথ্যাচার রাত দশটায়, রাত্রির খাওয়া, মদ। তারপর ঘুম। মাঝ রাতের ঘুম ভাঙার পর, নারী। এই তার জীবনের চৌহদ্দি, খোলের ভেতর ডিমের চলাফেরা। ওর কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা, কাজকর্ম ওর সমস্ত জীবনের সমীকরণ হল ;—মদ, তাস আর মেয়ে মানুষ।

মেয়ে মানুষই ওর জীবনের সবচেয়ে বড় অবলম্বন। আজ অবধি তেরোবার প্রেমে পড়েছে। নিজেই এসব কথা আমাদের বলে-

ছিল। কলেজে ঢুকেই সে একজন মহিলার প্রেমে পড়লো। তাঁর প্রভাবে ও গানটা শিখে ফেলেছিল। পরের বছর এক গণিকাকে ধরে নিয়ে এল। তার সংগে বাস করতে আরম্ভ করলো,—গণিকাকে ওর নিজের সামাজিক পর্যায়ে তুলবে। অর্থাৎ সে থাকবে রক্ষিতা হয়ে। ছ মাস যেতে না যেতেই সে গণিকা পালিয়ে তাদের আড্ডায় গিয়ে জুটলো। তারপর খুব মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করলো ল্যাভস্কি। যন্ত্রণা এত বেড়ে গেল যে আর লেখাপড়া করা সম্ভব হল না। কলেজ ছেড়ে বাড়ী গেল। দু বছর কিছু না করেই কাটিয়ে দিলে। কিন্তু ওখানে গিয়ে তার ভালই হয়েছিল। এক বিধবা তাকে উপদেশ দিলে, আইন পড়া ওর দ্বারা হবে না, আর্টস পড়লেই ভাল করবে। আর্টস পড়ে পাশ করলো। আর ঠিক তারপরই ওদেরই একজন প্রজার স্ত্রীর সংগে খুব মাখামাখি হল। কি যে তার নামটা—ভুলে যাচ্ছি ছাই। যাহোক্ তার আদর্শের জন্য তাকে ফুসলে নিয়ে এল এখানে, এই ককেশাসে। কিন্তু এসব তার আদর্শের জন্যই। এ কথাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। আর দেখবে, ওকে নিয়ে আর ঘর করতে পারবে না। পালিয়ে তাকে যেতেই হবে পিটস্‌বুর্গে। এও তার আদর্শের জন্য। দেখো, হলো বলে।"

রেগে উঠে হুংকার ছাড়লো সেমোলেনকো ; "তুমি ত সবজান্তা হয়ে উঠলে। তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে পড় দেখি।"

খাবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সেমোলেনকো ওদের প্লেটে

বাকি খাবারটা ঢেলে দিল। কারো মুখে কোন কথা নেই। মিনিট দুয়েক এ ভাবেই কাটলো।

"প্রত্যেক মানুষের জীবনে নারীর প্রভাব অসামান্য," বল্লে পাত্রী। "একে কাটিয়ে ওঠা দায়।"

"মানি, প্রভাব আছে। কিন্তু কতদূর? আমাদের কাছে নারী দেখা দেয় মা, বোন, স্ত্রী কিম্বা বান্ধবী হিসাবে। কিন্তু ল্যাভস্কির কাছে নারীই তার সর্বস্ব, তার প্রাণ। যৌনতৃপ্তি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সর্বোত্তম সার্থকতা। এই মেয়েদের জন্যই সে ক্লান্ত, বিরক্ত, নিস্পৃহ। ওর জীবন যে ক্রমাগত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—তার দোষ পড়বে নারীর ওপর। আবার যদি শোন, নোতুন জীবনের আভা পড়েছে, কারণ খুঁজবে নারী আছে কোথাও।

যে সব বইতে, ছবিতে, মেয়ে মানুষ আছে; ল্যাভস্কি সে সব বই পড়বে, সে সব ছবি দেখবে। আনন্দ পাবে। ও বলে আমাদের যুগ, চল্লিশ বা ষাটের চেয়ে খারাপ। কেন? কারণ, সেই আগের মত প্রেম অথবা কামনার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারিনে। এই হল ওর মত। ওর মাথায় কোথাও এসব পোকা আছে। তারাই ওর বুদ্ধিবৃত্তি ধ্বংস করছে, সমস্ত মানসিক প্রবৃত্তিকে এই পথে চালনা করছে। কোন আড্ডায় ল্যাভস্কিকে লক্ষ্য করবেন। সেখানে যদি কেউ কোন 'সেল' বা পোকা মাকড়ের বিষয়ে কথা বলে, ল্যাভস্কি দূরে বসে থাকবে। যোগ দেবে না, শুনবে না। তাকে খুব ক্লান্ত, হৃতসর্বস্ব দেখাবে। জীবনে কোথাও যেন তার কোন আকর্ষণ নেই। তাকে ঘিরে

সবই যেন কদর্য, সামান্য। কিন্তু যেই নারী পুরুষের কথা উঠলো, কী ধরুন, স্ত্রী মাকড়সা গর্ভসঞ্চারের পর পুরুষ মাকড়সাকে খেয়ে ফেলে, এ সব প্রসঙ্গ উঠলেই দেখবেন ল্যাভস্কিকে। তার মুখ চক্‌চক্‌ করছে। ভেতরের মানুষটা জেগে উঠেছে যেন। তার সমস্ত চেতনা, ধ্যান ধারণা, তা সে যতই মহৎ হোক না কেন, কেন্দ্রীভূত একদিকে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে এক গাধা দেখলে ও তখুনি প্রশ্ন করবে,—'আচ্ছা কি হবে বলুন তো যদি এক গাধাকে উটের সংগে মিলিয়ে দেওয়া হয়?" তার স্বপ্ন! বলেছে স্বপ্নের কথা তোমাদের কাছে? অপূর্ব! শোন, শোন। সে স্বপ্ন দেখলো, চাঁদের সংগে বিয়ে হয়েছে তার। তারপর পুলিশ ডেকে পাঠালো তাকে। বল্লে, গীটারের সংগে ঘর করো।"......

ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলো পাদ্রী। সেমোলেনকো রেগে গিয়ে হাসবে না বলে মুখ কোঁচকালো, কিন্তু শেষকালে হেসে বল্লে, "যত বাজে কথা। বাবা, এত বাজে কথা বলতে পারো।"

চার

খুব অল্পে খুসী হত পাদ্রী। সামান্য কারণে হাসতো। হাসতে আরম্ভ করলে আর থামতো না, পেটে ফিক্ লেগে যেত। মনে হত, সে মানুষের সংগে মেলামেশা করতো এই আশায় যে তাদের নিয়ে হাসাহাসি করার অনেক কিছু থাকবে। সেমোলেনকোর নাম দিয়েছিলো 'টানারনটোলা,' আর আরদালী হল 'ড্রেক।' একদিন ভন কোরেন আবেগের আতিশয্যে ল্যাভস্কি আর নাদাজাকে বলেছিল 'জাপানী বাঁদর'। পাদ্রী খুব উৎসুকভাবে উপস্থিত লোকজনদের মুখ লক্ষ্য করছিল। হাসির ধমকে মুখ কুঁচকে আসছিল তার। কখন অবসর পাবে প্রাণ খুলে হাসবার।

প্রাণীতত্ত্ববিদ বলছিল, "ও একেবারে বদ্‌মায়েস।" কিন্তু পাদ্রীর চোখ ছিল প্রাণীতত্ত্ববিদের মুখে নিবদ্ধ। কখন সে হাসির কথা বলবে আবার।

"এমন অস্তিত্বহীন মানুষ সচারার খুঁজে পাওয়া যায় না। শরীরের দিক থেকে ও দূর্বল, অনড়, অকালে বুড়িয়ে গেছে। মনের দিক মোটা দোকানদারের বৌ-এর মত।—গিলবে, মদ খাবে, পালকের বিছানায় শোবে আর গাড়োয়ানকে রাখবে প্রেমিক হিসাবে।"

পাদ্রী খুক্ খুক্ করে হাসতে আরম্ভ করলো।

"হেসো না। এমন ভাবে হাসতে হাসতে বোকা হয়ে যাবে।"

হাসি বন্ধ হলো পাদ্রীর।

ভন কোরেন আবার আরম্ভ করলো, "আমি ওর প্রতি কোন লক্ষ্যই করতাম না, ও এত সামান্য। কিন্তু সমাজের কাছে ওর অস্তিত্ব বিষাক্ত, বিপজ্জনক। মহিলা জগতে ওর অপূর্ব সার্থকতা দেখেছি। সমাজের সব চেয়ে বিপদ সেখানে। ভবিষ্যত পৃথিবীকে দিয়ে যাবে ডজন খানিক ওর মত হৃতসর্বস্ব, দুর্বল ল্যাভস্কি। দ্বিতীয় কথা হল,—ও বড় ছেঁয়াচে। বাজীরেখে তাস আর বিয়ারের কথা আগেই বলেছি। আগামী দু এক বছরের ভেতর সমস্ত ককেশাসের সমুদ্র সৈকতে ওর প্রভাব অনস্বীকার্য হয়ে উঠবে। লক্ষ্য করে থাকবেন সাধারণ লোক, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, কলেজী শিক্ষায়, ভদ্র ব্যবহারে, সাহিত্যিক কথায়, বুদ্ধি চর্চায়, কি রকম মোহিত হয়ে পড়ে। যত কদর্য কাজই সে করুক, সাধারণ লোক ভাববে, এ না করে উপায় ছিল না। কারণ সে একজন বুদ্ধিজীবি। একে ত কলেজী শিক্ষা তার আছে। তার ওপর মতবাদে, সে আবার উদারনৈতিক। আরো ভয়ের কথা হলো—সে ব্যর্থ। এ সমাজে তার কোন মূল্য নেই, অতিরিক্ত মানুষ। যুগের বলি সে। সুতরাং যা খুসী সে করতে পারে, কিছু বলার নেই। লোক হিসেবে ভালই, মানুষের দুর্বলতা গুলো সব আছে তার। সব সময়ে অভিযোগ করেছে। লোকের সংগে সহজে মিশতে পারে। গর্ব নেই মোটে। দশ পাঁচ জন এসে তার সংগে মদ খেতে পারে, পরের কেচ্ছা করতে পারে। যে সব লোক ধর্ম বা নীতির খারাপের দিকটা দেখে, তারা যদি

তাদের মত সর্ব-দোষ-সমন্বিত খুদে দেবতা খুঁজে পায়, তবেই সোনায় সোহাগা। ভেবে দেখো কতদূর অবধি ও রোগ ছড়াতে পারে। অধিকন্তু, বেশ ভাল অভিনেতা, চমৎকার ভণ্ড। জিনিষ-গুলো দুমড়ে মুচড়ে নিজের মত করতে পারে। বেশ ওর কথা বলার ঢং লক্ষ্য করো। সভ্যতা সম্বন্ধে ওর বক্তৃতা শোন। 'ওই আদিম যারা, যারা প্রকৃতির সন্তান, আমি তাদের হিংসে করি। তারা ত সভ্যতার কিছু জানে না।' অর্থাৎ আমাকে বুঝতে হবে পুরাকালে, ওর অতীত জীবনে, মন প্রাণ দিয়ে সভ্যতার সেবা করে এসেছে। সে সভ্যতায় ডুব দিয়ে তল পেয়েছে, সব কিছুই বুঝেছে তার। কিন্তু পাইনি কিছুই। মোহ ভংগ হয়েছে তার। পথে বসেছে সে। ধরো, সে এক ফাউষ্ট অথবা দ্বিতীয় টলষ্টয়। সোপেন-হাওয়ার অথবা স্পেনসারের কথা উঠলে সে এমন এক ভাব দেখাবে যেন তারা ছেলেমানুষ। আর সে বেশ বুড়োমানুষি চালে বলছে, 'কি বলছে স্পেনসার, তোমার মত কি।' সে নিজেই স্পেনসার পড়েনি। কিন্তু কি অমায়িক ভাবে ঠাট্টার সংগে তার বান্ধবী সম্পর্কে বলবে, 'উনি স্পেনসার পড়েছেন।' সবাই অবাক হয়ে শোনে তার কথা। কেউ ভাবেও না যে এই বহুরূপীর স্পর্দ্ধা নেই স্পেনসারের পায়ে হাত দেয়, তার সম্পর্কে এই ভাবে কথা বলা দূরের কথা। নিজের অন্তঃসারশূন্যতা ঢাকবার জন্য সভ্যতা, ক্ষমতার পাদপীঠ নোংরা কদর্যতায় কলঙ্কিত করা একমাত্র ফাঁপা, ফাঁকা, হীন, নোংরা প্রাণীর দ্বারাই সম্ভব।"

সেমোলেনকো বল্লে, "তুমি ওর কাছ থেকে কি আশা কর,

কোলিয়া।” মুখে তার সেই রাগ আর নেই, সে.যেন নিজেই দোষ করে ফেলেছে।

“আর দশ পাঁচজনের মত সে নয়, একটু আলাদা। দুর্বলতা তার আছেই। কিন্তু আজকালকার ধ্যান ধারণার সংগে তার যোগাযোগ আছে। চাকরী করছে। দেশের উপকারে লাগছে। দশ বছর আগে এক কোম্পানীর দালাল এসেছিলো এখানে। বেশ বুদ্ধিমান মানুষ। সে বলত…”

“থামুন, থামুন,” বাঁধা দিয়ে বল্লে প্রাণীতত্ত্ববিদ্। “আপনি বলছেন, চাকরী করছে। কি কাজ সে করে? একথা কি আপনি বোঝাতে চান যে তার আসার পর থেকে এখানে কোন উন্নতি হয়েছে? কর্মচারীরা নিয়মিত আসছে? তারা আরো ভাল হয়েছে, ভদ্র হয়েছে? হয়েছে তার ঠিক উল্টো। ওর আসার পর থেকে কর্মচারীরা আরো ঢিলে ঢালা হয়েছে। কলেজ ফেরৎ ল্যাভস্কির উটকো সম্মান বোধে কর্মচারীদের শৈথিল্য বেড়ে গেছে। মাসের বিশ তারিখে ঠিক সময়ে অফিসে যায়। মাইনের দিন তাই। বাঁকি ক’ দিন ঘরে পা জামা পরে ঘুর ঘুর করে কাটায়। এমন ভাব দেখায় যে সে ককেশাসে এসেই যেন সরকারকে উদ্ধার করে দিয়েছে। না মশাই, ওর হয়ে ওকালতি করবেন না। আর আপনিও কপটতা করছেন আগাগোড়া। আপনি যদি সত্যিই তাকে ভালবাসতেন, আপনার প্রতিবেশী হিসেবে গ্রহণ করতেন, তবে তার দুর্বলতা সম্পর্কে এত উদাসীন থাকতে পারতেন না। ওকে সরিয়ে দিতেন, ওর নিজের ভালোর জন্যই।”

"মানে ?"

"যেহেতু তাকে আর কোনদিন শোধরানো যাবে না, তাকে অন্য উপায়ে সরাতে হবে।" ভন কোরেন গলায় হাত দিল। অথবা ডুবিয়ে মারুণ। মানবতার জন্য, এসব প্রাণীকে ডুবিয়ে মারা উচিত। মানুষকে তার নিজেদের ভালোর জন্য এ কাজ করা দরকার। একশবার উচিত।"

প্রাণীতত্ত্ববিদের শান্ত নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল সেমোলেনকো। সব তালগোল পাকিয়ে গেল তার। উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু স্বরে বল্লে, "কি বলো তুমি ? পাদ্রী, এ কি বলে ? মাথা খারাপ হয় নি তো তোমার ?"

ভন কোরেন বল্লো, "বেশ, মৃত্যু শাস্তি না হয় মুকুব করলাম।" মৃত্যুদণ্ড যদি সত্যিই খুব ভয়াবহ হয়, অন্য ব্যবস্থা করা হোক। এক ঘরে করে দিন। কোন ক্ষতি করতে পারবে না তখন। কঠোর পরিশ্রমের কাজ দিন তাকে, কুলিদের সংগে জুতে দিন।"

সেমোলেনকো ভয় পেয়ে বল্লে, "মানে ?"

পাদ্রী মরীচ না দিয়েই খাচ্ছিল। "মরিচ, মরিচ দিয়ে যাও। —কি বলো তুমি? আমাদের বন্ধু, গর্বিত বুদ্ধিজীবি, তাকে পাঠাবো কয়েদীর মত কঠোর শ্রমের কাজে, নির্বাসনে ? বেশ, খুব বেশী গর্ব যদি থাকে, বেশী যদি আপত্তি করে, তবে হাতকড়া লাগান।"

সেমোলেনকো হতবাক হয়ে গেল। কোন উত্তর দিতে পারলো না। আঙুল মটকাতে লাগলো। পাদ্রী তার বিমূঢ় মুখের দিকে তাকিয়ে খুক্‌খুক্ করে হেসে উঠলো। প্রাণীতত্ত্ববিদ আবার আরম্ভ

করলো, "ছেড়ে দিন ওসব কথা। একটা কথা মনে রাখবেন, আদিম মানুষ এই সব ল্যাভস্কিদের হাত থেকে প্রাণ পেয়েছিলো বাঁচার লড়াই করে, 'স্বাভাবিক নির্বাচন প্রবৃত্তির দ্বারা। আমাদের সভ্যতার স্তরে সে লড়াই অনেক ঝিমিয়ে পড়েছে। আমাদের ভেতর যারা দুর্বল, যারা অপাদার্থ তাদের শেষ করা দরকার। তা না হলে, ল্যাভস্কির দল যদি ক্রমাগত বাড়তে থাকে, সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। মানুষ গোল্লায় যাবে। তা যদি হয়, তবে আমাদের দোষেই তা হবে।"

সেমোলেনকো উত্তর দিলো, "যদি খুন করে আর ডুবিয়ে মেরে সভ্যতাকে বাঁচাতে হয়, তবে চুলোয় যাক সে সভ্যতা। গোল্লায় যাক্ সে মানবতা। জাহান্নমে যাক্। আমি বলছি, তুমি খুব লেখা পড়া করেছো, বুদ্ধি বিবেচনা আছে, দেশের গর্ব। কিন্তু জার্মানরাই তোমাদের সর্বনাশ করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, জার্মানরাই।"

দোঁপাতে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলো সেমোলেনকো। দোঁপা ছাড়ার পর আর কোন জার্মানকে দেখেনি ডাক্তার। কোন জার্মানী বইও পড়েনি। তবুও ডাক্তারের বদ্ধমূল ধারণা, রাজনীতি বা বিজ্ঞানে যত সর্বনেশে নোতুন কথার সুত্রপাত হয়েছে, তা ওই জার্মানদের জন্যই। কি করে যে এ ধারণা হল তা সে নিজেও জানে না। কিন্তু তবু তাকে ধ্রুব বলে মেনেছে ডাক্তার।

আর একবার ঘুরিয়ে বল্লো, "ঠিক, জার্মানরাই। এস চা খাওয়া যাক।"

তিন জনে টুপি হাতে করে উঠে দাঁড়াল। বাগানে যাবে।

বাদাম গাছের ছায়ায় নিচে বসে চা খাবে। ভন কোরেন আর পাদ্রী টেবিলের ধারের বেঞ্চিতে বসল, আর ডাক্তার হেলান দেওয়া চেয়ারে। আরদালী চা, জ্যাম আর চিনির রসের বোতল দিয়ে গেল।

প্রচণ্ড গরম। বাতাস নেই। ভ্যাপসা গুমোট। বাদাম গাছের ডাল থেকে মাটী অবধি মাকড়াসার বোনা জাল। একটু নড়ছে না। স্তব্ধ।

টেবিলের ধারে গীটার পড়ে ছিল। ওটা ওখানেই থাকতো। পাদ্রী সেটা তুলে নিয়ে সুর ভাঁজতে আরম্ভ করলো, 'পান্থশালায় জমেছে কত গীর্জার ছেলেরা।' পাতলা কোমল স্বর তার। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে গলা ধরে আসছিলো। বারবার ঘাম মুছে আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। নীল আকাশ জ্বলছে। গুমোট গরমে ঝিম ধরেছে ডাক্তারের। দুপুরের খাওয়া শেষ। চার পাশ স্তব্ধ। ঝিমিয়ে আসছে দেহ। খুব ভারী লাগছে যেন। টেবিল থেকে হাতটা ঝুলে পড়লো। চোখ দুটো ক্রমে ক্রমে বুজে আসছে। মাথা ঠেকলো প্রায় বুকের কাছে। পাদ্রী আর ভন কোরেনের দিকে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বল্লো, 'নোতুন যৌবন শক্তি · বিজ্ঞানের নক্ষত্র...গীর্জার জ্যোতিষ্ক, বিশপ হবে হয়ত কোন দিন···আশীর্বাদ নিতে আসবো আমি··· তারপর···'

নাক ডাকার শব্দ। চা শেষ করে ভন কোরেন আর পাদ্রী রাস্তায় নেমে এল।

"কি বন্দরে চল্‌লে ? মাছ ধরবে ?" বল্লে প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌।

"না, বড় গরম।"

"আমার ওখানে একবার এসো না। একটা পার্শ্বেল মোড়ার দরকার। আর কিছু লেখা পত্র কপিও ত করতে পারো ভাল। কথা, তোমার সংগে আমার অনেক কথা আছে। এমন ভাবে চলতে পারে না। খাটতে হবে। একি ?"

"তোমার কথা মানি। খুব যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু কি জানো আমার বর্ত্তমান অবস্থায় আলস্যটাই স্বাভাবিক। অনিশ্চিত অবস্থায় মানুষ নিরুৎসাহী হয়ে পড়ে। তাই না ? আমি এখানে সাময়িক ভাবে এসেছি, না, আমাকে বরাবর থাকতে হবে এখানে, —এ কথাই জানি নে। ভগবান জানেন কি হবে। সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অবস্থা। ও দিকে বৌ তার বাপের বাড়ীতে পড়ে আছে। আমাকে ছেড়ে আছে। আর, গরমে মাথার খুলি ফেটে যাচ্ছে যেন।"

"যত সব বাজে কথা। এ সব অভ্যাস হয়ে যাবে। স্ত্রী ছাড়া বাঁচতেও খুব কষ্ট হবে না তখন। গা ছেড়ে দিলে চলবে কেন ? চাঙ্গা হতে হবে।"

পাঁচ

নাদাজা ফেডোরভানা সকালে স্নান করতে যাচ্ছে। ওলগা তোয়ালে, স্পঞ্জ, তামার পাত্র বয়ে নিয়ে চল্লো। ওলগা ওদের রাঁধুনী। বন্দরে দুটো জাহাজ দাঁড়িয়ে। সাদা চোঙং ময়লা হয়ে গেছে। বোঝা যায় জাহাজ দুটো বিদেশী। মাল বোঝাই করতে এসেছে। সাদা পোষাক, সাদা জুতো পরে দুটো লোক বন্দরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। খুব জোরে জোরে ফরাসী ভাষায় কি সব কথা বলছে, আর জাহাজ থেকে উত্তর আসছে তাদের। সহরের ছোট চার্চের ঘণ্টা বাজছে।

নাদাজা ভাবলো 'আজকে রবিবার'। ভাবতে খুব ভাল লাগলো।

বেশ ভাল আছে সে। ছুটির মেজাজ এসেছে। গায়ে মোটা সিল্কের ঢিলে পোষাক। মাথায় খড়ের টুপি, ঢালু কানা,—বেশ চওড়া। টুপিটা কানের দিকে বেঁকিয়ে পরেছে। তার মুখটা যেন ধামার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। নাদাজা ভাবে এ বেশে তাকে খুব সুন্দরী দেখায়। এই শহরে সেই একমাত্র শিক্ষিত মার্জিত মহিলা, বুদ্ধিজীবি। একমাত্র সেই জানে কি করে সস্তায় অথচ সুন্দর ভাবে সাজতে হয়। রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ধরতে গেলে, তার এই পোষাক তৈরী করতে কতই বা লেগেছে,—মাত্র কুড়ি রুবল। অথচ কি চমৎকার

দেখাচ্ছে তাকে। এ শহরে এক মাত্র সেই-ই যে সাজ-গোজ করতে জানে। তাকেই সুন্দরী দেখায়। তাই ত এখানে সব লোক, সবাই, ল্যাভস্কিকে হিংসে করে। নাদাজা এসব কথা ভাবতে বড় ভালবাসে, তা সে যতই সত্য বা মিথ্যা হোক।

ল্যাভস্কি আজকাল নিস্পৃহ হয়ে পড়েছে। খুব সংযত ভদ্র ব্যবহার করে তার সংগে। অনেক সময় কর্কশ, কঠোরও হয়ে ওঠে। এতে খুব খুশী হয়েছে নাদাজা। আগে ল্যাভস্কির আবেগের অতিশয্য সহ্য করেছে। তার যত কল্পনা, কঠোর দৃষ্টি, সব সহ্য করেছে। কখনো কেঁদে ফেলেছে। কখনো তিরস্কার করেছে। চলে যাবে, না খেয়ে মরবে, বলে কত ভয় দেখিয়েছে ল্যাভস্কিকে। ল্যাভস্কি আর ভালবাসে না তাকে। সে জন্য খুব খুশী নাদাজা। কিন্তু ল্যাভস্কি যদি তাকে তিরস্কার করতো, যদি ভয় দেখাতো তবে আরো খুশী হতে পারতো নাদাজা। এখন কেমন লজ্জা লাগে, অপরাধী বলে মনে হয় নিজেকে। দোষ তো তার নিজের,—নাদাজা ভাবে। কঠোর পরিশ্রমের স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল ককেশাসে। তার জন্য পিতৃসবুর্গ ছেড়েছে ল্যাভস্কি। কিন্তু সে ত সহানুভূতি জানায় নি। নাদাজার দৃঢ় বিশ্বাস এই জন্যই রাগ করে আছে ল্যাভস্কি। নাদাজা যখন ককেশাসের পথে, তখন ভেবেছিল সে প্রথমে গিয়ে উঠবে সমুদ্রের ধারে সুন্দর ছোট্ট বাড়ীতে। তার পাশে সুশ্রী বাগান। প্রচুর ছায়া। অনেক পাখী এসে বসেবে। অনেক ঝর্ণা গান গাইবে। সেখানে ফুলের বাগান, সব্জীর ক্ষেত করবে। হাঁস পুষবে, সারস আনবে।

প্রতিবেশীদের নিয়ে প্রীতিভোজ হবে। চাষীদের ঘরে গিয়ে ডাক্তারি করবে, তাদের পড়তে দেবে সহজ পাঠ।

কিন্তু ককেশাসে এসে দেখলো, কেবল মরা পাহাড়, জঙ্গল, দীর্ঘ উপত্যকা। কোন কিছু খুঁজে পাওয়াই কষ্টকর। থিতু হয়ে বসতে সময় লাগে। প্রতিবেশী বলে কিছু নেই। বড় গরম; ডাকাতের ভয়। জমির ব্যবস্থা করতে ল্যাভস্কির খুব উৎসাহ নেই। নাদাজা তাতে খুশী। তাদের ভেতর যেন প্রচ্ছন্ন সন্ধি হয়ে গেছে, কেউ কাউকে প্রকারান্তরে কঠোর শ্রম জীবনের ইংগিত করবে না। ল্যাভাস্কি এ বিষয়ে চুপচাপ। নাদাজা ভাবলো সে ত তাদের স্বপ্নেও কোন কথা বলে নি। তাই ল্যাভস্কি রাগ করেছে। তাই বোধহয় কোন কথা বলেও না ল্যাভস্কি।

আর এই দু বছরে নাদাজা প্রায় তিনশ রুবলের টুকিটাকি কিনেছে। সব টাকাই একমিনভের দোকানে ধার। ল্যাভস্কি বিন্দুবিসর্গ জানতো না। কখন সংসারের জিনিষ, কখন ছাতি, বা সিল্ক কিনেছে নাদাজা। দাম দেওয়া হয়নি। ধারের পর ধার জমেছে আস্তে আস্তে। নাদাজা প্রায়ই ভাবতো—'একদিন ওকে বলে ফেলবো।' কিন্তু ল্যাভস্কির সাম্প্রতিক মেজাজের কথা ভেবে কিছু বলেনি। মনে করল, কিছু না বলাই ভাল।

তার ওপর, দু বার কিরিলিন তার ঘরে এসেছিল। কিরিলিন পুলিশের ক্যাপটেন। এসেছিলো, যখন ল্যাভস্কি বাড়ীতে ছিল না। একদিন সকালবেলা, যখন সে স্নানে বেরিয়ে গেছে। আর একদিন মাঝ রাতে, যখন সে তাস খেলায় মত্ত। সে কথা মনে

পড়তেই লাল হয়ে গেল নাদাজা। চারপাশে তাকিয়ে দেখলো, রাঁধুনী কি তার মনের কথা জানতে পেরেছে ?

অসহ্য গরম, দীর্ঘ ক্লান্তিকর দিন। সুন্দর অবসন্ন অপরাহ্ন, রাত্রির স্তব্ধতা দীর্ঘ। দিন রাত্রি কি করে ভরাবে, এই ত ভাবনা। নাদাজার বিশ্বাস সে খুবই সুন্দরী। তবু যৌবন ঢলে পড়লো বলে। সে অপচয়িত, আর ল্যাভস্কি ? সৎ, আদর্শবাদী, কিন্তু সেই এক! এক! সেই পা-জামা পরে ঘুর ঘুর করে বেড়ানো, দাঁত দিয়ে নখ ছেঁড়া, তার অসম্ভব খেয়ালে ক্ষয়ে যাওয়া। আস্তে আস্তে এক কামনা তাকে গিলে ফেললো, দিন রাত্রি এক চিন্তায় পাগল হয়ে গেল যেন। অষ্টপ্রহর প্রতিকাজে সেই কামনার অনুভূতি। সমুদ্রের গর্জন তাকে বলে, ভালবাসো। সন্ধ্যার অন্ধকারে সে কথার পুনরাবৃত্তি, পাহাড়ের মুখে সেই এক কথা।......যখন কিরিলিন আস্তে আস্তে তার মনযোগ আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলো, তাকে রুখে দাঁড়াবার না ছিল ক্ষমতা, না ছিল ইচ্ছা। নাদাজা আত্মদান করলে।

ওই বিদেশী জাহাজ আর সাদা পোষাক পরা মানুষগুলো দেখে, কেন জানি না, বিরাট সাদা হলঘরের কথা মনে পড়লো নাদাজার। ফরাসী কথার শব্দগুলো নাচের ধ্বনির রেশ যেন। অদম্য আনন্দে বুক দুলে ওঠে তার। সে যদি নাচতে পারতো এখন, যদি ফরাসী ভাষায় কথা বলতে পারতো...... ।

নাদাজা ভাবতে থাকে—সে বিশ্বাস-হন্তা। কিন্তু এমন কি সাংঘাতিক অপকর্ম করেছে সে ?

তার অন্তর নিষ্পাপ। এখনো ল্যাভস্কিকে ভালবাসে, তাইত তার প্রতি এখনো ঈর্ষা। দুঃখ হয় এখনো তার জন্য, দূরে গেলে কষ্ট পায় সে। আর কিরিলিন, অতি সাধারণ। দেখতে সুন্দর হলে কি হবে, বড় কর্কশ। তাদের ভেতর সব কিছুই শেষ হয়ে গেছে। আর কোন দিন কোন কিছু হবে না। এর জন্য কারো ক্ষতি হয় নি। যদি সত্যি ল্যাভস্কি জানতেও পারে, তবু বিশ্বাস করবে না।

মেয়েদের স্নানের ঘাট একটাই, ছেলেরা খোলা জায়গায় স্নান করে। ঘরে ঢুকে নাদাজা দেখলো বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলা আগেই এসেছেন।—মারিয়া কনসট্যানটিনোভা বিটুগভ, আর পনেরো বছরের মেয়ে কাটিয়া। কাটিয়া এখনো স্কুলে যায়। ওরা দুজনে জলের ধারে বসে জামা কাপড় খুলছিলো। মারিয়া বড় ভাল, ভদ্র। কিন্তু যখন এলিয়ে এলিয়ে কথা বলত তখন বড় করুণ শোনাত। বিয়ের আগে কোন জমিদার বাড়ীতে ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনার কাজ করতো। তারপর প্রায় বত্রিশ বছর বয়সে বিটুগভকে বিয়ে করলো। বিটুগভ সরকারী চাকুরে, মাথায় টাক। লোকটা বড় নিরীহ। সে এখনো ভালবাসে বিটুগভকে, মাঝে মাঝে হিংসে করে। 'ভালবাসা' কথাটা শুনলে লজ্জা পায় আজো। সবাইকে বলতো, তারা খুব সুখী।

নাদাজাকে দেখেই বলে উঠলো, "এই যে! তুমি এসেছ, আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে। আমরা এক সংগে স্নান করবো, কি মজা!" মুখে তার খুসী খুসী ভাব। পরিচিত লোকেরা তার এই অমায়িক মুখ ভংগীর নাম দিয়েছিল 'বাদাম তেল।'

ওলগা তাড়াতাড়ি জামা-সেমিজ রেখে নাদাজার জামা ছাড়াতে লাগলো। রাঁধুনীর কর্কশ হাতের ছোঁয়ায় একটু শিউরে উঠলো নাদাজা। বল্লে, "কালকের চেয়ে আজকে গরম কম, না? কাল গরমে প্রায় মরতে বসেছিলাম।"

"উঃ বাবা, দম আটকে আসছিলো আমার। তুমি বিশ্বাস করবে না, কালকে তিনবার স্নান করেছিলাম। ভেবো দেখো তিনবার। নিকোদিম আলেকজেনড্রিচ্ কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল কাল।" ওলগা আর মারিয়ার দিকে তাকিয়ে নাদাজা ভাবছিলো, মানুষ কি এত কুৎসিৎ হতে পারে? কাটিয়ার দিকে চেয়ে ভাবলো,—না মেয়েটা চলনসই।

নাদাজা বল্লে, "আপনার স্বামী বড় ভাল মানুষ। আমি প্রায় তার প্রেমে পড়ে গেছি।"

নীরস হাসি হেসে মারিয়া উত্তর দিল, "বাঃ বাঃ, কি মজা!"

গায়ে কাপড় জামা নেই নাদাজার। উড়ে যাবার সাধ জাগল মনে। মনে হল সে যদি পাখার মত তার দু হাত নাড়ায়, তবে হয়ত সত্যি উড়ে যাবে। কিন্তু লক্ষ্য করলো ওলগা তার দিকে বিদ্রূপভরা চোখে তাকিয়ে। ওলগার স্বামী একজন সৈনিক। ওলগা বিবাহিত পত্নী। তাই তার মনের ধারণা সে নাদাজার চেয়ে অনেক উঁচু। মারিয়া আর কাটিয়া ওকে ভয় করে, সম্মান করে না। অবস্থাটা খুব প্রীতিকর নয়। নিজেকে ওদের সামনে উঁচু করার জন্য নাদাজা বল্লে, "দেশে, মানে পিটস্‌বুর্গে,

গ্রীষ্মাবাস এখন পুরো দমে চলছে। আমার স্বামীর, আমার কত বন্ধু আছে সেখানে। কবে যে তাদের সংগে দেখা হবে।"

মারিয়া খুব ভয়ে ভয়ে বল্লে, "তোমার স্বামী ইনজিনিয়ার না?"

"না, আমি ল্যাভস্কির কথা বলছি। ওঁর বন্ধুর সীমা নেই। কিন্তু ওঁর মা বড় গর্বিত, অভিজাত, খুব চালাকও নন··· ।"

কথা শেষ না করেই নাদাজা জলে নামলো। তার দেখাদেখি মারিয়া আর কাটিয়া।

নাদাজা সুরু করলো, "এ ছুনিয়ায় কত না প্রচলিত ধারণা। কিন্তু জীবন যত সহজ বলে মনে হয়, তত সহজ সত্যি সত্যি নয়।"

অভিজাত পরিবারের পরিচারিকা ছিল মারিয়া। সামাজিক ব্যাপারে তাই চূড়ান্ত কথা বলার অধিকার তার-ই। বলে উঠলো, "ঠিক তাই, হয়ত বিশ্বাস করবে না, যে বাড়ীতে আমি ছিলাম, সেখানে জলখাবার খাবার সময় সাজতে হত, পুরো আহারের সময় আর একবার। আমি যেন অভিনেত্রী। মাইনে ছাড়াও জামা কাপড়ের জন্যে খরচা দিত।"

কাটিয়া আর নাদাজার মাঝখানে এসে দাঁড়াল মারিয়া। মেয়েকে এমনভাবে ঢেকে দিল যেন যে ঢেউ নাদাজাকে স্পর্শ করছে, তার কণা না লাগে কাটিয়ার গায়।

স্নানঘরের দরজা খোলা, কে যেন সাঁতার কাটছে। শ খানেক হাত দূর দিয়ে যাচ্ছে।

কাটিয়া বলে উঠলো, "মা, ওযে আমাদের কোষ্টিয়া!"

হতাশ কণ্ঠে উত্তর দিল মারিয়া, "এ্যাঃ সত্যি?"

"কোষ্টিয়া, কোষ্টিয়া, ফিরে আয়, ফিরে আয়।"

চোদ্দ বছরের কোষ্টিয়া মা আর বোনের সামনে নিজের বীরত্ব দেখাবার জন্য ডুব সাঁতার দিয়ে আরো অনেক দূর চলে গেল। কিন্তু শক্তি ফুরিয়ে আসছে তার। তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে চাইছে। তার মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায়, সে আর নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না।

শান্ত হয়ে এলো মারিয়া। বল্লে, "ছেলেগুলো জ্বালিয়ে মারলো বাছা। এক পলক চোখের আড়াল করলেই, কোন দিন কি অঘটন ঘটাবে। মা হওয়া যে কি আনন্দের, আর কি কষ্টেরও। সব সময় বুক ধুক্‌পুক্‌ করে।"

খড়ের টুপি পরে নাদাজা সমুদ্রের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমনি সাঁতার দিয়ে গেল কিছু দূর। তারপর চিৎ সাঁতার কাটলো। অনেক দূর দেখতে পাচ্ছে সে,—দিগন্ত রেখা অবধি বিস্তীর্ণ সাগর, জাহাজ, সাগরের ধারের মানুষগুলো, শহর। সব দেখতে পাচ্ছে। এই দেখার নেশা, গুমোট গরম আর স্বচ্ছ ঢেউ তাকে মাতিয়ে দিল। কানের কাছে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলছে, বাঁচো, তোমাকে বাঁচতে হবে। পাশ দিয়ে নৌকো সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে গেল। ঢেউ আর বাতাস ফাল ফাল হয়ে যাচ্ছে। দাঁড়ে বসে আছে মাঝি। নাদাজার দিকে তাকিয়ে দেখলো। দেখুক, তাকে সবাই দেখুক এই সে চায়।

স্নানের শেষে কাপড় জামা পরেছে। এবার চলে যাবে। নাদাজা বল্লে, "এক দিন অন্তর জ্বর আসছে। কিন্তু রোগা হলুম না

তবু ! চিরকালই আমি মুটকী, এখন বোধহয় ধুমসী হয়েছি।" জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিল নাদাজা। সমুদ্রের জলের নোনতা স্বাদ। হাসি মুখে পরিচিতের দিকে ঘাড় নেড়ে এগিয়ে যাচ্ছে নাদাজা।

"ও সব বাছা ধাত। এই আমার মত ধাত যাদের, তারা মোটা হবেই। খাওয়া দাওয়ার বাদ্-বিচার করে কোন ফল হয় না।···কিন্তু তুমি যে টুপিটা ভিজিয়ে ফেল্লে, বাছা।"

"ওঃ, এখুনি শুকিয়ে যাবে।"

নাদাজা আবার দেখলো সেই সাদা পোষাক পরা লোক ফরাসী ভাষায় কথা বলতে বলতে সাগরের ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আবার আনন্দ হল তার, সহসা এক শিহরণের দোলা। আবছা আবছা মনে ভাসে সেই বিরাট হল ঘর। এক বার নেচে ছিল যেন সেখানে। না, একবার স্বপ্ন দেখেছিলো। সত্ত্বার গভীরে কে যেন খুব মৃদু স্বরে বলছে, সে সুন্দরী, সহজ লভ্যা, কাঙালিনী, মূল্যহীনা।

মারিয়া তার বাড়ীর কাছে এসেছে। নাদাজাকে একটু জিরিয়ে নেবার জন্য বল্লে।

মারিয়া বল্লে "এস বাছা—এস"। কণ্ঠে তার স্পষ্ট অনুরোধ। কিন্তু দৃষ্টিতে তার আশা ও উদ্বেগ, হয়ত নাদাজা ভিতরে আসবে না।

"নিশ্চয়ই। আপনাকে আমার ভাল লাগে। জানেনই ত।" নাদাজা নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নিল।

মারিয়া তাকে কফি খেতে দিল। তার ছাত্র ছাত্রীদের ফটো

দেখাল। তারপর কোষ্টিয়া কাটিয়ার পরীক্ষার ফলাফল। ভালই করেছে তারা। কিন্তু তারা যে আরো ভাল তাই দেখাবার জন্য বল্লে, “স্কুলের পড়া কি শক্তই না হয়েছে আজকাল।” অতিথিকে আদর আপ্যায়নের ত্রুটি নেই তার। কিন্তু তবু ভেতরে ভেতরে ভয় করছে,—পাছে নাদাজার কোন কু-প্রভাব গিয়ে ছেলেমেয়ের ওপর পড়ে। তবু ভাল, তার স্বামী বাড়ী নেই। নাদাজার কোন যাদুতে ধরাও দিতে পারে নিকোদিম। মারিয়া জানে, পুরুষেরা চিরকালই এই রকম মায়াবিনীর দাস।

কথা বলতে বলতে মারিয়ার মাথায় ঘুরছে বন-ভোজনের কথা। প্রায় ঠিকঠাক হয়ে গেছে সব। ভন কোরেন বার বার করে বলে দিয়েছে যেন ‘জাপানী বাঁদর’দের না বলা হয়— মানে নাদাজা আর ল্যাভস্কিকে। কিন্তু হঠাৎ বলে ফেলে লাল হয়ে গেল মারিয়া। বিমূঢ়ের মত বল্লো, “তোমরাও আসছো তো।”

ছয়

শহর ছেড়ে পাঁচ মাইল দক্ষিণে কালো আর হলদে নদীর মোহনায় বন ভোজন। মাছের ঝোল হবে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ল তারা। সবার আগে গেছে সেমোলেনকো আর ল্যাভস্কি। তারপরে নাদাজা, মারিয়া, কাটিয়া আর কোষ্টিয়া। তিন ঘোড়ার গাড়ীতে জিনিষপত্রের গাদা। পরের গাড়ীতে পুলিসের ক্যাপটেন কিরিলিন, একমিনভ। একমিনভ দোকানদারের ছেলে। এরই কাছে নাদাজার তিনশ রুবল দেনা। তাদেরই উল্টো দিকে গুটিশুটি মেরে বসে আছে নিকোদিম। সব শেষে ভন কোরেন আর পাদ্রী। পাদ্রীর পায়ের কাছে মাছের ঝুড়ি।

যখনই কোন আদিবাসীকে দেখে গাধায় চড়ে যাচ্ছে অথবা গাড়ী চালাচ্ছে, সেমোলেনকো প্রাণপণে চিৎকার করতে থাকে, "ঠিক হ্যায়।"

অন্য গাড়ীতে ভন কোরেন পাদ্রীকে বলছিলো, "বছর দুয়েকের মধ্যে ত লোক-লস্কর আর অন্য ব্যবস্থা করে ফেলবো। তার পর অভিযানে বেরিয়ে যাবো। ভ্লাডিভস্টক থেকে যাবো বেরিং প্রণালীতে। সেখান থেকে ইনেসির মুখে। সেখানে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে হবে সব গাছ পালা, জীবজন্তু।

বিচার করতে হবে ভূগোল আর জাতিতত্ত্ব। এখন তুমিই ঠিক কর আমার সংগে যাবে কিনা।”

“অসম্ভব।”

“কেন?”

“আমি সংসারী মানুষ।”

“বৌ তোমাকে ছেড়ে দেবে। তার ব্যবস্থা আমরা করবো। সব চেয়ে ভাল হয় যদি তাকে কোন মঠে পাঠানো যায়। তারপর তোমাকে না হয় অভিযাত্রী দলের পাদ্রী বলে চালিয়ে নেবো।”

কিন্তু পাদ্রী নির্বাক।

“ধর্মতত্ত্বে জ্ঞান কেমন?”

“বিশেষ না।”

“হুঁ। এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাইনে। কারণ আমি নিজেই ধর্মতত্ত্ব খুব ভাল জানি না। তবে যে সব বই-এর দরকার তার একটা ফর্দো দিয়ো। পিটৃসবুর্গ থেকে পাঠিয়ে দেবো। এই শীতেই পাবে। পরিব্রাজকদের কিছু কিছু লেখাও পড়া দরকার। ওদের ভেতর অনেক ভাল ভাল নৃতত্ত্ববিদ আছেন। প্রাচ্য দেশের পণ্ডিতের বইও পড়া দরকার। যখন ওদের পদ্ধতিটা বুঝতে পারবে, তখন কাজের সুবিধে হবে। যতক্ষণ বই পত্তর না পাও, বাজে সময় নষ্ট করো না। তার চেয়ে আমার কাছে এসো, কম্পাস দেখা শিখবো।”

হাসতে হাসতে পাদ্রী বল্লে, “কিন্তু কি ব্যাপার জানো— মধ্য রাশিয়ায় চাকরি খুঁজছি। আমার কাকা বেশ বড় পাদ্রী।

তিনি আমাকে সাহায্য করবেন। আমি যদি তোমার সংগেই যাবো ; তবে কেন তাদের মিছিমিছি বিব্রত করলাম।”

“তোমার সংকোচ কিসের? সাধারণ পাদ্রী যদি হতে চাও, এক মাত্র অনুষ্ঠানের দিনগুলোতে তোমার দরকার। তারপর আর কাজ নেই। এমনি ভাবে দশ বছর যদি বাঁচো, কি লাভ হবে তোমার? কেবল মাত্র দাড়ি গোঁফ উঠবে। এ ছাড়া আর কিছু হবে? কিন্তু দশ বছর পরে যখন অভিযান থেকে ফিরবে ; সম্পুর্ণ আলাদা মানুষ হয়ে যাবে। কিছু কাজ করেছো এই চেতনাই তোমাকে উন্নত করবে।”

মহিলাদের গাড়ী থেকে কখনো আনন্দের কখনো ভয়ের চিৎকার। ঝুলে আসা পাথরের রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ী যাচ্ছিল। গাড়ীটা টপ্‌কে টপ্‌কে যাচ্ছে। এক চুল এদিক ওদিক হলে খাদের অতল গভীরে গড়িয়ে যাবে সবাই। ডান দিকে সমুদ্র,—চিতিয়ে। বাঁ দিকে পাহাড়। বাদামী দেওয়াল, যেন গায় কালো বুটি। গাছের লাল লাল শিকড়, শিরার মত। চূড়ায় ডুমুর গাছের ঝোপ ভয়ে আর উৎসাহে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। একটু পরে আবার চিৎকার, উল্লাস।—গাড়ী যাবে আরো একটা ঝুলন্ত পাথরের ওপর দিয়ে।

ল্যাভস্কি বলছিলো, “আমি যে কেন এলাম, কি নিরেট বোকার দল। কি কুৎসিৎ। কোথায় আমি চলে যাবো উত্তরের দিকে, পালিয়ে যাবো ; না আমি চলেছি এই বোকার দলের সংগে পিকনিকে।”

সেমোলেনকো বলে উঠলো, "দেখো, দেখো কি অপূর্ব।" গাড়ীর গতি বাঁ দিকে। হলদে নদীর ঢালুতট দেখা যাচ্ছে। সূর্য জ্বলছে, দুরন্ত পাগল হলদে নদী।

ল্যাভস্কি বল্লে, "খুব অপূর্ব বলে মনে হচ্ছে না, শাশা। প্রকৃতির রূপ নিয়ে অনর্গল কাব্য করে যাওয়ার ভেতর কল্পনার দৈন্যেরই প্রকাশ। আমার স্বপ্নের নদী পর্বতের তুলনায়, আমার চারপাশ বড় তুচ্ছ, বড় সামান্য বলে লাগে।"

ততক্ষণে গাড়ী নদীর চরে। পাহাড়ের ঢালুতট নিকটে এল ; পিছিয়ে গেল উপত্যকা। শুধু একটা অপ্রশস্ত খাদ বলে মনে হচ্ছে। তারা যাবে ওই সামনের পাহাড়ে। পাথরের ওপর পাথর ; একে অন্যকে ভীষণ জোরে চেপে ধরেছে। ভার বেড়ে উঠেছে ক্রমশ। যতবার সেমোলেনকো সেই পাহাড়ের দিকে তাকায়, ততবার হাঁফিয়ে ওঠে। সুদৃঢ় কঠোর পাহাড় ফেটে গেছে যেন। মাঝখানে খাদ। ভারী ভিজে গন্ধ লাগে। রহস্যময় সৌরভ। খাদের ভেতর দাঁড়ালে অন্য পাহাড় চোখে পড়ে। বেগুনি, ধূসর ; ধোঁয়ার মত দেখায়। মাঝে মাঝে আলোয় উদ্ভাসিত তারা। সেখান থেকে কানে আসে ঝর্ণার শব্দ, উঁচু পাথর থেকে ঝরে পড়ছে, পাথরে বেজে উঠছে তার ধ্বনি। ল্যাভস্কি বল্লে, "পাহাড়! পাহাড়! অসহ্য লাগে।"

কালো নদী হলদে নদীতে মিশেছে। কালির মত জল। হলদে নদীর জলের সংগে যুদ্ধ করছে যেন। তার নিকট খারবলির ঘর। খারবলি জাতে তুর্কী। ঘরের মটকায় রাশিয়ার পতাকা।

দেওয়ালে খড়িমাটি দিয়ে লেখা, "আনন্দ নিবাস"। পাশে বাগান। বেড়া খসে পড়েছে। কয়েকটা চেয়ার টেবিল পাতা। মাঝখানে কালো, নির্জন, সুন্দর, একলা সাইপ্রাস। গোড়ায় কাঁটা ঝোপ।

হলদে জামা পরে খারবলি দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তায়। গাড়ী আসছে। খারবলি মাথা নিচু করে অভিবাদন জানালো হাসতে হাসতে। সাদা দাঁত ঝক্ ঝক্ করে উঠলো।

সেমোলেনকো চিৎকার করে উঠলো, "সুপ্রভাত। আমরা আরো এগিয়ে যাবো। চেয়ার আর উনুনগুলো নিয়ে এসো। খুব তাড়াতাড়ি।"

খারবলি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। কামানো মাথা খারবলির। বিড়বিড় করে কি বল্লো। পিছনের গাড়ীর লোকেরা শুনতে পেয়েছিল খালি;—"আপনাদের গাড়ী আছে হুজুর।"

"তাড়াতাড়ি নিয়ে এস—" ভন কোরেন বলে উঠলো।

খারবলির বাড়ী থেকে পাঁচ হাত দূরে গাড়ী থামলো। সেমোলেনকোই জায়গা বাছলো। বেশ ফাঁকা মাঠ, এধারে ওধারে ছড়ানো পাথর। ওর ওপর বসা চলবে। ঝড়ে-পড়া-গাছ এক ধারে। মূল শুদ্ধ উঠে এসেছে। গায় শ্যাওলা শিকড় গুলো শুকিয়ে হলদে সুঁচের মত। ঝর্ণার ওপর দিয়ে নড়বড়ে সাঁকো। ওপারে ছোট খামার। ভুট্টা শুকোচ্ছে। চারটে গাদা করা। রূপকথার মুরগীর মত লাগছে।...

এসেই প্রথমে সবার মনে হল তারা বুঝি আর এখান থেকে

ফেরার পথ পাবে না। চার পাশে পাহাড়, দৃষ্টি ফেরালেই পাহাড়। একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবে যেন। তাদের মাথার ওপর তার ছায়া। খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা নেমে আসছে। ওই খারবলির ঘর থেকে, কালো সাইপ্রাস ডাল থেকে সন্ধ্যা ছুটে আসছে। কালো নদীর চর ছোট হয়ে আসছে ক্রমাগত। আরো উঁচু হয়ে উঠলো পাহাড় সেই অন্ধকারে। কানে আসে নদীর আলাপ, ফড়িং-এর ডাক।

আবেগের দীর্ঘশ্বাস পড়লো মারিয়ার। মারিয়া বল্লে, "কি চমৎকার! চেয়ে দেখো কি সুন্দর। কি শান্ত!"

ল্যাভস্কি বল্লো, "সত্যিই সুন্দর।" তারও ভাল লেগেছে। কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে তাকে। এক একবার চাইছে আকাশের দিকে, এক একবার দূর টিলার দিকে,—নীল ধোঁয়া ভেসে আসছে। ল্যাভস্কি আর একবার বল্লে, "সত্যি সুন্দর।"

"আইভান, আপনি বর্ণনা করুণ এই দৃশ্য।" মারিয়ার চোখে জল এসে গেছে। ল্যাভস্কি বল্লে, "কি দরকার। অনুভব বর্ণনার চেয়ে গভীর। প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা যে দৃশ্য আর শব্দের সম্ভার প্রতি নিয়তই পাই, তাকে শিল্পীরা কি কুৎসিৎ করে আমাদের কাছে আবার ফিরিয়ে দেয়। চেনাই যায় না তাকে।"

"তাই নাকি?" খুব শান্ত ভাবে বল্লে ভন কোরেন। জলের ধারের সব চেয়ে বড় পাথরটা বেছে নিয়ে একটু লাফিয়ে তার ওপর উঠে বসলো। তারপর সোজা সুজি ল্যাভস্কির দিকে

তাকিয়ে বল্লে, "তাই নাকি ? তাহলে রোমিও জুলিয়েট কি ? অথবা পুশকিনের 'য়ুক্রেনের রাত্রি' ! প্রকৃতিই নেমে আসবে সেই সৃষ্টির পায়ের তলায়।"

"হয়ত তাই।" চিন্তা করতে আর প্রতিবাদ করতে বড় কুঁড়েমি লাগছিল। একটু থেমে বল্লে, "কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোমিও জুলিয়েটই বা কি হল ? কবিতার রূপ, প্রেমের শুচিতা গোলাপের মত। ওরা ওদের নিঃস্বতা ঢাকতে চাইছিলো তারই আড়ালে। আমাদের সবার মতই রোমিও, ও একটা পশু মাত্র।"

"যখনই কেউ আপনার সংগে কথা বলে, আপনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই এক জায়গায় আনতে চান..." কাটিয়ার দিকে নজর পড়তে কথাটা আর শেষ করতে পারলো না ভন কোরেন।

"কোথায় নিয়ে আসি ?"

"কেউ যদি আপনাকে বলে, 'বাঃ কি সুন্দর আঙুরের গুচ্ছ।' আপনি উত্তর দেবেন, 'ঠিক। কিন্তু যখন কেউ তাকে চোষে, আর খেয়ে ফেলে তখন কি কুৎসিৎ লাগে।' কথাটা নোতুন নয়, কিন্তু কি অদ্ভুত অভ্যাস আপনার।"

ল্যাভস্কি জানতো ভন কোরেন তাকে অপছন্দ করে। সে জন্য সে ভয়ও করতো তাকে। তার সামনে গেলেই মনে হত, সবাই যেন উদগ্রীব হয়ে আছে। কেউ যেন ঠিক তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। ল্যাভস্কি কোন কথা না বলে উঠে গেল। বিশ্রী লাগছিল,—কেন সে এসেছে।

সেমোলেনকো হুকুম দিল, "জঙ্গল থেকে কাঠ কুড়িয়ে আনো।"

সবাই এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়লো। থাকলো শুধু কিরিলিন, একমিনভ আর নিকোদিম। খারবলি চেয়ারগুলো এনে, মাটির ওপর কম্বল বিছিয়ে দিয়েছে। কয়েক বোতল মদ রাখলো মাঝখানে।

কিরিলিন বেশ লম্বা চওড়া। সব সময় সে ওভারকোট পরে থাকতো। উদ্ধত ব্যবহার, ভাল গাড়ী, আর গম্ভীর গলার আওয়াজে তাকে মনে হত যেন প্রদেশের পুলিশ কর্তা। ঘুম ঘুম মুখের ভাব, একটু বিষণ্ণ। সে যেন একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই এসেছে এখানে।

"এই জানোয়ার, কি এনেছিস আমাদের জন্যে।" কথাগুলো বেশ আস্তে আস্তে স্পষ্ট ভাবে বল্লে। "আমি তোকে কি আনতে বললাম, আর তুই কি আনলি? হাঁদা তুর্কী কোথাকার! কি? কথার উত্তর দিচ্ছিস নে যে?"

ভীরু ও ভদ্রভাবে উত্তর দিল নিকোদিম, "আমাদের কাছে যে মদ আছে তাতেই যথেষ্ট, ইগোর।"

"কি? কিন্তু আমি চাই আমার ভাগের মদও আসবে। আমি যখন এই পিকনিকে যোগ দিয়েছি তখন আমাকেও চাঁদা দিতে হবে। আমার এ অধিকার নিশ্চয়ই আছে। যা, দশ বোতল নিয়ে আয়।"

নিকোদিম জানতো কিরিলিনের টাকা পয়সা নেই। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "এত মদ কি হবে?"

"কুড়ি বোতল? যা, ত্রিশ বোতল নিয়ে আয়" কিরিলিন চিৎকার করে উঠলো।

নিকোদিমের কানে কানে বল্লে একমিনভ, "ছেড়ে দাও। আমি দাম দেব'খন।"

খুব দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে করছিলো নাদাজার। লঘু চপল হালকা মেজাজ তার আজ। খুব করে লাফাবে, হাসবে, চীৎকার করবে, কাউকে বিরক্ত করবে, কারো সংগে প্রেমের ছল করবে—এই সব ইচ্ছা করছিলো তার। পরনে সস্তা তুলোর জামা, পায়ে লাল জুতো, মাথায় সেই খড়ের টুপি। নাদাজার মনে হচ্ছিল সে যেন খুব ছোট, হালকা একটা প্রজাপতি। দৌড়ে গেল সেই পুলের ওপর, জলের ওপর ঝুঁকে পড়লো মিনিট খানিক। আমেজে মাথা ঘুরে আসছিল। লাফিয়ে চিৎকার করে আর হেসে ছুটে গেল ভুট্টার গাদার দিকে। ভাবছিল, সবাই তাকে দেখে সম্মোহিত, এমন কি খারবলিও।

দ্রুত ঘনিয়ে এলো অন্ধকার। গাছগুলো গলে মিশে গেল পাহাড়ে, ঘোড়া গেল গাড়ীর সংগে। টিলার আলোর শিখা কাঁপছে। কাঁটা ঝোপ আর পাথরের পাশের আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে নাদাজা উঠে এল পাহাড়ের মাথায়। একটা পাথরের ওপরে গিয়ে বসল। নিচে বনভোজনের আগুনের শিখা।

জামার হাতা গুটিয়ে নিয়ে আগুনের কাছে ঘোরাফিরি করছিলো পাদ্রী। বৃত্তের মত তার ছায়া। উনুনে কাঠ দিলো, একটা কাঠের সংগে চামচ বেঁধে নিয়ে কি যেন নাড়ছিল।

গন গনে আগুনের পাশে সেমোলেনকো। তামার মত মুখ। এ যেন তার নিজের রান্নাঘর, চিৎকার করছে—"নূন কোথায়, নূন। নিশ্চয় আনে নি। বাজী রেখে বলতে পারি, ভুলে ফেলে এসেছে। কি মশাই, আমি খেটে খেটে মরছি, আর আপনারা নবাবের মত বসে আছেন যে।"

ল্যাভস্কি আর নিকোদিম পাশাপাশি বসে ছিলো ঝড়ে-পড়া গাছের ওপর। আগুনের দিকে তাকিয়ে কি চিন্তা করছে যেন। মারিয়া, কাটিয়া আর কোষ্টিয়া ঝুড়ি থেকে কাপ ডিস গুলো নামিয়ে সাজিয়ে রাখছে। পাথরের ওপর একটা পা রেখে ভন কোরেন দাঁড়িয়ে ছিলো জলের ধারেই। চিন্তা করছিলো।

উনুনের আগুনের লাল আলোর টুকরো আর ও দিকের কালো মানুষের ছায়া পাহাড়ের গায়ে কাঁপছিল। গাছের পাতায়, পুলের ওপর, শুকুতে দেওয়া ভুট্টার গাদায় সেই কাঁপাকাঁপা ছায়া। বেঁকে আসা নদীতট সে আলোয় উজ্জ্বল। আর ওদিক থেকে মস্ত ঢেউ সেই প্রতিবিম্বকে ভেঙে চুরমার করে এগিয়ে যাচ্ছিল।

খারবলি মাছ কুটে নদীতে ধুতে এসেছে। পাদ্রী আসছিল মাছগুলো নিয়ে যাবে। কিন্তু মাঝপথে থেমে গেল। নিজের চারপাশে চেয়ে দেখলো একবার।

কি অপূর্ব। মানুষ, পাহাড়, আগুন, গোধূলি, রাক্ষসের মত গাছগুলো—আর কিছু নয়। কিন্তু কি সুন্দর কি অপূর্ব।

নদীর অন্যপাড়ে অপরিচিত লোক। ভুট্টার গাদার নিকটে

উনুনের কাঁপা কাঁপা আগুন আর ধোঁয়ায় তাদের স্পষ্ট দেখা যায় না। এক এক বার দেখা যায় তাদের, কখনো টুপি, তারপর হয়ত ধূসর দাড়ি, সবুজ জামা, কখনো সম্পূর্ণ অবয়ব। ঝোলান ছোরা, কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি। কখনো কখনো রুক্ষ তরুণ মুখ, কালো একজোড়া ভ্রূ, ঘন, দৃঢ়। ঘন কাঠ-কয়লা দিয়ে আঁকা। পাঁচজন গোল হয়ে বসেছিলো, আর পাঁচজন গোয়ালের দিকে গেল। আগুনের দিকে পিঠ করে একজন দরজার গোড়ায়। হাত দুটো পিছনে। কাকে কি বলছিল। নিশ্চয়ই খুব কৌতূহলের গল্প।

সেমোলেনকো উনুনে লতা পাতা দিল, আর লকলকিয়ে উঠলো আগুন। হাজার ফুলকি ছুটলো এদিক ওদিকে। সে আগুনে দেখা গেল এক জোড়া শান্ত উদগ্রীব মুখ বক্তার দিকে চেয়ে আছে, আর গোল হয়ে ঘিরে বসা লোকগুলো স্তব্ধ হয়ে শুনছে। তারপর ওদের ভেতর থেকে কে একজন গান গাইতে আরম্ভ করলো। খুব মিষ্টি, মৃদু গান। গীর্জার গানের মত যেন।

গান শুনতে শুনতে পাদ্রী ভাবছিলো, দশ বছর পরে তার কি হবে। যখন সে অভিযান থেকে ফিরে আসবে। হয়ত হবে কোন ধর্মযাজক, একজন সন্ন্যাসী, লেখক। সমৃদ্ধ অতীত। তারপর হয়ত বিশপ হবে একদিন; বড় গীর্জায় উপাসনায়-পৌরহিত্য করবে, বুকে ক্রশ ঝুলিয়ে হাতে সেই সোনার দণ্ড ধরে একদিন গীর্জার চারপাশ ঘুরবে। উপাসকদের আশীর্বাদ করে বলবে হে ভগবান, তোমার নিজের হাতে পোতা এই

আঙুর, এই আঙুরের ক্ষেত একবার দেখে যাও। সবাই একস্বরে শেষ কালে বলবে, হে ঈশ্বর।

সেমোলেনকোর ডাক শুনতে পেল পাদ্রী—"মাছ কোথায়।"

আগুনের দিকে যেতে যেতে পাদ্রী দেখছিল যেন জুলাই মাসের গরমে ধূলোর রাস্তার ওপর দিয়ে গীর্জার শোভাযাত্রা চলেছে। সামনে চাষীরা পতাকা তুলেছে। মেয়েরা, ছোট ছোট ছেলেরা ক্রশ তুলে ধরেছে; তারপর সঙ্গীত বালক, তারপর সে নিজে। তার পিছনে উপযাজক, তারও পিছনে ধূলোয় চাষীরা, মেয়েরা, ছেলেরা। সে দলের ভেতর আছে তার স্ত্রী, আছে উপযাজকের স্ত্রী। তাদের মাথায় রুমাল বাঁধা। গানের শব্দ ও শিশুর কান্না—। তারপর সে শান্তিজল ছড়াবে সবার মাথায়। বাড়ী ফিরে যাবে সবাই। হাঁটু গেড়ে উপাসনা করবে, জল দাও। তারপর খাবার টেবিলে গল্প···।

পাদ্রী ভাবছিল চমৎকার!

সাত

কিরিলিন আর একমিনভ সেই পথ ধরে পাহাড়ে উঠলো। একমিনভ পিছনে পড়ে গেল। আর গেল না। সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলো।

কিরিলিন নাদাজার কাছে এসে, বল্লো, "নমস্কার।"

"নমস্কার"।

আকাশের দিকে তাকিয়ে চিন্তিতভাবে বল্লে, "হুঁ"।

নাদাজা দেখলো একমিনভ তাদের লক্ষ্য করছে। একটু থেমে বল্লে, "কি?"

ক্যাপটেন আরম্ভ করলো, "তা হলে বুঝবো আমাদের প্রেম ফোটার আগেই শুকিয়ে গেল। এ কথাই কি তুমি বল? এ কি ছলনা তোমার? না তুমি আমাকে ভেবেছ, বোকা, মূর্খ। তোমার যা খুসী তাই তুমি আমার সংগে করবে।"

তীব্রস্বরে বলে উঠলো নাদাজা, "আমি ভুল করেছিলাম। তুমি সরে যাও।"

এই আশ্চর্য সুন্দর সন্ধ্যায় কিরিলিনের দিকে চেয়ে ভয় লাগলো নাদাজার। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল সে। এ কি? এই লোকটাই তাকে আকর্ষণ করেছিলো, তার অন্তরঙ্গ হয়ে ছিলো। এ কি সত্যি সম্ভব হতে পারে?

"বেশ" কিরিলিন বল্লো। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বল্লো, "তোমার মেজাজ যতক্ষণ ভাল না হয়, আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করবো। কিন্তু মনে রেখো আমি ভদ্রলোক। কেউ কোন সন্দেহ রাখে তা আমি চাই নে। বিদায়।"

টুপি খুলে অভিবাদন করে ঝোপের পাশ দিয়ে চলে গেল কিরিলিন। তার কিছুক্ষণ পরে দ্বিধান্বিতভাবে এলো একমিনভ।

"কি সুন্দর সন্ধ্যা!" সে বল্লে। কথায় আর্মেনিয়ন টান।

কি চমৎকার দেখতে। হালফ্যাসানের সাজ পোষাক। দেখলে মনে হয়, ভদ্র ঘরের ছেলে। কিন্তু নাদাজ্ঞা তাকে পছন্দ করতে পারতো না। সে যে তার বাবার কাছে তিনশ রুবল ধারে। একজন দোকানদারকে পিকনিকে নেমতন্ন করা হয়েছে একথা ভেবে আরো খারাপ লাগছিলো তার। আজ সন্ধ্যায় তার হৃদয় বড় পবিত্র। তাই একমিনভকে নিকটে দেখে বিরক্তির সীমা রইলো না।

"পিকনিকটা নির্বিঘ্নে হয়ে গেল।" একটু থেমে সে বল্লে।

"হুঁ" উত্তর দিল নাদাজ্ঞা। হঠাৎ যেন ধারের কথাটা মনে পড়েছে তার। তাই নিতান্ত তাচ্ছিল্যের ভংগীতে বল্লে, "তোমার দোকানে বলে দিয়ো দু এক দিনের ভেতর আইভান গিয়ে তিনশ রুবল দিয়ে আসবে।···কত টাকা?···ভুলেই গেছি ছাই।"

"তুমি রোজ রোজ তিনশ রুবলের কথা মনে করিয়ে দিয়ো না। তাহলে আমিই তোমাকে তিনশ রুবল দেবো। এত বেরসিক হও কেন?"

নাদাজা হেসে উঠলো। সে যদি আরো একটু অসচ্চরিত্র হতো, যদি তার একটু সম্মতি থাকতো, তাহলে যে কোন মুহূর্তে, সে তিনশ রুবল দেনার দায় থেকে মুক্ত হতে পারে। যদি সে এই মূর্খ সুন্দর ছোকরার দিকে একবার হাসি মুখে তাকাতো! সত্যি ব্যাপারটা মজার হবে। কি উত্তেজনা পাবে। সেই মুহূর্তে স্থির করলো একমিনভকে লুটপাট করবে। মোহিনী মূর্তিতে দাঁড়াবে একমিনভের সামনে;—একমিনভ ভালবাসতে বাধ্য হবে। তারপর দেখা যাক কি হয়!

খুব নম্রভাবে একমিনভ বল্লে, "আমি তোমাকে একটা কথা বলবো। সাবধান। কিরিলিন যেখানে সেখানে তোমার সম্পর্কে যা তাই বলে বেড়াচ্ছে।"

শান্ত স্বরে উত্তর দিল নাদাজা, "তাতে আমার কি। ওসব মূর্খদের কথায় আমার কি আসে যায়!" একমিনভকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সব কৌতুক এক মুহূর্তে উড়ে গেল।

"চলুন নিচে যাই। ওরা ডাকছে।"

মাছের ঝোল হয়ে গেছে। প্লেট ভর্ত্তি করে নিচ্ছে সবাই। পিকনিকে যা হয়, সবাই খুব শ্রদ্ধার সংগে খাচ্ছে। মাছের ঝোলটা সত্যিই খুব চমৎকার হয়েছে। সবাই ভাবে বাড়ীতে ঠিক মাছের ঝোলের এমন স্বাদ পাইনি কখনো। তোয়ালে, তেলেভেজা কাগজ, পুঁটলি এধার ওধার পড়ে। কোথায় তাদের গ্লাস, রুটি পড়ে,—কেউ জানে না। কার্পেটের ওপর

মদ ফেলে দিল কেউ, গায় ছড়িয়ে ফেল্ল। আর তাদের পিছনে সব অন্ধকার। আগুনের তেজ ক্রমশ নিভে এসেছে। আলস্য লাগছে সবার, কেই বা উঠে আগুনে কাঠ দিয়ে আসে।

সবাই মদ খেলো, এমন কি কোষ্টিয়া কাটিয়াকে খেতে দিলো। নাদাজা পর পর দুগ্লাস মদ খাবার পর একটু মাতাল হল। কিরিলিনের কথা স্মরণে নেই আর।

মদ খাওয়ার পর ল্যাভস্কি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বল্লে, "সত্যি কি সুন্দর পিকনিক। কি সুন্দর সন্ধ্যা। কিন্তু এটা যদি শীতকালে হত, আরো জমত।"

শীতকালের কথা ভেবে ল্যাভস্কি আবৃত্তি করে—

'কাঁধ তার ধপ্ ধপে্ তুষারে সাদা।'

"প্রত্যেকে তার রুচি অনুসারে" ফোড়ন কাটলো ভন কোরেন।

অস্বস্তিবোধ করলো ল্যাভস্কি। উনুনের আগুনের তাতে পিঠ পুড়ছে, আর সামনে ভন কোরেনের ঘৃণা তার মুখের ওপর, বুকের ওপর। এই ভদ্র ও বুদ্ধিমান লোকের ঘৃণা, এই যে অনুভব ;—এর পিছনে হয়ত সত্যি কোন দৃঢ় যুক্তি আছে। এই চিন্তাই তাকে আরো বেশী অপমানিত, আরো বেশী দুর্বল করে তুলেছে। সে কিছুতেই সামনে দাঁড়াতে পারছে না। তাই ভদ্রভাবে বল্লে, "প্রকৃতি খুব ভাল লাগে আমার। কিন্তু নিসর্গবাদী নই। আপনাকে হিংসে করি।"

নাদাজা বল্লে, "আমি হিংসে করি নে, দুঃখিতও নই।

আমি জানি নে কি করে একজন পাখী আর পাতা নিয়ে মত্ত থাকতে পারে, ওদিকে মানুষ কষ্টে মরছে।"

কথাটা ঠিক মনে হল ল্যাভস্কির। প্রকৃতি বিজ্ঞানের কিছুই জানে না সে। তাই যে সব বিজ্ঞ খুব গুরুগম্ভীর চালে পিঁপড়ের দাড়ি আবিষ্কারে বিব্রত, তাদের তাৎপর্য পূর্ণ কথা আর চালের সংগে কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারতো না। ভেবেই পায় না কি করে প্রোটোপ্লাজম থেকে মানুষের জন্মের হদিস পাওয়া যেতে পারে। তার ধারণা ছিল প্রোটোপ্লাজম অনেকটা ঝিনুকের মত জিনিষ। তবু নাদাজার কথায় যেন চালিয়াতির গন্ধ পেল। তাই তাকে শুধু মাত্র প্রতিবাদ করার জন্যই বল্লো, "প্রশ্নটা পাখী নয়, তার থেকে যে সিদ্ধান্ত করা হয় সেই সম্পর্কে।"

আট

প্রায় এগারোটা। অনেক দেরী হয়ে গেল। ওরা বাড়ী ফেরবার জন্য গাড়ীতে উঠতে আরম্ভ করলো। যে যার জায়গায় গিয়ে বসল। দুজনকে খালি পাওয়া গেল না,—নাদাজা আর একমিনভ। ওরা নদীর ওপারে, এ ওকে ধরার জন্য দৌড়োচ্ছিল আর হাসছিল।

সেমোলেনকো চিৎকার করে বল্লে, "তাড়াতাড়ি ফিরে এস।" মৃদুস্বরে ভন কোরেন বল্লে, "মেয়েদের মদ খেতে দিয়ে ভাল করেন নি।"

পিকনিকের ধকল, ভন কোরেনের ঘৃণা আর নিজের চিন্তা এই তিনটেতে কাহিল হয়ে পড়েছে ল্যাভস্কি। তবু নাদাজাকে খুঁজতে গেল। নাদাজা তখন খুসীতে উচ্ছল, প্রজাপতির মত লঘু ও চঞ্চল। ল্যাভস্কিকে দুই হাতে ধরে তার বুকের ওপর মাথা রাখল। দুপা পিছিয়ে এল ল্যাভস্কি।

"বেহায়া, চণ্ডী।" কথাটা বড় কর্কশ শোনাল। দুঃখ হল ল্যাভস্কির। তার রাগত ক্লান্ত মুখের দিকে চাইলো নাদাজা,—নিজের প্রতি ঘৃণা, বিরক্তি আর দুঃখের স্পষ্ট ছাপ সেই মুখে। চুপসে গেল নাদাজা। তখুনি সে বুঝতো পারলো, অনেক দূর এগিয়ে গেছে সে। বড় লাগাম-ছাড়া ব্যবহার করছে। গ্লানিতে ভরে গেল মন। নিজেকে মাতাল আর কুশ্রী লাগছিল। প্রথম

খালি গাড়ীটাতে উঠে বসলো একমিনভের সংগে। ল্যাভস্কি বসলো কিরিলিনের পাশে। প্রাণীতত্ত্ববিদ সেমোলেনকোর সংগে আর পাদ্রী মেয়েদের গাড়ীতে।

গায়ে জামাটা ভাল করে টেনে চোখ বুজিয়ে ভন কোরেন বল্লে, "দেখলেন তো, 'জাপানী বাঁদর'দের কীর্তি। নিজের কানেই শুনলেন তো। মানুষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে। আর সে জন্যই প্রাণীবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার কোন দরকার নেই! ওরা আমাদের এই চোখেই দেখে। ওরা এমনি ক্রীতদাস, চতুর। আগামী যুগের ভয়ে অস্থির।…ছবির গ্যালারীতে, মিউজিয়মে, থিয়েটারে ওরা খুবই সাহসী। কিন্তু যখুনি বিজ্ঞানের কথা উঠবে, ওরা উত্তেজিত হয়ে গালাগালি দেবেই, সমালোচনা করতে বাধ্য। …সেইটে ত দাসত্বের লক্ষণ।"

সেমোলেনকো বলে উঠলো, "আপনি কি বলতে চান? বেচারা, সরল বিশ্বাসে আপনার সংগে বিজ্ঞানের কথা আলোচনা করতে চাইলো, আর আপনি তার থেকে অন্য উপসংহার টেনে আনলেন। যে কোন কারণেই হোক ল্যাভস্কির ওপর আপনার রাগ, আরও যেহেতু ল্যাভস্কির সংগে যুক্ত, রাগটা ওর ঘাড়ে পড়ল। কিন্তু বড ভাল মেয়ে নাদাজা।"

"চুলোর ছাই। সাধারণ রক্ষিতা ছাড়া কি। বেশ আলেক-জেণ্ডার ডেভিডিচ, বলুন। চাষীর মেয়ে সে যদি স্বামী ত্যাগ করে অন্য লোকের সংগে বাস করে আর খিলখিল করে হাসে; তাকে আপনি বলেন;—'যা খেটে খা।' কিন্তু এক্ষেত্রে আপনি

অন্য ব্যবহার করছেন কেন? কারণ নাদাজা যদিও একজন রক্ষিতা, তবে সে একজন নাবিকের বা ঐ জাতীয় কারো নয়, এক অফিসারের।

রেগে উঠে সেমোলেনকো বল্লে, "কিন্তু আমি কি করবো? মারবো ধরে?"

"আর যাই করুন, পাপের প্রশ্রয় দেবেন না। পাপকে যদি আমরা কখনও কশাঘাত করি, তবে তা একান্ত গোপনে। আমি এক জন প্রাণীতত্ত্ববিদ্ বা সমাজবিজ্ঞানী। ওদুটো একই কথা। আপনি ডাক্তার। সমাজ আপনাকে বিশ্বাস করে। আমাদের কর্তব্য এই ভয়াবহ সর্বনাশ সম্বন্ধে সচেতন করা, যাতে আগামী বংশধর নাদাজার আইভানোভার মত মেয়েদের দ্বারা কলুষিত না হয়।"

সংশোধন করে দিল ডাক্তার, "ফেডোরভানা, কিন্তু সমাজ কি করবে?"

"সমাজ? সেটা সমাজের কাজ। আমার মতে সব চেয়ে সহজ এবং কার্যকরী উপায় হল জোর। অর্থাৎ তাকে তার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দাও। যদি স্বামী গ্রহণ করতে সম্মত না হয়, তবে নির্বাসনে অথবা কোন সরকারী শোধনাগারে পাঠাও।"

"ও" দীর্ঘশ্বাস ফেল্লো সেমোলেনকো। সংগে সংগে বল্লে, "এর আগের দিন বলেছিলে ল্যাভস্কির মত লোককে ধ্বংস করে ফেলতে···। বলো, যদি সমাজ বা রাষ্ট্র তোমাকে অধিকার দেয় ···মানে ইয়ে, তুমি কি পারবে।"

"আমার হাত একটুও কাঁপবে না।"

নয়

ল্যাভস্কি ও নাদাজা ঘরে এল। বদ্ধ নিষ্প্রাণ ঘর, অন্ধকার। ওরা চুপচাপ। ল্যাভস্কি মোমবাতি জ্বাললো, কিন্তু নাদাজা চুপ-চাপ বসে রইলো, জামা কাপড়ও ছাড়লো না। শুধু ল্যাভস্কির দিকে করুণ চোখে তাকাল।

ল্যাভস্কি ভাবলো নাদাজা বোধ হয় কোন কৈফিয়ৎ চাইছে তার কাছে। কিন্তু কৈফিয়ৎ দেবার কি আছে? সব কিছু অর্থহীন, অসার। তবু সে সংযম হারিয়ে ফেলেছিল, রূঢ় ব্যবহার করেছিল,—দুঃখ তার সে জন্যই। পকেটে হাত দিতেই সেই চিঠিটা পেল। রোজই ভাবতো ওকে চিঠিটা পড়িয়ে শোনাবে। কিন্তু হয় নি। এখন যদি চিঠিটা পড়তে দেয়, তবে ওর চিন্তার মোড় ঘুরতে পারে হয়ত। আমাদের বোঝা পড়ার দরকার, ল্যাভস্কি ঠিক করে ফেল্লে। এখনই চিঠিটা ওকে দেই। তারপর—যা হবার হোক।

পকেট থেকে চিঠিটা বার করে ওকে বল্লে, "পড়। তোমার পড়া দরকার।"—সেখানে আর দাড়ালো না, সোজা পড়ার ঘরে চলে গেল ল্যাভস্কি। সোফার ওপর শুয়ে পড়ল, মাথায় বালিশও দিল না।

চিঠিটা পড়ে নাদাজার মনে হল ঘন ছাদ ভেঙে পড়ছে, দেওয়াল চার পাশ থেকে পিষে ফেলছে। মনে হল গাঢ় অন্ধকার,

বন্ধ, ভয়াবহ। তাড়াতাড়ি তিনবার ক্রশ অভিবাদন করে বল্লে, "প্রভু ওকে শান্তি দাও। ওকে শান্তি দাও প্রভু।"

কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, "ভানিয়া, আইভান।"

কোন উত্তর নেই। ও ভাবল ল্যাভস্কি বোধ হয় ওর কাছে, চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে। ছেলে মানুষের মত ফুঁপিয়ে উঠলো, "ও মারা গেছে। এ খবর আগে কেন আমায় দাও নি? তাহলে আমি পিকনিকে যেতাম না, অমন ভাবে হেসে বেড়ান ঠিক হয় নি। —লোকটা কি কুৎসিৎ কথা বলেছে আমায়। এ কি পাপ করলাম, কি ভীষণ পাপ করেছি আমি। ভানিয়া, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমার সব শেষ···।"

কান্না শুনে ল্যাভস্কির কে যেন গলা টিপে ধরেছে। ভীষণ জোরে হৃদপিণ্ড ধক্ ধক্ করছে। গভীর দুঃখে উঠে দাঁড়াল ঘরের মাঝখানে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে টেবিলের ধারে একটা ইজি চেয়ারে বসে পড়লো। ভাবলো, এ জেলখানা। পালিয়ে যেতেই হবে। আমি আর সইতে পারছি নে।

এখন আর তাস খেলতে যাওয়া যায় না, বড় দেরী হয়ে গেছে। শহরে কোন হোটেলও নেই। হাত দিয়ে কান চেপে আবার শুয়ে পড়লো—কান্নার শব্দ যেন শুনতে না হয়। হঠাৎ মনে হল—সে ত সেমোলেনকোর বাড়ীতে যেতে পারে। নাদাজার কাছে পাছে যেতে হয়, তাই সে জানলা দিয়ে বাগানে গেল, বেড়া ডিঙিয়ে রাস্তায় এসে পড়লো।

অন্ধকার চারপাশ। একটা ষ্টীমার এসে দাঁড়াল। আলো দেখে ভাবলে, প্যাসেঞ্জার হবে বোধ হয়। নোঙর করার শব্দ কানে আসছে। শুল্ক বিভাগেব ছোট নৌকোটা জাহাজের দিকে যাচ্ছে। কোন কিছু নজরে পড়ে না। নৌকোর লাল আলোটা ডাঙা থেকে জলের দিকে এগিয়ে যায় শুধু।

ল্যাভস্কি ভাবলো, কেবিনে যাত্রীরা বোধ হয় এখনো ঘুমিয়ে। কি মানসিক শান্তি। হিংসে হল তার।

সেমোলেনকোর জানালা খোলাই ছিল। এ জানালা ও জানালা উঁকি মেরে দেখলো ; অন্ধকার ঘর, কোন সাড়া নেই। সে ডাকলো, "আলেকজেণ্ডার ডেভিডিচ্, ঘুমিয়ে নাকি ? আলেকজেণ্ডার ডেভিডিচ্।"

কাশির শব্দ ;—একটা অসন্তুষ্ট স্বর কানে এল।

"কে ? কে জ্বালাতে এলে ?"

"আমি, আলেকজেণ্ডার ডেভিডিচ্। ক্ষমা করো।"

একটু পর দরজা খুলে গেল। ল্যাম্পের কোমল আলোয় সেমোলেনকো দাঁড়িয়ে। সাদা পোষাক, মাথায় রাত্রের টুপি। সেও সাদা।

আড়ামোড়া ভাঙতে ভাঙতে বল্লো, "কি খবর ? দাঁড়াও, দরজা খুলছি।"

"কোন দরকার নেই। জানলা দিয়েই যাচ্ছি।"

জানালা দিয়ে গলে ঘরে এলো। সেমোলেনকোর কাছে গিয়ে হাত ধরে বল্লে, "আলেকজেণ্ডার ডেভিডিচ্, আমাকে রক্ষে

করো। তোমায় অনুরোধ করছি, জোড় হাতে অনুরোধ করছি।" তার গলার স্বর কাঁপছিল। "আমাকে বোঝ। এ যে কি যন্ত্রণায় পড়েছি। আরো দুদিন যদি এ অবস্থায় থাকি, আমি নিজের গলা নিজে টিপে ধরবো কুকুরের মত।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। ঠিক কি বলতে চাও?"

"আলো জ্বালো।"

আলো জ্বালতে জ্বালতে হাই তুল্লে সেমোলেনকো, "হায় কপাল,। একটা বেজে গেছে ভায়া।"

আলো আর সেমোলেনকোকে কাছে পেয়ে খুব সুস্থবোধ করলো ল্যাভস্কি। "আমায় ক্ষমা করো, বাড়ীতে থাকতে পারলাম না। তুমিই আমার সবচেয়ে নিকটের বন্ধু, একমাত্র বন্ধু আমার। আমার আশা। দোহাই তোমার, আমাকে রক্ষে করো। তোমার ইচ্ছে বা অনিচ্ছে মানবো না। এখান থেকে পালিয়ে যাবো! যা হবার হোক। আমাকে কিছু টাকা ধার দাও।"

আড়ামোড়া ভেঙে সেমোলেনকো বল্লে, "হা হরি। প্রায় ঘুম এসেছিল; এখন তুমি।···কত চাই?" ষ্টীমারের ভোঁ বেজে উঠলো।

"অন্তত তিনশ রুবল। ওর জন্য এক শ রেখে যাব। আর আমার যাওয়ার জন্য দুশ রুবল চাই-ই।...তোমার কাছে এমনিতে চারশ রুবল ধারি। কিন্তু আমি সব পাঠিয়ে দেবো। সব শোধ করে দোবো।"

পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে তুই হাতে দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বল্লে, "হুঁ"। একটু চিন্তা করে আবার, "হুঁ। তিনশ! কিন্তু আমার কাছে অত নেই তো। অন্য কারো কাছে ধার করতে হবে আমকে।"

সেমোলেনকোর মুখ দেখে মনে হল, ধার দিতে চায়, সে ধার দেবেও। তাই ল্যাভস্কি বল্লে, "কারো কাছ থেকে ধার করে এনে দাও, দোহাই তোমার। আমি পাঠিয়ে দেবো। পিট্‌সবুর্গে পৌঁছুতে পারলেই পাঠিয়ে দোবো। নিশ্চিন্ত থাকো। আমি কথা দিলাম।" একটু আশা দেখে বলে উঠলো, "একটু মদ খাওয়া যাক।"

"হ্যাঁ, তা মন্দ কি।"

দু জনে খাবার ঘরে গেল।

তিনটে বোতল আর এক প্লেট পিচ্‌ ফল টেবিলের উপর রেখে সেমোলেনকো বল্লে, "নাদাজা ফেডোরভানার কি হবে? তিনিও তোমার সংগে যাবেন নিশ্চয়ই।"

অপ্রত্যাশিত আনন্দ খুঁজে পেল ল্যাভস্কি। বল্লে, "সব ব্যবস্থা করবো। সব ব্যবস্থাই করবো। আমি পরে তাকে টাকা পাঠিয়ে দেবো, আমার পরে যাবেন।...তারপর আমাদের বোঝাপড়া হবে।...তোমার উদ্দেশ্যে বন্ধু।"

সেমোলেনকো বল্লো, "রসো। আগে এটা খাও।...আমার আঙুর খেতের; এ বোতলটা নাভেরিদের আঙুর খেতের আর এটা অটুলভের।...তিনটেই চেকে দেখো, আর খোলাখুলি

বলো। আমারটাতে একটু টক্‌টক্‌ স্বাদ আছে না? হ্যাঁ? টক্‌ টক্‌ লাগছে না?”

“হ্যাঁ। আমাকে শান্তি দিয়েছ আলেকজেণ্ডার। বেশ ভাল লাগছে এখন। ধন্যবাদ।”

“টক্‌ টক্‌ লাগছে?”

“ভগবান জানেন। বাদ দাও। কিন্তু তুমি বড় আশ্চর্য মানুষ।”

ল্যাভস্কি উত্তেজিত। তার পাণ্ডুর নিরীহ মুখের দিকে তাকিয়ে ভন কোরেনের কথা মনে পড়লো সেমোলেনকোর—এর মত মানুষকে ধ্বংস করে দেওয়াই উচিত। কিন্তু ল্যাভস্কিকে মনে হল যেন অসহায় দূর্বল শিশু, যে কেউ তাকে ক্ষতি করতে পারে; নষ্ট করতে পারে। বল্লে, “বাড়ী গিয়ে মার সংগে মিট্‌মাট্‌ করে নিয়ো। এ সব ভাল না।”

“নিশ্চয়ই। তা আর বলতে।”

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো তারা। তারপর প্রথম বোতল শেষ করে সেমোলেনকো বল্লে, “ভন কোরেনের সংগে মিট্‌মাট্‌ করে ফেলো। তোমরা দু জনেই বড় ভাল; বড় বুদ্ধিমান। অথচ দু জন দু জনের দিকে নেকড়ের মত তাকাও।”

“সত্যিই ও বড় সুন্দর, বুদ্ধিমান,”—স্বীকার করলে ল্যাভস্কি। এখন সে যেন সবাইকে প্রশংসা করতে পারে, সবাইকে ক্ষমা করতে পারে। “বড় ভাল। কিন্তু আমরা এক সংগে থাকতে পারিনে, অসম্ভব। আমি বড় আলসে, দুর্বল। আমার প্রকৃতি

উদ্ধত নয়। হয়ত কোন শুভ মুহূর্তে ওর দিকে আমি হাত বাড়িয়ে দিতে পারি, কিন্তু সে প্রত্যাখান করবে···ঘৃণার সংগে।"

এক চুমুক মদ খেয়ে একটু পায়চারি করলো। তারপর ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করলো; "আমি ভন কোরেনকে চিনি, ভাল করে চিনি। ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, শক্ত, একটু স্বৈরাচারী। ওর মুখে বারবার 'অভিযানের' কথা শুনবে। ও কেবল কথার কথা নয়। সে চায় সেই বিস্তীর্ণতা। চাঁদের আলোর রাত্রে চার পাশে তাঁবু। খোলা আকাশের নীচে শুয়ে থাকবে রুগ্ন ক্ষুধার্ত কসাক, পথ প্রদর্শক, ডাক্তার, পাদ্রী। দীর্ঘ অভিযানে সবাই ক্লান্ত। একমাত্র সে একা জেগে থাকবে, পাহারা দেবে। সে যেন মরুভূমির আর ওই ক্লান্ত মানুষ গুলোর একচ্ছত্র সম্রাট। সে এগিয়ে যাবে, ক্রমাগত এগিয়ে যাবে। তার সহযাত্রীরা কাতরাবে, একে একে মরে যাবে। কিন্তু গ্রাহ্য নেই তার। সে এগিয়ে যাবে, ক্রমাগত এগিয়ে যাবে। তারপর আস্তে আস্তে নিজেও ধ্বংস হবে। কিন্তু তবুও সে মরুভূমির সম্রাট। মরুভূমির ওপর তার কবরের ক্রশ দেখা যাবে। ও যদি সেনা বাহিনীতে যেত, ভাল করতো। সমর বিজ্ঞানেই ওর প্রতিভা। প্রয়োজন হলে সমস্ত অশ্বারোহী সৈন্য বাহিনী নদীতে ডুবিয়ে দিতে পারতো, মৃত দেহ দিয়ে সেতু তৈরী করতে এক বিন্দুও দ্বিধা হত না। যুদ্ধের কলা কৌশল রচনার চেয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই এসব লোকের বেশী দরকার। আমি তাকে বুঝি। আচ্ছা বল, সে এখানে মিছে মিছে নিজেকে ক্ষয় করছে কেন? কি করতে চায় সে?"

"জলজ প্রাণীর গবেষণা।"

"না, ভায়া না।" দীর্ঘশ্বাস ফেল্লো ল্যাভস্কি। "জাহাজে আমার সংগে এক বৈজ্ঞানিকও আসছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কৃষ্ণসাগর প্রাণী সম্পদে বড় দরিদ্র। সাগরের তলায় সালফিউরিক হাউড্রোজেন এত বেশী যে প্রাণী জীবন গড়ে উঠতে পারে না। প্রাণীতত্ত্ববিদরা, বিশের করে যারা বিষয়টাকে একটু গুরুত্ব দিয়ে পড়াশুনো করেন, তারা হয় নেপলস্ না হয়ে ভিলফ্রানকের গবেষণাগারে যান। কিন্তু ভন কোরেন স্বাধীন, একগুঁয়ে। ও এখানে গবেষণা করতে এসেছে, কারণ কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে কেউ আসে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে ঝগড়া। অন্য সহপাঠী কিম্বা বৈজ্ঞানিকদের মতামতের কোন দাম তার কাছে নেই। কারণ ও প্রথমত এক জন স্বৈরাচারী, দ্বিভীয়তঃ প্রাণীতত্ত্ববিদ।"

"আর দেখো ও কিছু করবে। এখন থেকে স্বপ্ন দেখে অভিযান থেকে ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়কে শোষণ করবে। যত কুচক্রী আর প্রতিভাহীন লোকদের তাড়াবে। বৈজ্ঞানিকদের মনকে করে তুলবে সাচ্চা। সেনাবাহিনীতে যেমন, বিজ্ঞানেও তেমন, স্বৈরতন্ত্র চাই-ই। আর এই ছোট শহরে সে গরমটা কাটিয়ে দিল এই জন্য, শহরে গিয়ে দ্বিতীয় হওয়ার চেয়ে গণ্ডগ্রামে প্রথম ও প্রধান হওয়া শ্রেয়। এখানে সে রাজা ; এখানে সে ঈগল। এখানের সবাইকে সে হাতের মুঠোয় রেখেছে, তার কতৃত্ব দিয়ে সবাইকে পীড়ন করছে। প্রত্যেকের ব্যাপারে মাথা গলানো চাই-ই। প্রত্যেক জিনিষটাই তার দরকার। সবাই তাই ওকে ভয় করে।

আমি ওর কর্তৃত্বের আওতার বাইরে এসেছি। এটা তাকে ঘা দিয়েছে। আমকে ঘৃণা করে তাই। সে বলেনি, আমাকে ধ্বংস করা উচিত বা কোন নির্বাসনে কঠোর পরিশ্রমের কাজে পাঠান দরকার।"

"হ্যাঁ" হেসে বল্লে সেমোলেনকো।

ল্যাভস্কিও হাসলো। আরো একটু মদ খেলে।

পীচফল দাঁতে কেটে ল্যাভস্কি বল্লে, "ওর চিন্তাধারাও বড় স্বেচ্ছাচারী। সাধারণ লোক প্রতিবেশীদের কথা ভাবে। তুমি, আমি, আমরা সবাই। ভাবি কিসে আরো দশ পাঁচ জনের ভালো হয়। কিন্তু ভন কোরেনের কাছে মানুষ হল পুতুলের মত। তার ব্যক্তি সত্বার কোন দাম নেই। ওর কাছে এ প্রশ্নই ওঠে না। এ সব কথার কোন মূল্য দেবে না। ও পরিশ্রম করে। অভিযানে যাবে, সেখানে মারাও যাবে। কিন্তু অন্য পাঁচ জনের মঙ্গলের জন্য নয়। মানবতা, ভবিষ্যত বংশধর, আদর্শ মানব সমাজ,—এই সব ফাঁকা নৈব্যক্তিক ভাবাবেগের জন্যে। মানুষ জাতির মঙ্গলের জন্যে সে কাজ করে যাবে অথচ আমরা ওর চোখে দাস ছাড়া আর কিছু নই। আমরা গোলার খোরাক, ভারবাহী জন্তু। আমাদের ভেতর কাউকে ধ্বংস করে ফেলবে, কাউকে পাঠাবে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে, কাউকে শায়েস্তা করবে নিয়মের পীড়নে। —আঙুলের সংকেতে ওঠা বসা করবে সবাই। চরিত্র আর নীতি বজায় রাখতে চৌকিদার রাখবে। ওর গণ্ডীবদ্ধ সংরক্ষণশীল নীতির একচুল ওদিক ওদিকে গেলে গুলিতে প্রাণ যাবে। কিন্তু এসব কাণ্ড

ওই মানুষের উন্নতির জন্যই!···মানুষ জাতটা কি? মায়া, কল্পনা। স্বেচ্ছাচারীরা চিরদিনই কল্পনা বিলাসী। ওকে বুঝতে আমার কোথাও ভুল হয় নি ভায়া। ওকে তারিফ করি। ওর যে প্রয়োজন নেই, এ কথা মোটেই বলি নে। দুনিয়ায় ওই রকম লোকই দরকার। আমাদের ওপর যদি পৃথিবীর ভার পড়তো, তবে, আমরা যতই সজ্জন আর সাধু হই না কেন, সবই তাল গোল পাকিয়ে দিতাম।—মাছি বসে বসে তোমার ছবিটা যেমন হয়েছে, পৃথিবীটাও তেমনি হতো। ঠিক বলছি।"

সেমোলেনকোর পাশে বসে গাঢ় স্বরে বল্লে ল্যাভস্কি, "আমি বোকা, অপদার্থ, হৃত-সর্বস্ব। এই জীবন, বাতাস, প্রেম, মদ;— এই সব আমি গ্রহণ করেছি। প্রতিদানে কি দিয়েছি? মিথ্যা, আলস্য আর ভীরুতা। আমি নিজেকে ঠকিয়েছি, অন্য লোককেও ঠকিয়েছি। তারপর কষ্ট হয়েছে। কিন্তু সে অনুশোচনা বড় সস্তা, বড় গতানুগতিক। ভন কোরেনের ঘৃণা আমি মেনে নেই, কারণ আমি নিজেকেই ঘৃণা করি যে।"

উত্তেজনায় ঘরের ভেতর পায়চারি করতে করতে বল্লে, "আমি জানি আমার দোষ ত্রুটি কোথায়। সে বিষয়ে আমি খুব সচেতন। সেটাই আমার কাছে মঙ্গলের। হয়ত আমি নিজেকে আবার পালটাতে পারবো, হয়ত সম্পুর্ণ আলাদা মানুষও হতে পারবো। তুমি যদি জানতে, ডাক্তার, সে পরিবর্তনের কি উগ্র আকাঙ্খা আমার। আমি নোতুন মানুষ হবই।···জানি না মদের ঝোঁকে এসব কথা বলেছি কিনা; অথবা এ আমার অন্তরের কথা।

কিন্তু একটা কথা ঠিক। আমি এত সুন্দর, পবিত্র সময়, বহু কাল কাটাইনি, তোমার সংগে আজ এখন যা কাটালাম।"

সেমোলেনকো বল্লে, "আজ কি ঘুম টুম হবে না?"

"ও হোঃ, আমি এখুনি যাচ্ছি।" ল্যাভস্কি আসবাব-পত্র আর জানলার এদিকে ওদিকে টুপিটা খুঁজতে লাগলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লে, "তোমায় অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। দানের চেয়েও এই সদয় বন্ধুত্ব পূর্ণ কথা অনেক ভাল। তুমি আমায় নোতুন জীবন দিলে।"

টুপিটা পেয়েছে ল্যাভস্কি। সেমোলেনকোর দিকে অপরাধীর দৃষ্টিতে তাকাল। "আলেকজোণ্ডার ডেভিডিচ্।" কণ্ঠস্বরে প্রার্থনা।

"কি?"

"আজকের রাতটা তোমার কাছে যদি কাটাই।"

"বেশত, ভালো কথা।"

সোফায় শুয়ে পড়ে ডাক্তারের সংগে আরো বহু কথা বল্লো ল্যাভস্কি।

দশ

পিকনিকের তিন দিন পরে হঠাৎ মারিয়া নাদাজার বাড়ীতে হাজির। কেউই ভাবতে পারিনি মারিয়া এমন ভাবে আসবে। টুপি না খুলে সাধারণ দু চারটে কথাবার্তা না বলেই গভীর উত্তেজনায় নাদাজার হাত দুটো টেনে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরল। "আমার যে কি বেজেছে, তুমি বুঝবে না বাছা। গতকাল ডাক্তার নিকোদিম আলেকজেনড্রিচ্‌কে সব বলেছে। তোমার স্বামী মারা গেছে। বল, সত্যি? এ খবর সত্যি?"

নাদাজা উত্তর দিলে, "সত্যি। মারা গেছে।"

"কি দুঃখের কথা, কি দুঃখের কথা। তবে সব পাপেরই মূল্য দিতে হয়। তোমার স্বামী খুব ভাল লোক ছিলেন, খুব মহৎ প্রাণ। মর্তে ও সব মানুষের ঠাঁই নেই। ওঁদের স্থান স্বর্গে।"

মারিয়ার মুখের প্রতিটি ভাঁজ কাঁপছে। ওর চামড়ার ভেতর দিয়ে সূঁচ লাফিয়ে বেড়াচ্ছে যেন। মুখে সেই 'বাদাম তেলা' হাসি। রুদ্ধশ্বাস আবেগে বলে উঠলো, "যাক এখন তুমি ছাড়া পেলে বাছা। এখন মাথা উঁচু করে সবার চোখে চোখ রেখে বাঁচতে পারো। আইভানের সংগে তোমার মিলনকে এখন সবাই আশীর্বাদ করবে। ভগবান আশীর্বাদ করবেন। সত্যি কি আশ্চর্য। আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, কথা বলে বোঝাতে পারছি নে। নিজেকে ধরে রাখতে পারছি নে। নিকোদিম আর

আমি বরাবরই তোমাকে খুব পছন্দ করতাম। এখন তোমাদের আইন সঙ্গত মিলনে আমরা আশীর্বাদ জানাবো,—কি নেবে না?"

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নাদাজা বল্লে, "এখনো ভাবি নি ও সব।"

"তা কখনো হয়ঃবাছা। নিশ্চয়ই ভেবেছ, নিশ্চয়ই।"

হাসতে হাসতে নাদাজা বল্লে, "দিব্যি করে বলছি। আর কি করতেই বা বিয়ে করবো? কি দরকার? যেমন আমরা ছিলাম, তেমনই থাকবো।"

সন্ত্রস্ত হল মারিয়া। উঁচু স্বরে বল্লে, "কি বলছ যা তা? পাগল হলে নাকি?"

"বিয়ে করলেই আমাদের সমস্যার শেষ হবে না। বরং আরো জট পাকিয়ে যাবে। আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট হবে।"

পিছিয়ে এসে চিৎকার করলো মারিয়া, "কি বলছ! কি বলছ, তুমি? কি প্রলাপ বকছ? বলার আগে ভেবে দেখো।"

"ঘর সংসার পাতবে না?"

নাদাজা ভেবে দেখেছে। সত্যিকারের বাঁচা বলতে যা বোঝায়, তা সে কোন দিন বাঁচে নি। বোর্ডিংএ থেকে লেখা-পড়া করেছে। লেখা পড়া শেষ হয়েছে। যাকে ভালবাসতে পারেনি, তাকেই বিয়ে করলো। তারপর ল্যাভস্কির সংগে নিজের ভাগ্য গেঁথে দিলো। এই নির্জন সমুদ্র সৈকতে তার সংগে বাস করলো। সব সময় ভেবেছে আরো ভালো কিছু ঘটবে। এই কি জীবন?

ভাবলো, বিয়ে করা উচিৎ। কিন্তু কিরিলিন আর একমিনভের

কথা মনে হতেই হঠাৎ খুব লজ্জা পেল সে। বল্লে, "না, তা হয় না, অসম্ভব। যদি আজ আইভান হাঁটু গেড়ে ভিক্ষা করে, আমি তাকে ফিরিয়ে দেবো।"

একটা সোফায় বসে পড়লো মারিয়া। কয়েক মিনিট চুপ করে থাকলো। গম্ভীর আর বিষাদমগ্ন মুখ। শূন্যে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত ভাবে বল্লে, "তা হলে চলি। তোমায় কিছুটা বিরক্ত করে গেলাম। ক্ষমা করো। আমার পক্ষে এ কথা বলা খুব শক্ত, কিন্তু না বলে উপায় নেই ; আজ থেকে আমাদের সংগে সব সম্পর্ক শেষ হল। আইভানের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা সত্বেও বলছি, আজ থেকে আমার দরজা তোমাদের জন্য বন্ধ।"

খুব গম্ভীর ভাবে কথাগুলো বল্লে মারিয়া। নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই অভিভূত হয়ে পড়লো সে। মুখের রেখাগুলো আবার কাঁপতে লাগলো। আবার সেই 'বাদাম তেলা' ভাব। নাদাজাও ভয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ়। হঠাৎ তার দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়ে অনুনয়ের কণ্ঠে মারিয়া বল্লে, "কয়েক মুহূর্তের জন্য তোমার মা বড় বোনের কর্তব্য করে যাই বাছা। সব কথা খুলে বলবো, মায়ের মত খুলে বলবো।"

অন্তরে উত্তাপ অনুভব করলে নাদাজা। আনন্দ হল, দুঃখ হল নিজের ওপর। মনে হল যেন তার নিজের মা কবর থেকে উঠে এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে। মারিয়াকে গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরে তার কাঁধে নিজের মুখ গুঁজলো নাদাজা। দুজনেই

কাঁদলো কিছুক্ষণ। সোফায় বসে ফুঁপিয়ে উঠলো ওরা। কেউ কারো দিকে তাকাল না। কথা বলার ক্ষমতা নেই তখন।

মারিয়া সুরু করলো, "আজ কঠোর সত্য কথাগুলো বলে যাবো, তোমাকে রেহাই দেবো না।"

"দেবেন না, আমাকে রেহাই দেবেন না। তাই বলুন।"

"বিশ্বাস করো। জান তো, এখানে এক মাত্র আমিই তোমাকে আদর আপ্যায়ন করি। অন্য মেয়েরা তোমাকে কোন আমলই দেয় না। তোমাকে দেখে প্রথম দিন থেকেই খুব খারাপ লেগেছিল। কিন্তু আর সবাই তোমাকে ঘৃণা করে দূরে ঠেলে দিয়েছে, আমি তা পারি নি। আইভানের জন্যই কষ্টটা বেশী হয়ে ছিল।—আন্‌কা জায়গায় এসে পড়েছে, ছেলে মানুষ। কোন অভিজ্ঞতা নেই, দূর্বল। মা নেই, ওর জন্যই চিন্তিত হয়েছিলাম। ও যেন আমার নিজের পেটের ছেলে। ওর সংগে আলাপ পরিচয় করি, তা আমার স্বামী চাইতেন না। আমি তাকে বলে বলে রাজি করিয়েছি। আইভানকে নেমতন্ন করতে আরম্ভ করলাম। তার সংগে সংগে তুমিও এলে। আমরা যদি ওকে ডেকে না নিতাম, দেখতে, অপমানের চূড়ান্ত হতে হতো। ছেলে মেয়ের মা আমি। ওদের নিষ্পাপ হৃদয় কত কোমল, 'তাকে যদি কেউ আঘাত দেয়'—। তোমাদের সংগে আত্মীয়তা করে ঘরে ডেকে আনলাম। অথচ নিজের ছেলে মেয়েদের জন্য ভেবে এক শা। যখন তোমাদের ডেকে নিলাম, তোমাকে যখন ভদ্র ঘরের মেয়ের সম্মান দিলাম,—সবাই অবাক হয়ে গেল। কত

লোক কত কি বলেছে,—যাক্ গে। সে কুৎসা, কু-সংস্কারের কথা তুলে কাজ নেই। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তোমাকেই দায়ী করেছিলাম। তুমি অ-সুখী, বাঁচবার চেষ্টা করছো,—এ সব কথা ভেবে কতকটা দয়া হয়েছিল।"

কেঁপে উঠলো নাদাজা, বল্লে, "কেন? কেন? কি অন্যায় করেছি আমি?"

"তুমি মহা-পাতকী। বিয়ের বেদীতে দাঁড়িয়ে স্বামীর কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তাকে ভেঙেছো। একটা ভাল ছেলেকে ঘরের বার করলে। তোমার সংগে যদি ওর দেখা না হতো, তা হলে বোধ হয় আইন সম্মতভাবে বিয়ে থা করতো,—কোন এক ভাল ঘরের জামাই হতো। আরো দশ পাঁচ জনের মত হতে পারতো। তুমিই ওর যৌবন মাটি করলে। না, না আপত্তি করো না। আমি বিশ্বাস করি,—আমাদের পাপের জন্য পুরুষেরা কখোনো দায়ী নয়। দোষ সব সময় মেয়ে মানুষের। পারিবারিক জীবনে পুরুষরা বড় চঞ্চল। ওরা বুদ্ধি দিয়ে চলে, হৃদয় দিয়ে না। অনেক জিনিষ আছে ওরা একে বারে কিছু বোঝে না। সে বুঝবে মেয়েরা। সব নির্ভর করে মেয়েদের ওপর। তারা পেয়েছে অনেক, তাদের দিতে হয় অনেক। বোঝ না কেন, মেয়েরা যদি পুরুষদের চেয়ে আরো অপারগ হতো, তা হলে ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ভার ভগবান মেয়েদের ওপর দিতেন না। কিন্তু, তবুও কেন যে তুমি পাপের পথে গেলে! নম্রতা চুলোয় গেল। অন্য কেউ হলে লজ্জায় মুখ দেখাতো না, লুকিয়ে বেড়াতো। কেবল

কাঁদলো কিছুক্ষণ। সোফায় বসে ফুঁপিয়ে উঠলো ওরা। কেউ কারো দিকে তাকাল না। কথা বলার ক্ষমতা নেই তখন।

মারিয়া সুরু করলো, "আজ কঠোর সত্য কথাগুলো বলে যাবো, তোমাকে রেহাই দেবো না।"

"দেবেন না, আমাকে রেহাই দেবেন না। তাই বলুন।"

"বিশ্বাস করো। জান তো, এখানে এক মাত্র আমিই তোমাকে আদর আপ্যায়ন করি। অন্য মেয়েরা তোমাকে কোন আমলই দেয় না। তোমাকে দেখে প্রথম দিন থেকেই খুব খারাপ লেগেছিল। কিন্তু আর সবাই তোমাকে ঘৃণা করে দূরে ঠেলে দিয়েছে, আমি তা পারি নি। আইভানের জন্যই কষ্টটা বেশী হয়ে ছিল।—আন্‌কা জায়গায় এসে পড়েছে, ছেলে মানুষ। কোন অভিজ্ঞতা নেই, দুর্বল। মা নেই, ওর জন্যই চিন্তিত হয়েছিলাম। ও যেন আমার নিজের পেটের ছেলে। ওর সংগে আলাপ পরিচয় করি, তা আমার স্বামী চাইতেন না। আমি তাকে বলে বলে রাজি করিয়েছি। আইভানকে নেমতন্ন করতে আরম্ভ করলাম। তার সংগে সংগে তুমিও এলে। আমরা যদি ওকে ডেকে না নিতাম, দেখতে, অপমানের চূড়ান্ত হতে হতো। ছেলে মেয়ের মা আমি। ওদের নিষ্পাপ হৃদয় কত কোমল, 'তাকে যদি কেউ আঘাত দেয়'—। তোমাদের সংগে আত্মীয়তা করে ঘরে ডেকে আনলাম। অথচ নিজের ছেলে মেয়েদের জন্য ভেবে এক শা। যখন তোমাদের ডেকে নিলাম, তোমাকে যখন ভদ্র ঘরের মেয়ের সম্মান দিলাম,—সবাই অবাক হয়ে গেল। কত

লোক কত কি বলেছে,—যাক্ গে। সে কুৎসা, কু-সংস্কারের কথা তুলে কাজ নেই। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তোমাকেই দায়ী করেছিলাম। তুমি অ-সুখী, বাঁচবার চেষ্টা করছো,—এ সব কথা ভেবে কতকটা দয়া হয়েছিল।"

কেঁপে উঠলো নাদাজা, বল্লে, "কেন? কেন? কি অন্যায় করেছি আমি?"

"তুমি মহা-পাতকী। বিয়ের বেদীতে দাঁড়িয়ে স্বামীর কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তাকে ভেঙেছো। একটা ভাল ছেলেকে ঘরের বার করলে। তোমার সংগে যদি ওর দেখা না হতো, তা হলে বোধ হয় আইন সম্মতভাবে বিয়ে থা করতো,—কোন এক ভাল ঘরের জামাই হতো। আরো দশ পাঁচ জনের মত হতে পারতো। তুমিই ওর যৌবন মাটি করলে। না, না আপত্তি করো না। আমি বিশ্বাস করি,—আমাদের পাপের জন্য পুরুষেরা কখোনো দায়ী নয়। দোষ সব সময় মেয়ে মানুষের। পারিবারিক জীবনে পুরুষরা বড় চঞ্চল। ওরা বুদ্ধি দিয়ে চলে, হৃদয় দিয়ে না। অনেক জিনিষ আছে ওরা একে বারে কিছু বোঝে না। সে বুঝবে মেয়েরা। সব নির্ভর করে মেয়েদের ওপর। তারা পেয়েছে অনেক, তাদের দিতে হয় অনেক। বোঝ না কেন, মেয়েরা যদি পুরুষদের চেয়ে আরো অপারগ হতো, তা হলে ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ভার ভগবান মেয়েদের ওপর দিতেন না। কিন্তু, তবুও কেন যে তুমি পাপের পথে গেলে! নম্রতা চুলোয় গেল। অন্য কেউ হলে লজ্জায় মুখ দেখাতো না, লুকিয়ে বেড়াতো। কেবল

গীর্জায় দেখা যেত। কালো পোষাকে ঢাকা; ম্লান দেখাতো। সবাই প্রার্থনা করতো তার হয়ে, বলতো, 'প্রভু পাপের পথ থেকে তোমার সন্তান তোমার কাছে ফিরে এসেছে।' আর তুমি? সে দিকে তুমি পা দিলে না। বিলাসে আর উচ্ছৃঙ্খলতায় মত্ত,—যেন এ পাপের জন্য কি গর্ব তোমার। হেসে খেলে বেড়ালে। আর আমি তোমার দিকে চেয়ে ভয়ে শিউরে উঠলাম। মাঝে মাঝে মনে হতো, আমাদের ঘরে বসে গল্প করতে যখন; তখন হয়ত ঘরে বাজ পড়বে. ঠিক মাথার ওপর।"

নাদাজা উত্তর দিতে চেষ্টা করলো। থামিয়ে দিয়ে মারিয়া বল্লে, "না, না কথার উত্তর দিয়ো না। আমি তোমাকে ঠকাবো না। বিশ্বাস করো, সত্য গোপন করবো না। অন্তর দিয়ে বুঝবে। মনে রেখো বাছা; ভগবান পাষণ্ডদের চিনে রাখেন। তোমাকেও চেনা হয়ে গেছে তাঁর। আচ্ছা, তোমার পোষাকের দিকে তাকাও। গা শিউরে ওঠে।"

পোষাক নির্বাচনে বেশ গর্ব ছিল নাদাজার। তাই কান্না ভুলে অবাক হয়ে চেয়ে দেখলো সে।.

মারিয়া বল্লো, "হ্যাঁ, ভয়াবহ বৈকি! তোমার পোষাকের শ্রী দেখেই যে কেউ তোমার চরিত্র বলে দেবে। লোকে তোমাকে দেখে টিট্‌কিরি দিয়েছে, বিদ্রূপ করেছে। আমার দুঃখ হয়েছে। খুব কষ্ট হয়েছে। ক্ষমা করো, কিন্তু এ বেশে তোমাকে মোটেই সুশ্রী দেখাচ্ছে না। স্নানের ঘাটে তোমাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। বাইরের কাপড় চোপড় বেশ সুন্দর, কিন্তু সেমিজ,

ব্লাউজ? লজ্জায় মরে যাই! আর বেচারা আইভান! ওর দিকে নজর দেবে কে? জামা, কাপড়, জুতোর কি ছিরি! বেচারা! ওকে দেখলেই বোঝা যায়;—ওর ঘর সংসার নেই, দেখা শোনার লোক নেই। সব সময় ক্ষিদে। হবে না কেন? বাড়ীতে যদি খাওয়া দাওয়ার চিন্তা করার লোক না থাকে, তাহলে বাধ্য হয়ে তাকে প্যাভেলিয়নে গিয়ে মাইনের অর্দ্ধেক টাকা খসিয়ে আসতে হয়। তোমার ঘরের দিকে চাওয়া যায় না। এ শহরে কারো বাড়ীতে মাছি নেই। কিন্তু তোমার এখানেই মাছির উৎপাত। প্লেটে ডিসে ভন্ ভন্ করছে; কালো হয়ে গেছে। ওই জানলা, চেয়ার, ছ্যাখো। ধূলো, মরা মাছি, ভাঙ্গা কাঁচ।··· কাঁচগুলো ওখানে কেন? কোন কাজের জন্য রেখেছ? ছ্যাখো বাছা, এত খানি বেলা হয়ে গেল; কিন্তু এখনো টেবিলটা পরিষ্কার হলো না। তোমার শোবার ঘরে যেতে লজ্জা করে। ভেতরের কাপড় চোপড় এখানে সেখানে ছড়িয়ে। দেওয়ালে রবার-টিউব ঝুলছে, পিল, বেসিন···কি বলবো। স্বামী কোন কিছু টের পাবে না;—তার কাছে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, সেজেগুজে পরীর মতন—তবেই-ত। জানো; সকালের আলো ফোটবার আগেই আমি উঠি। ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলি। —যাতে নিকোদিম কখনো আমার ঝিম্ ধরা না দেখে।"

ফুঁপিয়ে উঠলো নাদাজা। "এ কথার কাজ নেই। আমি যদি সুখী হতাম।—কিন্তু আমি বড় অসুখী।"

"ঠিক্, ঠিক্। বড় অ-সুখী।" মারিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লো।

কান্না ফেটে আসছিল,—কিছুতেই রোধ করতে পারছিলো না।
"ভবিষ্যতে আরো দুঃখ তোমার জন্য তোলা। একা একা বুড়িয়ে যাবে, দেহ ভেঙে পড়বে,—শেষ বিচারের সামনে দাঁড়িয়ে··· ভাবতেও ভয় লাগে। ভাগ্যই একমাত্র তোমাকে সাহায্য করতো ; কিন্তু পাগলের মত সব সাহায্য অস্বীকার করলে। বিয়ে করে ফেলো। খুব তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলো।"

"হ্যাঁ। বিয়ে করা দরকার ; খুব দরকার। কিন্তু, অসম্ভব।"

"কেন ?"

"অসম্ভব। যদি আপনি জানতেন।"

সব কথা বলতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল নাদাজার। কিরিলেনের সংগে তার সব ঘটনা। সে দিন সন্ধ্যায় সুদর্শন একমিনভকে দেখে তার তিনশ রুবল ধার শোধ করার যে উচ্ছৃঙ্খল উপায় মনে হয়েছিল, সে কথাও। সে উপায় চিন্তা করতে মজা লেগেছিল।—তার পর রাত্রে বাড়ী ফিরে মনে হয়েছিল, নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে সে। মহাপাতকী, তার আর কোন উপায়ই নেই।—এ সব কথা বলতে যাচ্ছিল। মারিয়ার কাছে শপথ করতে পারত যদি—সে তিনশ রুবল ধার শোধ দিয়ে দেবে। কিন্তু কান্নায় আর লজ্জায় কোন কথা বলতে পারলো না। তবু বল্লে, "আমি চলে যাচ্ছি। আইভান এখানে থাকবে। কিন্তু আমি চলে যাবো।"

"কোথায় ?"

"রাশিয়া ?"

"কি করে থাকবে সেখানে ? কি সম্বল আছে তোমার ?"

"অনুবাদের কাজ নিয়ে চালিয়ে দেবো, না হয় একটা লাইব্রেরী খুলবো।"

"পাগলামি করো না, বাছা। লাইব্রেরী খুলতে গেলেও ত টাকার দরকার। আচ্ছা, আজ আর কোন কথা বলবো না। স্থির হও, চিন্তা করে দেখো। কালকে আমার সংগে দেখা করো। হাসিমুখে এসো। কি ভালো যে লাগবে আমার। চল্লাম, বাছা, চল্লাম। চুমু দিয়ে যাই, কাছে এসো।"

নাদাজার কপালে চুমু দিল মারিয়া। ওর মাথায় ওপর ক্রশ চিহ্ন করলে। তারপর খুব ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। ওলগা রান্না ঘরের আলো জ্বাললো। কিন্তু তখনও কাঁদছিল নাদাজা। তারপর বিছানায় গড়িয়ে পড়লো। জ্বর জ্বর বোধ হল। শুয়ে শুয়েই জামা কাপড় ছাড়লো ; পায়ের কাছে দলা পাকিয়ে রেখে চাদরের তলায় কুঁকড়ে শুয়ে পড়লো। খুব পিপাসা ;—জল দেবে এমন লোকও নেই।

"আমি শোধ দিয়ে দেবো," নিজে নিজেই বলে উঠলো নাদাজা। বিকারের ঘোরে দেখলো রুগ্ন মহিলার পাশে বসে সে। —চিনতে পারলো ;—সে নিজেই সেই মহিলা। "শোধ দেবো। টাকার জন্য আমি, না, না দূর।···পিটসবুর্গে যাবো। সেখান থেকেই পাঠাবো,···প্রথমে একশ,···তার পরের বার একশ ·· তার পরের বার একশ।..."

অনেক রাত্রে ল্যাভস্কি ফিরে এলো।

নাদাজা বিকারের ঘোরে বলে, "প্রথমে একশ, তার পরের-বার একশ..."

ল্যাভস্কি উত্তর দেয়, "তোমার কুইনিন খাওয়া দরকার।" ভাবলো ; আগামী কাল বুধবার। কালকে জাহাজ ছাড়বে। ও জাহাজে যেতে পারবো না। তবে, শনিবার অবধি এখানে থাকতে হবে।

নাদাজা বিছানার ওপর হাঁটু গেড়ে বসল।

"আমি কি বলছিলাম? কি যেন বলছিলাম ; না?" আলোর দিকে চোখ কুঁচকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো নাদাজা।

"না তো। কালকে ডাক্তারকে ডেকে পাঠাবো। এখন শুয়ে পড়।"

বালিস নিয়ে দরজা অবধি এলো সে। নাদাজাকে এখানে ফেলে পালিয়ে যাবার মনস্থ করার পর থেকেই অপরাধী মনে হয় নিজেকে। দুঃখও হয় নাদাজার জন্যে। সামনে দাঁড়ালে লজ্জা পায়।

—বুড়ো বা রুগ্ন ঘোড়াকে মেরে ফেলার সংকল্প করার পর, তার সামনে যেতে সংকোচ হয়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নাদাজার দিকে একবার তাকিয়ে বল্লে, "পিকনিকে মন-মেজাজ বড় খারাপ ছিল। বড় কটু কথা বলেছি তোমাকে। ক্ষমা করো, সত্যি ক্ষমা করো।"

তারপরেই পড়ার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু কিছুতেই ঘুমোতে পারলো না।

পরের দিন সকালে কেতা দুরস্ত সাজে, সেমোলেনকো নাদাজার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কাঁধে সেই ব্যাগ, বুকে সেই পদক,—যেন কোন ছুটির দিন পড়েছে। নাদাজার নাড়ী জিভ পরীক্ষা করে বেরিয়ে আসছিলো ডাক্তার। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো ল্যাভস্কি। উদ্বিগ্ন স্বরে বল্লে, "কি? কি হল?" ওর মুখে ভয়, গভীর অশান্তি আবার আশার ছায়া।

"না ভয়ের কিছু নেই। সাধারণ জ্বর।"

অধৈর্য ল্যাভস্কি ভ্রূ কুঁচকে উঠে বল্লে, "না, না, অসুখের কথা বলছি নে। টাকার কি হল?"

বিমূঢ় হয়ে গেছে ডাক্তার। দরজার দিকে একবার চেয়ে ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, "আমায় ক্ষমা করো ভাই, ক্ষমা করো। কারো কাছে পেলাম না, দেবার অবস্থাই নেই। আমার কাছে কুড়িয়ে বাড়িয়ে একশ দশ রুবল হয়েছে কোন মতে। আজকে আরো এক জনের কাছে দেখবো। অধৈর্য হয়ো না হে।"

ল্যাভস্কি এমন অধৈর্য হয়েছিলো যে কাঁপছিলো। ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, "কিন্তু শনিবারের ভেতর চাই-ই-চাই। যে কোন উপায়ে শনিবারের ভেতর যোগাড় করে দাও। শনিবারে যদি না যেতে পারি, তবে আর যাওয়া হবে না। আর হবে না। অবাক করলে! ডাক্তারের কাছে টাকা থাকে না!"

সেমোলেনকোর গলার স্বর ভেঙে পড়েছিলো। খুব তাড়াতাড়ি নীচু গলায় বল্লে, "হায় কপাল! আমি যে সর্বস্বান্ত!

সাতহাজার ধার। চার পাশে দেনা। কিন্তু সে কি আমার দোষ?”

“তা হলে শনিবারের ভেতর নিশ্চই পাবো—কি বল?”

“দেখি কি হয়।”

“তোমার হাত ধরে অনুরোধ করছি। ছ্যাখো শুক্রবারের মধ্যে যাতে টাকা পাই।”

সেমোলেনকো কুইনিনের প্রেস্‌ক্রিপসন করে চলে গেল।

এগার

পরিপাটী বেশে সেমোলেনকোকে ঢুকতে দেখে ভন কোরেন বলে উঠলো, "ভাবলাম, আমাকে বুঝি বন্দী করতে এলেন!"

"এ পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, যাই না। প্রাণীতত্ত্বে নজরানা দিয়ে আসি,—বলতে বলতে বসে পড়লো সেমোলেনকো। জানালায় বসে কি সব টুকছিলো পাদ্রী। তাকে ডেকে বল্লে, "নমস্কার পাদ্রী মশাই। আমি বেশীক্ষণ থাকবো না। আহারের আয়োজন করতে হবে। খাবার বেলা হল প্রায়।··· কি? অসুবিধে করলাম তো?"

টেবিলের ওপর খুদে খুদে লেখা কাগজের টুকরোগুলো রেখে প্রাণীতত্ত্ববিদ্ বল্লে, "না, না, মোটেই না। আমরা কপি করছিলাম।"

"ও, তাই বল।" দীর্ঘশ্বাস ফেললো ডাক্তার।

টেবিলের ওপর ধূলো জমা বই। তার ওপরে একটা মরা মাকড়সা। বইটা হাতে করে সেমোলেনকো বল্লে, "ভাব কাণ্ড। সবুজ পোকাটা বেশ নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এই দানব। ভাবতেই ভয় লাগে।"

"ভয়ের কথা বৈ কি।"

"নিজেকে রক্ষা করার জন্যে বিষ আছে এর?"

"হ্যাঁ। ও শুধু রক্ষা করা নয়, আক্রমণের জন্যেও আছে।"

"ঠিক। ঠিক। বুঝলেন মশাই, বিশ্ব প্রকৃতির প্রতিটি জিনিষ সুসমঞ্জ। তাকে ব্যাখ্যা করা যায়।" দীর্ঘশ্বাস পড়লো সেমোলেনকোর। "কিন্তু আমি বুঝিনে। বলছি তো আপনার মশাই অসাধারণ বুদ্ধি। দয়া করে বুঝিয়ে দিন। এক রকমের প্রাণী আছে—ধরুন ইঁদুরের চেয়ে বিশেষ বড় নয়। দেখতে সুন্দর। কিন্তু স্বভাব,—খারাপ বলতে যা বোঝায় তাই। এখন, ধরুন তেমন একটা প্রাণী জঙ্গলে বেড়াচ্ছে। একটা পাখী দেখলো, ধরে খেয়ে ফেল্লো। তারপর যেতে যেতে দেখলে, ডিম পড়ে আছে। খিদে নেই, খেতে চায় না। তবু একটা ডিম একটু চেখে দেখে। অন্যগুলো থাবা দিয়ে ছড়িয়ে দিলে। চোখে পড়ল ব্যাঙ। তাকে জ্বালাতে আরম্ভ করলো। তাকে যন্ত্রণা দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে এগুতে থাকে। সামনে দেয়ালি পোকা। থাবা দিয়ে তাকে খতম্ করলে।···পথে যা পায় তাই নষ্ট করে, মেরে ফেলে। অন্য পাখীর বাসায় উঁকি দেবে, উঁই ঢিবি ঠোকরাবে, শামুকের খোলসটা ভাঙবে। ইঁদুর সামনে পড়লো, তার সঙ্গে যুদ্ধ করলে। সাপ এলো ; মেরে ফেল্লে। সারাদিন এই করে চল্লো। এখন বলুন তো মশাই, এ ধরণের প্রাণীর জন্মের কি দরকার ছিল ? কেনই বা সৃষ্টি হল ?"

"জানি না কোন জীবের কথা বলছেন। প্রাণী জগতের কেউ নিশ্চয়ই নয়। যাক্ গে। পাখীকে ঘায়েল করলো, কারণ পাখীটা একটু অসতর্ক হয়ে পড়েছিলো। ডিমগুলো ভাঙলো, কারণ

পাখীটা মোটেই কৌশলী নয়।—বাসা তৈরী করতে পারেনি ভাল ভাবে। কি করে ডিমগুলো লুকিয়ে রাখতে হয়, জানতো না। আর বেঙটার রঙ-এর কোন দোষ ছিল। তা ভিন্ন তাকে দেখাই যেত না। মোট কথা, আপনি যে জীবটার কথা বলছেন, সে একমাত্র দুর্বল, শ্লথ, অপারগদের ধ্বংস করলো।—এদের ত্রুটি ছিল। প্রকৃতি চায় না এরা ভবিষ্যতে বেঁচে থাকে। যারা আরো বুদ্ধিমান, আরো শক্তিশালী, আরো সতর্ক ও পরিণত—তারাই একমাত্র বাঁচার যোগ্য। সুতরাং, কোন সন্দেহ নেই, আপনার ছোট্ট 'জীবটী' সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করার সুমহান দায়িত্ব পালন করছে।

"তা হবে, হবে। যাক্‌গে ভায়া, একশ' রুবল ধার দিতে পার?" নিস্পৃহ ভাবে বল্লে সেমোলেনকো।

"ভাল। প্রাণী জগতে এমন সব ব্যাপার আছে। যেমন ছুঁচো; শোনা যায় ছুঁচো খুব উপকারী, কেন না, ওরা বিষাক্ত পোকামাকড় খেয়ে ফেলে। একটা গল্প আছে। কজন জার্মান প্রথম উইলিয়মকে ছুঁচোর চামড়ার জামা দিয়েছিল। এতগুলো প্রাণী নষ্ট করার জন্য সম্রাট নাকি তাদের বকুনি দিয়েছিলেন। কিন্তু ছুঁচো আপনার 'প্রাণীর' চেয়েও কোন অংশে কম হিংস্র নয়। বরং আরো অপকারী। ক্ষেতখামার নষ্ট করে দেয়।"

বাক্স খুলে একশ' রুবল বার করলো ভন কোরেন।

ভন কোরেন বাক্স বন্ধ করতে করতে বল্লে, "ছুঁচোর দাপনা খুব শক্ত, বাদুড়ের মত। হাড়, পেশী খুব পরিণত। মুখ অসাধারণ

সম্পূর্ণ। যদি হাতীর অবয়ব পেত, তাহলে ছুঁচোই সর্বধ্বংসী প্রাণী হয়ে উঠতো। কেউ হারাতে পারতো না। গর্তের ভেতর ছুটো ছুঁচোকে দেখতে মজা। প্রথমেই তুজনে মাটির বেদী তৈরী করতে আরম্ভ করবে। যেন আগে থাকতে সব বোঝাপড়া ছিল। খালি মাটির চেয়ে বেদীর ওপর যুদ্ধ করতে খুব সুবিধে ওদের পক্ষে। বেদী তৈরী হলে, তুজনের লড়াই। প্রাণপণ লড়াই, যতক্ষণ না তুর্বল হয়ে ঘায়েল হয়।

ভন কোরেন গলার স্বর নামিয়ে বল্লে, "ধরুন একশ' রুবল।—কিন্তু এক শর্ত। এ টাকা ল্যাভস্কির জন্য নিচ্ছেন না।"

রেগে চিৎকার করে উঠলো সেমোলেনকো, "কি হয়েছে মশাই যদি ল্যাভস্কির জন্যই নেই। তাতে আপনার কি?"

"ল্যাভস্কির জন্য টাকা দেবো না। আমি আপনাকে চিনি। লোককে টাকা ধার দিয়ে বেড়ান। ,যে কেউ চাইলেই আপনি টাকা দেবেন। ক্ষমা করুন, এমন ভাবে সাহায্য করতে আমি অপারগ।"

উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত নাড়তে নাড়তে সেমোলেনকো বল্লে, "ঠিক, এ টাকা আমি ল্যাভস্কির জন্যে চাই। ল্যাভস্কির জন্যেই। আমি চাই না কেউ এসে আমার খরচের খবরদারি করুক। এ আমি বরদাস্থ করবো না,—তা সে সাধু পুরুষই হোক আর পাপী তাপীই হোক। টাকা আমার। আমার যা খুসী আমি তাই করবো। কি, এ শর্তে ধার দিতে অসুবিধা হবে?"

পাদ্রী হাসতে লাগলো।

প্রাণীতত্ত্ববিদ্ বল্লে, "উত্তেজিত হবেন না। যুক্তি মেনে চলুন। মিঃ ল্যাভস্কির মত লোককে সাহায্য করা, আর আগাছায় জল ঢালা অথবা পঙ্গপালকে খাওয়ানো একই কথা। আমি এ কথা বিশ্বাস করি।"

"প্রতিবেশীকে সাহায্য করা উচিত।—এ কথাই আমি বিশ্বাস করি।"

"তাই যদি হয় তবে পাঁচিলের ধারে যে ক্ষুধার্ত তুর্কী পড়ে আছে, তাকে সাহায্য করুন। সে শ্রমজীবি। ল্যাভস্কির চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য। দিন তাকে একশ' রুবল নোট। না হয় আমার অভিযানে একশ' রুবল দিয়ে সাহায্য করুন।"

"তুমি টাকা দেবে কিনা? হ্যাঁ, কি না?"

"তার আগে আপনি, বলুন, কিসের জন্য টাকা চান, কি দরকার?"

"গোপন কথা কিছুই নয়। শনিবারে সে পিটর্সবুর্গে যেতে চায়।"

ভন কোরেন বলে উঠলো, "ও হো! তাই বলুন। তুজনেই যাচ্ছেন, না—ওঁর কোন ব্যবস্থা হবে।"

"তিনি এখন এখানেই থাকবেন। পিটর্সবুর্গে গিয়েও সব গোছগাছ করবে, টাকা পাঠাবে। তারপর ইনি যাবেন।"

"বুদ্ধিমান," অর্থব্যঞ্জক হাসিতে ভরে উঠলো ভন কোরেন। "খুব বুদ্ধিমান। বেশ ভাল চাল।"

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সেমোলেনকোর মুখোমুখি দাঁড়াল ভন কোরেন। চোখে চোখ রেখে বল্লে, "কি ব্যাপার খুলে বলুন তো। নাদাজাকে আর ভাল লাগছে না তার? এই কি? বলুন নাদাজাকে ভাল লাগছে না আর?"

"হ্যাঁ, তাই।" কোন মতে উত্তর দিলে সেমোলেনকো। ভেতরে ভেতরে ঘামতে আরম্ভ করেছে সে।

"কি জঘন্য, কি জঘন্য।" ভন কোরেনের মুখে সেই ঘৃণা। বল্লে, "দুটো জিনিষ হতে পারে। আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু না বলে উপায় নেই। হয় আপনি এ চক্রান্তের সংগে জড়িত অথবা আপনি একেবারে নির্বোধ। আপনি কি অনুমান করতে পারছেন যে সে আপনাকে ব্যবহার করছে। আপনি সরল বিশ্বাসে যোগ দিচ্ছেন তাতে। কেন? এ ত জলের মত পরিষ্কার যে ল্যাভস্কি নাদাজার কাছ থেকে ছাড়ান পেতে চায়, ওকে ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে চায়।

"তারপর ল্যাভস্কি চলে গেলে আপনার ঘাড়ে জেঁকে বসবে নাদাজা। আপনাকে নিজের ট্যাকের পয়সা খরচ করে ওকে তখন পিট্সবুর্গে পাঠাতে হবে। এ ত খুব পরিষ্কার। আপনার বন্ধুর উজ্জ্বল গুণে আপনি কি একেবারে অন্ধ হয়ে গেছেন যে সহজ জিনিষটাও ধরতে পারছেন না?"

বসে পড়ে সেমোলেনকো উত্তর দিলে, "এ সবই অনুমান মাত্র।"

"অনুমান? কেন সে একা চলে যাচ্ছে? কেন সে নাদাজাকে সংগে নিয়ে যাচ্ছে না? জিজ্ঞেস করবেন, কেন সে

আগে নাদাজাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে না? শ্যায়না শয়তান কোথাকার।"

বন্ধুর প্রতি হঠাৎ সন্দেহ আর সংশয়ে সেমোলেনকো বড় দুর্বল মনে করছিলো। দীন কণ্ঠে উত্তর দিল, "না, তা হতে পারে না।" মনে পড়লো গত রাতে ল্যাভস্কি ওর বাড়ীতে কাটিয়েছিল। তাই বলে উঠলো, "কি ভীষণ অসুখী সে!"

"কি হয়েছে তাতে? চোর ডাকাতেরাও খুব অসুখী।"

দ্বিধান্বিত কণ্ঠে সেমোলেনকো বল্লে, "তা মেনে নিলেও··· যদি স্বীকারও করি···তবুও, এই নোতুন জায়গায় সে এক ছোকরা···একজন ছাত্র ছাড়া আর কি। আমরাও ত এককালে ছাত্র ছিলাম। আমরা যদি এখন সাহায্য না করি, কে করবে?"

"অকাজ কুকাজ করতে সাহায্য করতে হবে? কেন না সে এবং আপনি কোন এক যুগে ইউনির্ভারসিটিতে লেখা পড়ার জন্য ঢুকেছিলেন, কিন্তু কিছু করেন নি। স্রেফ এই জন্যে!"

"কি বাজে কথা বলছো? থামো থামো, স্থির হও। মনে হচ্ছে কোন একটা উপায় করা যাবে।" সেমোলেনকো আঙুল মটকাতে মটকাতে চিন্তা করে বল্লে, "তাকে এই টাকাটা দিয়ে দেই। কিন্তু শপথ করতে হবে যে এক সপ্তাহের ভেতর নাদাজার যাওয়ার ভাড়া পাঠাবে। কি বলো?"

"সে শপথ করবে। চোখের জলও ফেলবে খানিকটা। নিজেও বিশ্বাস করবে। কিন্তু ওর শপথের দাম কি। কথা

রাখবে না। আবার বছর দুয়েক পরে ওকে অন্য কোন প্রণয়িনীর বাহুবন্ধে ন্যাভস্কি প্রসপেকটের ধারে দেখবেন। আপনাকে দেখে ঠিক এই যুক্তিই দেবে—কিছু করার ছিল না তার। সভ্যতাই তাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। বলবে, তার প্রকৃতিটা রেঁাদার মত। দোহাই আপনার এ প্রসঙ্গ বন্ধ করুন। আঁস্তাকুড় থেকে সরে যান, দুহাতে আর ময়লা ঘাঁটবেন না।"

মিনিট খানিক চুপ করে কিছু ভেবে নিলো সেমোলেনকো। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বল্লে, "যাই হোক, এ টাকা আমি ওকে দেবো। তা তুমি যা খুসী তাই মনে কর। ধারণার বশে কোন লোকের সংগে এমন ব্যবহার আমি করতে পারবো না।"

"খুব ভাল। তাকে আশীর্বাদও করবেন।"

ভীতভাবে সেমোলেনকো বল্লে, "তাহলে একশ' রুবল দাও।"

"কখনো না।"

তারপর স্তব্ধতা। সম্পূর্ণ হেরে গেছে সেমোলেনকো। ওই বিরাট দেহে অতগুলো ব্যাজ পরা লোকটার কাঁদো কাঁদো লজ্জিত মুখ খুব অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। যেন ভীষণ অপরাধী সে।

কলমটা নামিয়ে পাদ্রী বল্লে, "বিশপ গাড়ীর বদলে ঘোড়ায় চড়ে নগর প্রদক্ষিণ করেন। ঘোড়ার ওপর উঠলে তাঁকে যা দেখায়। ওঁর সরলতা ও দীনতা পুরোপুরি বাইবেলে বর্ণিত..."

ভন কোরেন বল্লে, "লোকটা খুব ভাল, না?" প্রসঙ্গান্তরে যেতে পেরে তৃপ্তি বোধ করলো।

"সে কথা বলতে! যদি ভাল লোক না হবে, তবে তাঁকে বিশপ করা হল কেন?"

"বিশপদের মধ্যে সত্যি সত্যি ভাল বেশ প্রতিভা সম্পন্ন আছেন। কিন্তু তাঁদের একমাত্র গলদ হলো যে তাঁরা ভাবেন তাঁরাই বুঝি শাসনকর্তা। কেউ কেউ রুশ প্রীতিতে সম্প্রদায়িক; কেউ কেউ বিজ্ঞানের শ্রাদ্ধ করতে ব্যস্ত। এ সব ত ওদের কাজ না—।"

"বিশপদের সমালোচনা করার অধিকার সাধারণ লোকের নেই।"

"কেন? তোমার আমার মত সাধারণ মানুষ ত তাঁরাও।"

"ঠিক, আবার ঠিক নয়।" ক্রুদ্ধ পাদ্রী আবার কলম তুলে নিলো। "বিশপদের মত যদি তুমিও হতে,—সেই এক শ্রেণীর —তবে ভগবানের কৃপা তোমার ওপরেও পড়তো, তুমিও বিশপ হতে। যেহেতু তুমি বিশপ নও, সুতরাং এ কথা স্বীকার করো তুমি তাঁর শ্রেণীভুক্তও নও।"

সেমোলেনকো বলে উঠল, "বাজে কথা বলো না, পাদ্রী মশাই। আমার কথার উত্তর দাও। আমাকে টাকা ধার দিতে হবে না। তোমরা আরো তিন মাস ত আমার ওখানে খাবে। বেশ, সেই তিন মাসের টাকা আগাম দিয়ে দাও।"

"না, দেবো না।"

চোখ বড় বড় করে তাকালো সেমোলেনকো। লাল হয়ে গেল। যন্ত্রচালিতের মত মাকড়সা সমেত বইটার দিকে হাত

বাড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর টুপি হাতে নিয়ে উঠে পড়লো।

ডাক্তারের মুখ দেখে খুব দুঃখ হল ভন কোরেনের।

"এখানে, এই সব লোকেদের সঙ্গে কি করে বাঁচবো" প্রাণীতত্ত্ববিদ্ বলে উঠলো, রাগের চোটে কাগজের টুকরো লাথি মেরে ফেলে দিলে। "আপনি জানবেন,—এ সব আপনার দয়া নয়, ভালবাসাও নয়। এ হলো ভীরুতা, শৈথিল্য। এ সব বিষ। বিচার বুদ্ধি দিয়ে অর্জিত সম্পদ অপদার্থ হৃদয় বৃত্তির কাছে জলাঞ্জলি দিতে হল। স্কুলে পড়তে পড়তে আমার একবার টাইফয়েড হয়। খুব ভালবেসে খুড়ীমা ফল খেতে দিয়েছিলেন। তারপর আমার প্রাণ যায় আর কি। আমার খুড়ীমা আর আপনার মত লোকদের বোঝা দরকার যে হৃদয়ে বা পাকস্থলীতে ভালবাসা খুঁজে পাওয়া যায় না। ভালবাসা খুঁজতে হয় এখানে—।" ভন কোরেন কপালে চাপড় মেরে দেখাল। "নিন" বলে ডাক্তারের হাতে একশ' রুবলের নোটটা গুঁজে দিলে।

আস্তে আস্তে নোটটা ভাঁজ করতে করতে ডাক্তার বল্লে, "রাগ করো না কোলিয়া। আমি তোমার সব কথাই বুঝি ...তবু যদি আমার অবস্থায় পড়তে।"

"আপনি আসলে বুড়ী, বুড়ী।"

পাত্রী খিল খিল করে হেসে উঠলো।

ভন কোরেন হঠাৎ বলে উঠলো, "এই আমার শেষ অনুরোধ

আলেকজেণ্ডার ডেভিডিচ্। উল্লুকটাকে টাকা দেবার সময় পরিষ্কার শর্ত করিয়ে নেবেন, হয় সে আগে তার 'মেয়েমানুষকে' পাঠিয়ে দেবে অথবা সংগে করে নিয়ে যাবে। তা ভিন্ন কিছুতেই টাকা দেবেন না। ঠিক এই কথাই তাকে বলবেন। আর তা যদি আপনি না বলেন তবে আমিই একদিন ওর অফিসে গিয়ে লাথি মেরে নিচে ফেলে দেবো, আর আপনার সংগে কোন সম্পর্কও রাখবো না। এ কথা বলে রাখলাম। আগেই বলে রাখলাম।"

"ঠিক তো। হয় সংগে করে নিয়ে যাক্, না হয় আগে পাঠিয়ে দিক্ ;—এটাই তো সব চেয়ে ভাল। ল্যাভস্কি নিশ্চয়ই এ কথা শুনে খুব খুশী হবে। আচ্ছা, চল্লাম।"

খুব স্নেহের স্বরে বল্লে 'চল্লাম।' কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ ভন কারেনের দিকে চেয়ে ক্রুদ্ধ ভাবে বলে উঠলো— "জার্মান, জার্মানরাই তোমাকে নষ্ট করলে।"

বার

পরদিন বৃহস্পতিবার। মারিয়ার ছেলে কাটিয়ার জন্মদিন। দুপুরে খাওয়ার নেমতন্ন। তারপর বিকেলে সবাই মিলে চকলেট খাবে। নাদাজা ও ল্যাভস্কি প্রায় সন্ধ্যের সময় এলো। বইয়ের ঘরে বসে চকলেট খাচ্ছিল প্রাণীতত্ত্ববিদ্। ওরা এসেছে দেখে সেমোলেনকোকে জিজ্ঞেস করলো, "ওর সংগে কথা হয়েছে ?"

"না, এখনো হয়নি।"

"খবরদার, কোন রকম ভদ্রতা করতে হবে না। এদের ঔদ্ধত্য অসহ্য। ওরা বেশ জানে, তাদের এই দাম্পত্য জীবনকে এ বাড়ীর লোকেরা কি চোখে দেখে। ওরা বেশ বোঝে। তবু কেন জোর জবর-দস্তি করে মিশতে যাওয়া ?"

"প্রত্যেক কু-সংস্কারকে যদি মূল্য দিতে হয়, তবে কারো কোথাও যাওয়া চলে না।"

"অবৈধ প্রেম আর নৈতিক পতনের জন্য সাধারণ লোক এদের ওপর বিরূপ একি মাত্র কু-সংস্কার ?"

"তা ছাড়া আর কি ? কু-সংস্কার আর ঘৃণা। যেমন চপল স্বভাবের মেয়েদের দেখলেই সৈন্যরা চিঠি দেয়। তারা কি ?"

"চিঠি ত আর মিছে মিছে দেয় না। এও ত ঠিক, অবাধ্য সন্তানকে গলা টিপে মেরে ফেলার জন্য জেল খাটে। এ্যানা-

কেরেনিনা ট্রেনের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার ওদিকে কাটিয়ার নিষ্পাপ রূপে আমি আপনি মুগ্ধ। কেন জানি না—তবুও মুগ্ধ। সত্যিকারের ভালবাসার জন্য আমাদের অন্তর কাঁদে। জানি, তেমন ভালবাসা কোথাও নেই, পাওয়া যায় না, তবু হৃদয় তাই-ই চায়। একেও কি কু-সংস্কার বলবেন? প্রাণী বিজ্ঞানে স্বাভাবিক নির্বাচনের ধারা আজও অটুট, মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত। সেই ধারাই নর-নারীর যৌন জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। এ যেন এক অদৃশ্য অন্ধ শক্তি। তা যদি না হতো তবে মানুষ, সমাজ ছুবছরে গোল্লায় যেত, ল্যাভস্কিদের মত হয়ে পড়তো।···বুঝলেন?"

বসবার ঘরে ঢুকে সবার সংগে আলাপ করলো ল্যাভস্কি। ভন কোরেনের সংগে করমর্দন করে একটু হাসলো। তারপর সুযোগ বুঝে সেমোলেনকোকে বল্লে, "আলেকজেণ্ডার ডেভিডিচ্, তোমার সংগে কয়েকটা কথা আছে। যদি একবার এদিকে এস।"

সেমোলেনকো ল্যাভস্কির হাত ধরে নিকোদিমের পড়ার ঘরে গেল।

নখ কামড়াতে কামড়াতে বল্লে, "কাল শুক্রবার। জোগাড় হল?"

"দুশ' হয়েছে। আজ-কালের ভেতর বাকিটা হয়ে যাবে। চিন্তা করো না। হয়ে যাবে।"

ল্যাভস্কি আনন্দে কাঁপতে কাঁপতে বল্লে, "ভগবান রক্ষে করেছেন। আমায় বাঁচালে তুমি, আলেকজেণ্ডার ডেভিডিচ্।

আমি দিব্যি করে বলছি, পৌঁছেই টাকাটা পাঠিয়ে দেবো। পুরোনো ধারও দেয়ে দিবো।”

“একটা কথা ভানিয়া,” বলতে গিয়ে লাল হয়ে উঠলো সেমোলেনকো। ল্যাভস্কির বোতামটা ঠিক করতে করতে বল্লে, “তোমার ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলাচ্ছি হয়ত ; ক্ষমা করো।··· কিন্তু নাদাজাকে নিয়েই যাও না কেন তুমি ?”

“অদ্ভুত লোক হে তুমি। তা কি করে সম্ভব। আমাদের ভেতর একজনকে এখানে থাকতেই হবে। তা না হলে পাওনাদাররা হৈ চৈ বাধিয়ে দেবে। শুধু দোকানেই ধার সাতশ’ কিম্বা তারও বেশী। একটু অপেক্ষা করতে হবে বৈকি। গিয়েই টাকা পাঠিয়ে দেবো। পাওনাদারের মুখ বন্ধ হবে। তারপর ও চলে আসবে।”

“তা বটে।···কিন্তু, তবে ওকে আগেই পাঠিয়ে দাও।”

ল্যাভস্কি বলে উঠলো, “পোড়া কপাল। সে মেয়ে মানুষ। ওখানে গিয়ে সে একা কি করবে ? কোন ব্যবস্থা করা তার পক্ষে সম্ভব ? কেবল মিছেমিছি সময় নষ্ট, টাকার শ্রাদ্ধ।”

“কথাটা যুক্তিসঙ্গত···” সেমোলেনকো ভেবে দেখলে। কিন্তু ভন কোরেনের কথা মনে পড়তেই মাথা নীচু করে কাঁচুমাচু মুখে বল্লে, “তোমার সংগে ঠিক একমত হতে পারলাম না ভাই। হয় তুমি ওকে আগে পাঠিয়ে দাও, অথবা তোমরা এক সংগে যাও। তা ভিন্ন···তা ভিন্ন টাকা দিতে পারবো না। শেষ কথা...”

এক সংগে কয়েক পা পিছিয়ে গেল ডাক্তার। মুখ টকটকে লাল। কেমন যেন বিমূঢ়। বসবার ঘরে ফিরে এল আবার।

ল্যাভস্কিও ফিরে এল। ভাবছিল, শুক্রবার, শুক্রবার··· !

এক কাপ গরম চকলেট দিয়ে গেল হাতে। চুমুক দিতেই জিভে ঠোঁটে ফোস্কা পড়লো। তবু ল্যাভস্কির মনে এক কথা—শুক্রবার, শুক্রবার !

শুক্রবার কথাটা বারবার ঘুরে-ঘুরে মনে আসছে। আর কিছু ভাববার ক্ষমতা নেই তার। শুক্রবার,—সেই এক চিন্তা। কিন্তু কোথায় যেন একটা সত্য স্পষ্ট হয়ে ভাসছিল,—শনিবারে সে কিছুতেই যেতে পারবে না। বুদ্ধি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারছিলো যেন। সামনে দাঁড়িয়ে নিকোদিম ;—পরিপাটীবেশ, মাথার চুল আঁচড়ানো। বলছিল, "খান, কিছু খান।"

অতিথিদের কাছে কাটিয়ার স্কুল পরীক্ষার নম্বর দেখাচ্ছে মারিয়া। দীর্ঘ ছন্দে বলছে, "স্কুলে ভাল নম্বর পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে দিন দিন। এত বেশী চাপ···"

সমস্ত অতিথিদের প্রশংসায় হতবাক কাটিয়া, অস্ফুটস্বরে বলে উঠছে যেন, "মা, মা !"

ল্যাভস্কিও নম্বর দেখছিলো ; প্রশংসাও করছিলো। বাইবেল, রুশ ভাষা, স্বভাব, ··চার, পাঁচ,···সব অক্ষরগুলো চোখের ওপর নাচতে আরম্ভ করে। এ শব্দগুলোর সংগে শুক্রবারের প্রচ্ছন্ন অনুকরণ, আর নিকোদিমের পরিপাটীবেশ, আর মারিয়ার লাল গাল···সব তাল গোল পাকিয়ে গেল যেন। অসহ্য বিরক্তিতে মূহ্যমান ল্যাভস্কি প্রায় চিৎকার করতে যাচ্ছিল—তবে কি আর কোন দিন পালাতে পারবো না?

পাশাপাশি ছুটো টেবিলে তাসের আড্ডা। ল্যাভস্কিও বসে পড়ে।

হাসতে হাসতে পকেট থেকে পেনসিল বার করতে করতে ভাবলে শুক্রবার, শুক্রবার, শুক্রবার!

সব অবস্থা একবার চিন্তা করতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু ভাবতে ভয় লাগে। নিজের কাছেও যে প্রবঞ্চনা এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল, আজ ডাক্তার তা ধরতে পেরেছে। একথা ভাবতেই বুক শুকিয়ে ওঠে। যতবার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে সাধ গিয়েছে, পুরোপুরি সবটা ভাবতে পারে নি সে। বড় জোর ভাবতো; ট্রেনে চড়বে, পালিয়ে যাবে।—সব সমস্যার শেষ হবে। তারপরের কথা কিছুতেই চিন্তা করবে না সে। মনের কোন্ গভীরে একটা সত্য মাঝে মাঝে উঁকি দিতো;—বহুদূর বিস্তীর্ণ মাঠের শেষে কাঁপা ম্লান অগ্নি-শিখার মত, মাঝে মাঝে দেখা দিত সেই সত্য।—হয়ত পিটার্সবুর্গের কোন এক বোবা গলিতে বসে ভবিষ্যতের কোন দিনে একটি মিথ্যা বলতে হবে তাকে। একটি ছোট মিথ্যায় নাদাজার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে, দেনার দায় থেকে ত্রাণ পাবে। একবার মাত্র একটি মিথ্যা; তারপর নোতুন জীবন। একটি ছোট্ট মিথ্যার বিনিময়ে অখণ্ড সত্য অর্জন। এই-ই ঠিক; এই-ই ঠিক্।

কিন্তু আজ যখন ডাক্তার মুখের ওপর টাকা দিতে অস্বীকার করলে, যখন তার সব ছলনা ধরে ফেলেছে ডাক্তার তখন শঠতার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। কোন সুদূর ভবিষ্যতের জন্যে তুলে

রাখা সেই মিথ্যার দরকার আজ, এখনই। আজ, কাল, একমাস অথবা হয়ত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই মিথ্যার জের টানতে হবে। আজ পালিয়ে যেতে হলে নাদাজাকে মিথ্যা স্তোক দিতে হবে; পাওনাদারদের ধোঁকা দিতে হবে; চাকরির ওপর-ওয়ালাদের কাছে মিথ্যা বলতে হবে।

পিটসবুর্গে গিয়ে মায়ের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হলে সেই মিথ্যার আশ্রয়। বলতে হবে নাদাজার সংগে তার সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। মা তাকে কিছুতেই এক থোকে পাঁচশ'র বেশী দেবে না। তাহলে ডাক্তারের দেনা খুব তাড়াতাড়ি দিতে পারবে না। অথচ তাড়াতাড়ি দেবার জন্য প্রতিশ্রুত। সুতরাং ডাক্তারের সংগে মিথ্যাচার এখন থেকেই আরম্ভ হয়ে গেছে। তারপর পিটসবুর্গে ফিরে গিয়ে নাদাজার কাছ থেকে মুক্তি পেতে গেলে—সেই প্রবঞ্চনা; ছোট বড় সব রকমের মিথ্যা। আবার চোখের জল, বিরক্তি; অসহ্য অস্তিত্ব। আবার দুঃখ, ক্লান্তি দুর্দশা। নোতুন জীবনের সূচনা কোথাও নেই। কেবল প্রবঞ্চনা; প্রবঞ্চনার পর প্রবঞ্চনা। ল্যাভস্কির চোখের সামনে মিথ্যার পাহাড় উঠে দাঁড়াল। বার বার মিথ্যা না বলে একবারে মিথ্যার পাহাড় যদি ডিঙোতে হয় তাহলে কপর্দকহীন অবস্থায়, কাউকে কোন কথা না বলে, নিঃশব্দে টুপিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। কিন্তু তা অসম্ভব। ল্যাভস্কি ভাবছে, শুক্রবার, শুক্রবার, শুক্রবার!

ওরা সবাই ছোট্ট কাগজে চিট্ লিখছিলো আর দুভাঁজ করে

[illegible] টুপির ওপর জমা করছিলো। চিট্ যখন বেশ জমা হয়ে উঠেছে, কাটিয়া পিয়নের কাজ করছে।—টেবিল ঘুরে ঘুরে সেই চিট্‌গুলো দিয়ে আসছে। কাটিয়া, কোষ্টিয়া, আর পাত্রী অনেক মজার মজার চিট্ পেয়েছে। নিজেরাও খুব হাসির কথা লিখেছে। খুব মজে গেছে তারা।

নাদাজা একটা চিট্ পেল—"তোমার সংগে কথা আছে।" নাদাজা মারিয়ার দিকে চাইলে। মারিয়ার মুখে সেই 'বাদাম তেলা' হাসি।

নাদাজা ভাবলে, "কি হবে কথা বলে? সব কথা যদি খুলে না বলা যায়, তবে হাজার কথা বলেও কোন লাভ নেই।"

সন্ধ্যার সময় এখানে আসার আগে ল্যাভস্কির জামা কাপড় গুছিয়ে দিয়েছে সে। এই সহজ কাজটা করতে পেরেই নাদাজার বুক ভরে উঠেছে দুঃখে আর কোমলতায়। ওর উদ্বিগ্ন মুখ, অর্থহীন দৃষ্টি, পাণ্ডুরতা, আর কদিনের ভেতর আমূল পরিবর্তন,—আর নাদাজার গুপ্ত ভয়ঙ্কর ও জঘন্য সত্য;—সব মিলে অসহ্য করে তুলেছিল তাকে। জামার কলার ঠিক করতে কেঁপে কেঁপে উঠছিল নাদাজা। মনে হল—বহু দিন ওদের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। ওর দিকে চেয়ে মনে হয় বুঝি বা ক্রুশের দিকে চেয়ে আছে সে। ভয়ে অনুশোচনায় মনে মনে বলে উঠে, আমায় ক্ষমা করো, ক্ষমা করো!

ঠিক উল্টো দিকে বসে একুমিনভ। চোখে তার প্রেম, ভিক্ষুকের নীরব প্রার্থনা। সেই চোখ দুটো সব সময় নাদাজার

মুখের ওপর। মাঝে মাঝে নাদাজার কামনা জ্বলে উঠছিল। কিন্তু তারপরেই লজ্জিত হলো। ভয় হয়, হয়ত এই দুঃখ আর গ্লানি সত্বেও সে হয়ত কুটিল কলুষ কামনার কাছে আত্ম-সমর্পণ করবে। আজ না হয় কাল। মাতালের মত আত্মদান করবে। নিজেকে বশ করার শক্তি থাকবে না আর।

নাদাজা ঠিক করলে সে চলে যাবে। নিজের কাছে লজ্জার, ল্যাভস্কির কাছে অপমানের, এই যে জীবন—এ জীবনের অবসান ঘটাবে। কাঁদতে কাঁদতে ল্যাভস্কির কাছে চাইবে বিদায়ের অনুমতি। যদি যেতে না দেয়, আপত্তি করে যদি ; তবে চুপিচুপি পালিয়ে যাবে সে। তার ভয়ঙ্কর সত্যের কথা জানাবে না ওকে। থাক, ওর কাছে প্রেমের একটি পবিত্র স্মৃতি।

নাদাজা পড়লো, "ভালবাসি ; ভালবাসি ; আমি তোমায় ভালবাসি।" একমিনভের লেখা।

কোন বহু দূর দেশে চলে যাবে সে। পরিশ্রম করে উপার্জন করবে ; বেনামীতে টাকা পাঠাবে, পাঠাবে সুঁচের কাজ করা জামা আর তামাক। যখন বুড়ী হবে একেবারে ; তখন হয়ত ফিরে আসবে। ল্যাভস্কির খুব অসুখ করে যদি কখনো ; যদি নার্সের দরকার হয়। সে দিন ফিরে আসবে হয়ত। তার আগে না। বুড়ো বয়সে যখন ল্যাভস্কি শুনবে কেন সে তাকে বিয়ে করে নি, তখন ল্যাভস্কি নিজেই তাকে ক্ষমা করবে, আদর করবে।

"লম্বা নাকী।"—হয়ত পাত্রী না হয় কোষ্টিয়া লিখেছে এটা।

নাদাজা স্বপ্ন দেখেছে। বিদায় বেলায় কী তপ্ত আলিঙ্গনে বাঁধবে ল্যাভস্কিকে, হাতে চুমু খাবে তার। সারা জীবন ভালবাসার শপথ নেবে—সারা জীবন, তার সমস্ত জীবন ধরে ভালবাসবে তাকে। তারপর অপরিচিতের মাঝে অজ্ঞাতবাসে প্রতিদিন ভাববে, তারও এক বন্ধু আছে—যাকে সে ভালোবাসতো। পবিত্র, মহৎ, সে ভালবাসা। সে সঞ্চয় করে রাখবে প্রেমের একটি পবিত্র স্মৃতি।

"আজকে যদি আমার সংগে দেখা করতে রাজী না হও, আমি উচিত ব্যবস্থা করবো। সত্যি বলছি। ভদ্রলোকের সংগে এমন ব্যবহার করা ভাল না। এ কথা তুমি বোঝ।"—কিরিলিনের লেখা চিঠি।

তের

ল্যাভস্কির কাছে ছুটো চিঠি এসেছিলো। প্রথমটা খুলে দেখে, "চলে যেয়ো না প্রিয়তম।"

কে লিখলো ? ল্যাভস্কি ভাবলে নিশ্চয়ই সেমোলেনকো নয়, পাদ্রীও নয়। সে জানেই না আমি চলে যেতে চাই। তবে, ভন কোরেন ?

প্রাণীতত্ত্ববিদ্ টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে পিরামিড আঁকছিলো। ল্যাভস্কি দেখলে, ওর চোখ ছুটো যেন হাসছে। খুব সম্ভবত ভন কোরেন। সেমোলেনকো গল্পে মত্ত। ল্যাভস্কি চিন্তা করে।

দ্বিতীয়টা সেই হাতের লেখা। কার বোঝা যাবে না।

প্রত্যেকটা অক্ষরকে বেঁকিয়ে বাড়িয়ে লেখা। "শনিবারে যেন কেউ চলে না যায়।" ল্যাভস্কি ভাবলে বোকা, শনিবারে না, শুক্রবার, শুক্রবারে !

গলা দিয়ে কি যেন উঠে আসতে চাইছে। কলারটা দেখে নিয়ে গলা খাঁকারি দিল। কাশির বদলে হাসিতে ফেটে পড়লো সে। হাঃ হাঃ হাঃ হাসছে সে। এত হাসছি কেন ? হাঃ হাঃ হাঃ !

হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলে ল্যাভস্কি। কিন্তু সেই হাসি। বুক, গলা বন্ধ হয়ে আসছে। হাত দিয়ে মুখ আর চাপা যাচ্ছে না।

হাসিতে গড়িয়ে পড়ছে। ল্যাভস্কি ভাবে—এ কি বোকামি? আমি কি পাগল হয়ে গেলাম?

ক্রমাগত হাসির শব্দ, তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর। শেষ কালে বাচ্ছা কুকুরের ডাকের মতন শোনাচ্ছে। টেবিল ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না। ডানহাত দিয়ে ক্রমাগত কাগজের টুকরোগুলো আঁকড়ে দোমড়াতে লাগলো। নিজের অগোচরে এ সব করে যাচ্ছে। দেখছে তার চার পাশে বিস্মিত দৃষ্টি; সেমো-লেনকোর গম্ভীর ভীত মুখ, প্রাণীতত্ত্ববিদের চোখ শান্ত, বিদ্রূপ ও বিরক্তিতে ভরা। সে বুঝতে পারলে—হিষ্টিরিয়া হয়েছে।

ভাবলে, কি জঘন্য, কি লজ্জার কথা। ছিঃ ছিঃ। কই আগে ত কখনো এমন হয় নি। চোখ দিয়ে জল আসছে।

সবাই ধরাধরি করে নিয়ে গেল অন্য ঘরে। শুইয়ে দিল। মাথাটা চেপে ধরে ছিল। চোখের সামনে যেন একটা গ্লাস। দাঁত লেগে জল ছলকে পড়ে বুক ভিজে গেল। অন্য এক ঘরে শুয়ে সে। মাঝখানে দুটো বিছানা। বরফের মত সাদা লেপ। একটা বিছনায় শুয়ে পড়ে ল্যাভস্কি ফুঁপিয়ে উঠলো।

সেমোলেনকো বলে যাচ্ছিল, "কিছু না, কিছু না। এমন হয়, মাঝে মাঝে হয়।"

বিছানার এক পাশে দাঁড়িয়ে নাদাজা ভয়ে কাঠ। সর্বশরীর কাঁপছে। বারবার জিজ্ঞেস করছে, "কি হয়েছে! কি হলো? পায়ে পড়ি, বল কি হয়েছে?" আবার ভাবলে, "কিরিলিন কি তাকে সব লিখে পাঠালে? তাই?"

হাসতে হাসতে ল্যাভস্কি বল্লে, "কিছু না, কিছু না। তুমি যাও।" কাঁদতে লাগলো আবার।

মুখে ত ঘৃণার চিহ্ন নেই, বিরক্তির লেশ নেই। তা হলে ও কিছু জানে না।—আশ্বস্ত হয়ে বসবার ঘরে ফিরে এল নাদাজা। মারিয়া ওর পাশে এসে বসে। হাত দুটো হাতের ভিতর নিয়ে বল্লে, "স্থির হও। লক্ষ্মীটি। ও সেরে যাবে। পুরুষেরা কি জান?—পাপীদের মত দুর্বল। বেশ বোঝা যায় তোমরা দু জনেই মহা সমস্যায় পড়েছ।...আমার সেই কথার উত্তর দিতে হবে বাছা।"

ও ঘর থেকে ল্যাভস্কির কান্নার শব্দ আসছে। নাদাজা বলে ওঠে, "না, আজকে কোন বিষয় আলোচনা করবো না। আমার বড় খারাপ লাগছে। বাড়ী যাবো।"

বিচলিত হয়ে উঠলো মারিয়া। বল্লে, "বলো কি? রাত্রের খাওয়া না সেরে চলে যাবে? আমি তোমাকে যেতে দেবো? আগে কিছু খাও। তারপর আমার আশীর্বাদ নিয়ে চলে যেও।"

ফিস্ ফিস্ করে বল্লে নাদাজা, "বড় খারাপ লাগছে"...। পড়ে যাচ্ছিল। চেয়ারের হাতল দুটো ধরে কোন রকমে সামলে নিলে।

বসার ঘরে ফিরে এসে বেশ খুসী হয়ে ভন কোরেন বলে উঠে; "হিষ্টিরিয়া।" কিন্তু নাদাজাকে দেখে ঘাবড়ে গেল। আবার ফিরে এল।

সুস্থ হয়ে অপরিচিত বিছনায় বসে ল্যাভস্কি ভাবলে, কি লজ্জার কথা। কচি খুকীর মত একি করলাম। ছিঃ ছিঃ! নিশ্চয়ই আরো কিছু হাসির কাজ করেছি। পিছনের সিঁড়ি দিয়ে

চলে যাই।···কিন্তু তার মানে হবে আমি হিষ্টিরিয়ায় বেশ ঘাবড়ে গেছি। একে খুব ঠাট্টার সংগে নেওয়া দরকার।

আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিল একবার। কিছুক্ষণ পরে বসার ঘরে ফিরে এল।

হাসতে হাসতে বলে, "ঠিক হয়ে গেছে"। সবার সামনে দাঁড়িয়ে লজ্জায় মাটিতে মিশে গেল যেন। ভাবলে অন্য সবাই তার উপস্থিতে আরো লজ্জিত হয়ে পড়েছে। "বসেছিলাম, হঠাৎ পাঁজড়ায় ব্যাথা লাগলো।· অসহ্য ব্যাথা। শিরাগুলো যেন আর সইতে পারছে না।···তারপর এই লজ্জার কীর্তি। স্নায়ুর যুগ পড়েছে, কোন নিস্তার নেই।"

খেতে বসে খানিকটা মদ খেয়ে নিলে। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুকের পাশে হাত বোলাচ্ছিলো—যাতে লোকে মনে করে সে ব্যাথা এখনো রয়েছে। লক্ষ্য করে দেখলো, একমাত্র নাদাজা ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করলে না।

রাত নটার পর বেড়াতে বেরুলো সবাই। নাদাজার খুব ভয় লাগছিলো, হয়ত কিরিলিন তার সংগে কথা বলবে। তাই মারিয়া আর তার ছেলে মেয়েদের সংগ ছাড়লো না মোটেই। খুব দুর্বল আর অসহায় যেন নাদাজা। জ্বর জ্বর ভাব। বড় ক্লান্ত। পা দুটো আর চলছে না। কিন্তু বাড়ী গেল না সে। বাড়ী গেলে হয় কিরিলিন না হয় একমিনভ অথবা ওরা দুজনই পাশাপাশি ধাওয়া করবে। নিকোদিমের পাশাপাশি কিরিলিন। যেতে যেতে নিচু

স্বরে বলছে, "আমাকে নিয়ে খেলিয়ে বেড়াবে, এ হবে না। এ হবে না।"

তারপর প্যাভেলিয়ন ঘুরে সমুদ্রের ধারে এল সবাই। সমুদ্রের জলে ফস্‌ফরাসের আলো। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ভন কোরেন ব্যাখ্যা করছে কেন এই আলোর আভা।

চৌদ্দ

ল্যাভস্কি বল্লে, "তাস খেলার সময় হলো। ওরা আমার জন্য বসে থাকবে। আমি চল্লাম।"

"আমিও তোমার সংগে যাবো। একটু দাঁড়াও।" ল্যাভস্কির হাত ধরে চলে গেল নাদাজা। কিরিলিনও বলে উঠে, তাকেও ওই দিকে যেতে হবে। সেও ওদের পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো।

নাদাজা ভাবে, যা হবার তা হবেই। তাই হোক।

মনে হল তার মনের যত কলুষ কামনা অন্ধকারে দেহ পেয়েছে। অন্ধকারে তাদের পাশাপাশি হাঁটছে আর গভীর নিশ্বাস টানছে। সে যেন কালির দোয়াতে পড়া একটা মাছি। বুকে হেঁটে যাচ্ছে, আর ল্যাভস্কির অঙ্গ কলঙ্কিত করছে।

ভাবে, কিরিলিন যদি খুব খারাপ কিছু করে, তবে তার জন্য দায়ী ত সে নিজে। একটা সময় ছিল যখন কিরিলিন এমন ভাবে কথা বলার সাহস পেত না। কিন্তু আত্মরক্ষার সে ধর্ম সে ত নিজেই চিরকালের মত খুইয়ে এল। এর জন্য দায়ী কে? কামনার উত্তেজনায় একদিন এক অপরিচিতের দিকে চেয়ে হেসেছিলো।—বোধ হয় বেশ লম্বা আর ভাল দেখতে বলে। দুরাত্রির পর ক্লান্তি এল। তাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইলে। তাই নাদাজা ভাবে, সে নিজেই নিজেকে এমন ব্যবহারের যোগ্যা করে তুলেছে।

"তা হলে এখন আমি যাই। ইলিয়া তোমাকে বাড়ী অবধি পৌঁছে দেবে।" কিরিলিনের দিকে ঘাড় নেড়ে দ্রুত পায়ে চলে গেল ল্যাভস্কি। আড্ডার জানলায় আলো জ্বলছে। তারপর গেট খোলার শব্দ। ও ভিতরে চলে গেল।

কিরিলিন বল্লে, "আমার কথার জবাব দাও। আমি কচি খোকা নই যে তুমি যা তা ব্যবহার করবে আমার সংগে। আমার প্রাপ্য আমাকে দিতেই হবে।"

ভীষণ জোরে ধক্ ধক্ করে উঠলো নাদাজার বুক। কোন উত্তর দিলে না।

কিরিলিন বল্লে, "তোমার ব্যবহারে এই পরিবর্তন কেন? একে ছলনা ছাড়া আর কি বলবে? এখন দেখছি ভদ্দরলোকদের সংগে মিশতে জানো না তুমি। আমাকে দিন কতক খেলাতে চেয়েছিলে। এখন ওই আর্মেনিয়ান ছোকরাকে নিয়ে পড়েছ। কিন্তু সাবধান, আমি ভদ্রলোক। আমার সংগে ভদ্র ব্যবহার করো। এখন আমি তোমার কাছে—"

"আমি বড় দুঃখী" কান্না ভেঙে এলো নাদাজার স্বরে। চোখের জল লুকোনোর জন্যে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

"আমিও খুব দুঃখী। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?"

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর খুব পরিষ্কার উচ্চারণ করে কিরিলিন বল্লে, "এই সন্ধ্যে বেলা যদি আমাকে সংগ না দাও, জেনে রাখো, আমি কেলেঙ্কারী বাধাবো।"

"এই সন্ধ্যের মত আমাকে ছেড়ে দাও", নাদাজা কোন রকমে বল্লে। খুব দুর্বল আর কাতর শোনাল সেই স্বর।

"আমি তোমাকে শায়েস্তা করবো।...ক্ষমা করো, খুব রূঢ় হয়ে পড়লাম। কিন্তু তোমাকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। বলতে আমার নিজেরই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু শায়েস্তা করা দরকার। আমি চাই আমার সংগে দুরাত কাটাও। আজকে, আর কালকে। তারপর তোমার যাকে খুসী তাকে বেছে নাও। আমার কাছ থেকে তোমার মুক্তি। কেবল, আজকের রাত্রি আর কালকের রাত্রি।"

নাদাজা গেটের কাছে গিয়ে থামলো। মৃদুকণ্ঠে বল্লে, "আমায় ছেড়ে দাও।"

অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, কেবল ওর জামার শাদা হাতা চোখে পড়ে। নাদাজা কেঁপে উঠে বল্লে, "ঠিক বলেছ। আমি বড় খারাপ মেয়ে মানুষ। দোষ সব আমার।...আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার পায় পড়ি।" ঠাণ্ডা হাতে হাত লাগতেই শিউরে উঠলো নাদাজা।

"তোমার পায় পড়ি।"

কিরিলিন উত্তর দিলে, "তোমাকে ছেড়ে দেবো বলে ত আসি নি। আমি শুধু তোমাকে শায়েস্তা করবো ; এ ব্যাপারের গুরুত্ব বোঝাব। আর মেয়েদের ওপর কোন বিশ্বাস নেই।"

"আমি বড় অসহায়।"

নাদাজা কান পেতে শোনে সাগরের ঢেউ-এর সমতাল শব্দ। দেখে তারায় তারায় ডোবা আকাশ। ইচ্ছে হল, ঝট্ পট্ সেরে

ফেলে সব। একে বারে শেষ করে দেয়। তারপর এই অভিশপ্ত জীবন, এই সমুদ্র, ওই নক্ষত্র, এই মানুষ আর জ্বরের হাত থেকে একেবারে পালায়।

শান্ত স্বরে বল্লে, "অন্য কোথাও চল। আমার ঘরে না।"

"মুরিডভের বাড়ী চল। সেই-ই ভালো।"

"সে কোথায়?"

"পুরোনো পাঁচিলের ধারে।"

রাস্তা দিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল নাদাজা। পাশের গলিতে বাঁক নিয়ে সোজা পাহাড়ের দিকে। চারদিক অন্ধকার। রাস্তায় এখানে ওখানে ম্লান আলো জানালা থেকে এসে পড়েছে। মনে হল সে যেন কালিতে পড়া মাছি। রাস্তার ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে যাচ্ছে আলোর দিকে। এক জায়গায় কিরিলিন হোঁচট খেয়ে হেসে উঠলো। নাদাজা ভাবলো, ও মাতাল। তা হোক্, তা হোক্। যা হবার তাই হোক্।

পার্টি থেকে বিদায় নিয়ে একমিনভ নাদাজার পিছু নিল। এক সংগে নৌকা বাইবে তারা। নাদাজার বাড়ীতে এসে বেড়া থেকে উঁকি মেরে দেখলো, কোথাও আলো নেই।

সে ডাকলো "নাদাজা ফেডোরভনা।"

কিছুক্ষণ পরে আবার ডাকলো।

"কে?" ওলগার স্বর।

"নাদাজা ফেডোরভনা বাড়ী আছেন?"

"না, এখনো ফেরেন নি।"

অস্বস্তি বোধ করল সে। ভাবলো, আশ্চর্য তো। অদ্ভুত! সে যে বাড়ী এল।

রাস্তা দিয়ে কিছুদূর হেঁটে গেল। তাসের আড্ডার আলো জ্বলছে। কোট খুলে ল্যাভস্কি মনযোগ দিয়ে তাস দেখছে। অদ্ভুত, আশ্চর্য তো। ল্যাভস্কির হিষ্টিরিয়ার কথা মনে পড়তেই লজ্জিত হল একমিনভ। যদি বাড়ীতে নেই, তবে গেল কোথায়?

আবার নাদাজার বাড়ী গেল। অন্ধকার জানলার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

মারিয়ার বাড়ীতে দুপুর বেলা নাদাজা কথা দিয়েছিল আজ সন্ধ্যায় এক সংগে নৌকো করে বেড়াবে। শঠ, শঠ! একমিনভ ভাবলো।

কিরিলিনের বাসায়ও আলো জ্বলছে না। গেটের ধারে বেঞ্চিতে চৌকিদার পুলিশ বসে বসে ঝিমোচ্ছে। জানলার দিকে আর পুলিশের দিকে তাকিয়ে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। বাড়ীতে ফিরে যাবে ঠিক করলো। চলতে আরম্ভ করে দেখলো সে আবার নাদাজার বাড়ীর কাছে হাজির হয়েছে। গেটের ধারে বেঞ্চিতে বসে পড়ে টুপিটা খুলে ফেল্লে। রাগে আর ঈর্ষায় মাথা জ্বলে যাচ্ছে।

শহরের গীর্জায় দুবার ঘণ্টা পড়ে। মাঝ রাতে, আর দুপুর বেলা। মাঝ রাতের ঘণ্টা পড়ার পর পায়ের শব্দ শোনা গেল।

"কাল সন্ধ্যায় আবার। মুরিডভের ওখানে। আটটায়।

চলি।” স্বর শুনে একমিনভ বুঝতে পারলো কিরিলিনের গলা।

বাগানের ধারে বেঞ্চিতে বসা একমিনভকে দেখতেই পেল না নাদাজা। পাশ দিয়ে ছায়ার মত চলে গেল। গেট খোলা রেখেই বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। নিজের ঘরে আলো জ্বেলে জামা কাপড় পালটালো। কিন্তু শুতে গেল না। চেয়ারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ছুই হাতে চেয়ারটা ধরে তার ওপর মাথা রাখলো।

ল্যাভস্কি যখন বাড়ী ফিরে এল, তখন রাত ছুটো।

পনের

মিথ্যার পাহাড় একবারে ডিঙোতে পারবে না ; তাই ল্যাভস্কি স্থির করেছে—আস্তে আস্তে চলবে। পরের দিন একটার সময় সেমোলেনকোর বাড়ী গেল। টাকা চাইবে। শনিবারে তাকে যেতেই হবে। হিষ্টিরিয়ার পর তার এখানে আর থাকা সম্ভব নয়। গভীর লজ্জা আর পরিতাপে ভেঙে পড়েছে মন। এর পরেও সোমোলেনকো যদি টাকা দিতে সেই শর্তের কথা পাড়ে, সে রাজী হয়ে যাবে। টাকা নেবে। পরের দিন যাবার ঠিক আগেই বলবে,—নাদাজা কিছুতেই যেতে রাজী হল না। বিশ্বাস ছিল ; বিকেল বেলা নাদাজাকে বোঝাতে পারবে যে এ সব আয়োজন তার ভালোর জন্যেই। সেমোলেনকো এখন ভন কোরেনের প্রভাবে। যদি টাকা দিতে একান্তই অস্বীকার করে, অথবা নোতুন কোন শর্তের কথা পাড়ে, তাহলে সে মালবাহী জাহাজে অথবা নৌকোয় করে পাড়ি দেবে। নেভয়-এটন বা নেভোরসিক অবধি ত যাক্। তারপর না হয় দীনতা স্বীকার করে মাকে তার করে দেবে। যতক্ষণ মা টাকা না পাঠায় ততক্ষণ সেখানে পড়ে থাকবে।

সেমোলেনকোর বাড়ীতে ঢুকেই ভন কোরেনের সংগে দেখা। দুপুরের খাওয়ার জন্য এসেছে প্রাণীতত্ত্ববিদ্। এলব্যামের পাতা উলটে ছবিগুলো এক মনে দেখছে।

ওকে দেখেই ল্যাভস্কি ভাবলে, কি কপাল। ও ঠিক বেগড়া দেবে। বল্লে, "নমস্কার।"

ল্যাভস্কির দিকে না চেয়েই উত্তর দিলে ভন কোরেন, "নমস্কার।"

"আলেকজেণ্ডার ডেভিডিচ্ বাড়ী আছো নাকি?"

"রান্না ঘরে।"

ল্যাভস্কি রান্না ঘরের দিকে গেল। সেমোলেনকো তখন স্যালাড তৈরী করতে ব্যস্ত। আবার বসার ঘরে ফিরে এল। প্রাণীতত্ত্ববিদের উপস্থিতি বরাবর ওর কাছে পীড়াদায়ক। এখন ভাবলে হয়ত আবার হিষ্টিরিয়ার কথা উঠবে। মিনিট খানিক স্তব্ধতার পর হঠাৎ ভন কোরেন বলে উঠলো, "কেমন লাগছে এখন?"

লজ্জা পেল ল্যাভস্কি। বল্লে, "ভালই। কালকে কিছু হয়নি তেমন"...

"আগে আমার ধারণা ছিল একমাত্র মেয়েদেরই হিষ্টিরিয়া হয়। কাল সে ধারণা ভেঙে গেল। ভাবলাম; কোন নাচ ঘরে আছি বুঝি।"

ল্যাভস্কির মুখে অপ্রতিভের হাসি। ভাবলে, এসব কথা বলা কি উচিত। ও ত ভাল ভাবেই জানে কি অপ্রীতিকর এ আলোচনা...।

তারপর বল্লে, "হ্যাঁ, কালকে বড় হাস্যকর কাণ্ড ঘটে গেল। সে কথা মনে করে আজ সারা সকাল হেসেছি। হিষ্টিরিয়া

এক মজার জিনিষ। জানি, যা তা কাণ্ড হচ্ছে, কাঁদা হাসা এক সংগে চলছে। আমাদের এই স্নায়বিক যুগে সবাই স্নায়ুর দাস। ওরাই হলো আমাদের আসল প্রভু। সভ্যতা এদিক থেকে পথে বসিয়েছে।”

ল্যাভস্কি বলে যাচ্ছে, গম্ভীর মুখে শুনছে ভন কোরেন। খুব অপ্রীতিকর লাগছে ল্যাভস্কির। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে ভন কোরেন, যেন খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছে তাকে। নিজের ওপর আরো বিরক্ত হয়ে উঠলো ল্যাভস্কি। ভন কোরেনকে সে অপছন্দ করে। তবু তার মুখে অপ্রস্তুতের মত হাসি লেগেই আছে।

“হিষ্টিরিয়ার আরো প্রত্যক্ষ কারণ আছে যদিও। আজ কাল শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। তার ওপর কিছুই ভাল লাগে না, অষ্ট প্রহর অর্থকষ্ট। লোক জন নেই, অন্য কোন উৎসাহ উদ্দীপনা নেই কোনদিকে। শাসন কর্তার চেয়েও আমার অবস্থা সঙ্গীন।”

“হ্যাঁ, আপনার কোন আশা নেই,” উত্তর দিলে ভন কোরেন।

এই কটা শান্ত কথার পেছনে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আর অহেতুক ভবিষ্যৎ বাণীর সুর। ল্যাভস্কি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলো। গত রাত্রে ল্যাভস্কি ভন কোরেনের চোখে বিদ্রূপ আর বিরক্তির রূপ মনে পড়লো তার। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। বল্লে, “আমার অবস্থার আপনি কি জানেন?”

“আপনি নিজেই বলছিলেন। তাছাড়া আপনার বন্ধু বান্ধবরা

আপনার জন্যে এত উদগ্রীব, চব্বিশ ঘণ্টা অনর্গল আপনার কথাই বলে।"

"কোন বন্ধু? সেমোলেনকো বোধ হয়?"

"হ্যাঁ, তিনিও।"

"আলেকজেণ্ডার ডেভিডিচ্ আর আমার বন্ধুদের আমি বারণ করে দেবো। আমার জন্য বিচলিত হবার কোন দরকার নেই।"

"এই তো সেমোলেনকো। বলেই দিন না অত বেশী বিচলিত না হতে।"

"আপনি আরো কিছু বোঝাতে চান নাকি, বলার ধরণ যেমন—" বিড়বিড় করে উঠলো ল্যাভস্কি। যেন সে এই মাত্র অনুভব করতে পারলে প্রাণীতত্ত্ববিদ্ তাকে ঘৃণা করে, তাচ্ছিল্য করে। সে তাকে ঠাট্টা করছে। সেই তার সব চেয়ে বড় শত্রু। মজ্জাগত বৈরীতা তার সংগে।

"ও সব কথার ধরণ অন্য কারো জন্যে তুলে রাখুন," আস্তে আস্তে বলে ল্যাভস্কি। ঘৃণায় তার বুক গলা বন্ধ হয়ে আসে। জোরে কথা বলতে পারে না।

রান্নাঘরের গরমে ঘামে জব্‌জবে সেমোলেনকো। মুখ টক্ টক্ করছে। বল্লে, "আরে তুমিও এসে পড়েছ? ভাল তো। খাওয়া হয়নি এখনো। ভদ্রতার কাজ নেই। খেয়েছ কিনা বল।"

উঠে দাঁড়িয়ে ল্যাভস্কি বল্লে, "আলেকজেণ্ডার ডেভিডিচ্, স্বীকার করি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তোমার সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু তার মানে এই নয়, অন্যলোকের ঘরোয়া ব্যাপার

নিয়ে আলোচনা করার স্বাধীনতা থাকবে। সে সম্মান বোধ তোমার নিশ্চয়ই আছে।"

অবাক হয়ে সেমোলেনকো বল্লে, "কি ব্যাপার।"

উত্তেজিত ল্যাভস্কি নড়ে চড়ে উঠলো; গলার স্বর চড়িয়ে বল্লে, "যদি তোমার টাকা না থাকে, দিয়ো·না। দিতে পারবো না—বলে দাও। কিন্তু তা বলে প্রত্যেক লোককে প্রত্যেক লোক পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়াবে যে আমার অবস্থা শোচনীয় আরো কত কি,—এই বদান্যতা আর বন্ধুর সাহায্যের কি দরকার আমার। এক কাণা কড়ি সাহায্য পাবো না; খালি গাদা গাদা কথা। তুমি তোমার বদান্যতার কথা ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াও। কিন্তু আমার ঘরোয়া কথা নিয়ে ঘোঁট পাকানোর অধিকার কেউ তোমাকে দেয় নি।"

আরো বিহ্বল হয়ে পড়লো সেমোলেনকো। একটু রেগেও গিয়েছে। বল্লে, 'কি ঘরোয়া কথা? আমাকে ছু চারটা কথা শুনিয়ে যাবে এ জন্যই কি এসেছ? তাহলে এখন চলে যাও। খানিক পরে এসো।"

রেগে গেলে এক থেকে একশ অবধি গুনতে হয়। তারপর রাগ নাকি পড়ে যায়। সে কথা মনে পড়লো ডাক্তারের। তাড়াতাড়ি গুনতে আরম্ভ করলে।

কিন্তু ল্যাভস্কি থামলো না। বল্লে, "আমি অনুরোধ করছি আমার জন্য বিব্রত হয়ো না। আমার দিকে কোন নজর দিতে হবে না। আমি যে করেই থাকি না কেন, তোমার কি?

ঠিক কথা, আমি চলে যেতে চাই। চার পাশে আমার ধার দেনা, আমি মাতাল, অন্য লোকের স্ত্রীর সংগে থাকি। আমার হিষ্টিরিয়া। আমি খুব নগন্য। অন্য লোকের মত বিদ্যেরসাগর নই। কিন্তু তাতে কার কি? অপরের ঘরোয়া ব্যাপারকে সম্মান করে চলতে হয়।"

সেমোলেনকো পয়ত্রিশ পর্যন্ত গুনেছে এতক্ষণে। বল্লে, "ক্ষমা করো ভাই, কিন্তু…"

থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলো ল্যাভস্কি, "অপরের ব্যক্তি সত্বাকে শ্রদ্ধা দেখাতে হবে বৈ কি। এই চব্বিশ ঘণ্টা অন্য লোকের কথা নিয়ে ঘোঁট পাকানো; দীর্ঘশ্বাস মোচন, আর অন্তহীন উঁকি ঝুঁকি মারা, এই সহৃদয় সহানুভূতি—এই সব চুলোয় যাক্। টাকা ধার দেবে, কিন্তু শর্ত। আমি যেন স্কুলের ছেলে। আমাকে কি পেয়েছে সব! আমি কিছু চাই নে।" চিৎকার করে উঠলো ল্যাভস্কি। উত্তেজনার ঝোঁকে একবার মনে হল আবার হিষ্টিরিয়া ধরলো নাকি? তাহলে শনিবারে যাওয়া হলো না আর—চকিতে মনের ভেতর ঝলকে উঠলো—। "আমি কিছু চাই নে। শুধু মাত্র তোমাদের গুরুগিরি থেকে অব্যাহতি দাও। আমি কচি খোকা নই, পাগলও নই—আমাকে দেখাশোনা করতে হবে না আর।"

পাদ্রী এসে পড়েছিল। দেখলে পাণ্ডুর মুখে ল্যাভস্কি নানা রকম ভঙ্গী করে প্রিন্স ভনেষ্টোভের ছবির দিকে চেয়ে অদ্ভুত বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে। চুপ করে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লো।

ল্যাভস্কি তখনো বলছে, "চব্বিশ ঘণ্টা এই গোয়েন্দা গিরি আমার মনুষত্বের প্রতি অপমান। স্বেচ্ছাসেবক গোয়ান্দারা, অনুরোধ করছি থাম ঢের হয়েছে।"

একশ অবধি গুনে ফেলেছে ডাক্তার; সহসা রেগে উঠে ল্যাভস্কির দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বল্লে, "কি, কি বল্লে ?"

টুপিটা তুলে নিয়ে ল্যাভস্কি বলে, "থাক, খুব হয়েছে।"

"আমি ডাক্তার, বড় বংশের ছেলে। কাউন্সিলের সভ্য। আমি গোয়েন্দা নই। আমাকে অপমান কর তুমি ?" চিৎকার করে উঠলো ডাক্তার। গলার স্বর ভেঙে পড়ছিল। তবু শেষ কথাটা খুব স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলে—"মুখ সামলে কথা বলো।"

পাদ্রী ডাক্তারকে এমন গর্বোদ্ধত দেখেনি কখনো। মুখ চেপে ছুটে বেরিয়ে গেল। তারপর হাসিতে ফেটে পড়লো।

চোখে সব ঝাপসা দেখছে ল্যাভস্কি। মনে হল প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো ভন কোরেন, কিছুর অপেক্ষা করছে যেন। ভন কোরেনের এই শান্তভাব আরো বেশী অপমান করলো তাকে।

চিৎকার করে সেমোলেনকো বল্লে, "কথা ফিরিয়ে নাও।"

ল্যাভস্কির মনেও নেই কি বলেছে সে। উত্তর দিলো, "আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কোন কিছু চাই নি। শুধু চাই তুমি আর ওই ইহুদি কুলের জার্মান ফচ্‌কে ছোকরা আমার বিষয়ে মাথা গলাবে না। যদি নাক গলাতে এস, তবে

আমিও উচিত ব্যবস্থা করবো। তোমার সংগে লড়াই করবো তা হলে।"

টেবিলের পিছন থেকে সামনে দাঁড়াল ভন কোরেন। বল্লে, "এতক্ষণে বোঝা গেল। মিঃ ল্যাভস্কি যাবার আগে একবার ডুয়েল লড়তে চান। বেশ, সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবো না। মিঃ ল্যাভস্কি, আপনার আহ্বান গ্রহণ করলাম।"

"আহ্বান?" মৃদুস্বরে বল্লে ল্যাভস্কি। কোঁকড়াচুল, টানা টানা ভ্রূ প্রাণীতত্ত্ববিদের। ল্যাভস্কি সেদিকে তাকালো। "আহ্বান? বেশ, আমি তোমায় ঘৃণা করি, ঘৃণা করি।"

"আনন্দিত! আগামী কাল সকালে খারবলির বাড়ীর নিকটে দেখা হবে। অন্য সব আয়োজন আপনার খুসী মত করবেন। এখন চলে যান।"

নিশ্বেস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। মৃদু স্বরে বল্লে, "তোমায় ঘৃণা করি। চিরকাল ঘৃণা করেছি। ডুয়েল! বেশ।"

ভন কোরেন, বলে উঠলো "হয় ওকে বার করে দিন না হয় আমিই চলে যাচ্ছি। কামড়াবে হয়ত।"

ভন কোরেনের প্রকৃতিস্থ কণ্ঠস্বরে রাগ পড়ে গেল ডাক্তারের। আবার যুক্তি বুদ্ধি ফিরে এল। ল্যাভস্কির কোমর জড়িয়ে ধরলো ডাক্তার। ভন কোরেনের কাছ থেকে আড়াল করে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে ধরে নিয়ে গেল তাকে। বল্লে, "মেজাজ বিগড়ে ফেল্লে বন্ধু। বেশ,—যা হবার তা হয়ে গেল।" গলার স্বর আবেগে কাঁপছিল।

কোমল সহৃদয় স্বর শুনে চমকে উঠলো ল্যাভস্কি। তার যেন ভীষণ কিছু ঘটে গেছে। প্রায় ট্রেনের তলায় চাপা পড়ছিল সে। চোখ ফেটে জল এলো। দৌড়ে পালিয়ে গেল সে।

একটু পরে প্যাভেলিয়নে বসে ভাবছিল ল্যাভস্কি। যে আমাকে ঘৃণা করে তার সামনে নিজেকে মেলে ধরা কি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক। ভগবান, কি ভীষণ কষ্ট। মনে হচ্ছিল ঘৃণার আগুনে তার সারা গায় ফোস্কা পড়েছে। কি ভীষণ কষ্ট।

ঠাণ্ডা জলের সংগে মদ খেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠলো সে। স্পষ্ট মনে পড়তে লাগলো ভন কোরেনের শান্ত উদ্ধত মুখ, গত দিনের চোখ, কম্বলের মত সার্ট, তার কণ্ঠস্বর, ধপ ধপে হাত, তার বুকের উদগ্র ক্ষুধার্ত ঘৃণা, চরিতার্থতার ব্যগ্র ব্যাকুলতা। ও কল্পনা করলে ভন কোরেনকে মাটিতে ঠেসে পায়ে দলছে। প্রত্যেকটি ঘটনা, তার সুক্ষ্ম বিবরণ সব মনে ভেসে উঠলো। সে ভেবেই পেল না ওই নগন্য লোকটার সামনে অমন দীনভাবে হাসতে পারলো কি করে। এই ত তুচ্ছ জায়গা,—পিট্‌সবুর্গের কোন সম্ভ্রান্ত লোক যার নাম অবধি শোনে নি। এখানকার লোকের মতামতের এত মূল্যই বা কি করে দিতে পারলো সে? আজ যদি এ শহর ধ্বংস হয়ে যায়, যদি পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, তবে তার খবর পিট্‌সবুর্গের লোকেরা হয়ত পড়বে। পুরোনো আসবাব পত্র বিক্রির বিজ্ঞাপন পড়ে যতটা উৎসাহ ঠিক ততটা উৎসাহেই পড়বে। কাল যদি ভন কোরেনকে ও খুন করে অথবা কাল যদি ভন কোরেন বেঁচেও থাকে,—তা হলেও বা কি।

কোন উৎসাহ দেখা যাবে না কোথাও। পায় কিম্বা হাতে গুলি করাই ভাল। আহত হয়ে পড়ে থাক। ওর দিকে চেয়ে হাসা যাবে তখন। পা ভাঙ্গা অবস্থায় পোকা মাকড়ের মত মাটিতে পড়ে থাক। নগন্য লোকদের সংগে সেও নগন্য, অদ্ভুত অব্যক্ত যন্ত্রণায় পড়ে থাক।

সেসকোভস্কির তাসের আড্ডায় গেল ল্যাভস্কি। তাকে সব কথা বল্লে। লড়াইতে তার সহযোগী হতেও অনুরোধ করলে। তারপর তারা দুজনে পোষ্ট অফিসের বড় কর্তার সংগে দেখা করলো। তাকেও অনুরোধ করলো সহযোগী হতে। সেখানেই দুপুরের খাওয়া সেরে নিল। খাবার টেবিলে বসে খুব ঠাট্টা ইয়ার্কি চল্লো। ল্যাভস্কি বল্লে, "সে পিস্তল অবধি ছুঁড়তে জানে না। প্রায় ইউলিয়ম টেলের মত সে। কিন্তু ওকে শিক্ষা দেওয়া দরকার।"

খাবার পর তাস। মদ খেয়ে আর তাস খেলে ল্যাভস্কি ভাবলো এই ডুয়েল লড়ার কোন মানে নেই। একেবারে অর্থহীন। মূল সমস্যার কোন উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু মূল প্রশ্নটাই আরো জটিল হয়ে উঠবে শুধু। আবার ডুয়েল ছাড়া কোন উপায়ও নেই। এক্ষেত্রে ভন কোরেনের বিপক্ষে কোন মামলাও আনা যাবে না। আর এই ডুয়েলের পর ল্যাভস্কিকে এ শহর ছাড়তে হবেই। এই-ই একমাত্র মঙ্গল। একটু মাতাল হয়েছে ল্যাভস্কি। তা সে ডুবে গিয়ে আরাম পেল যেন।

সূর্য ডুবে গেল। অন্ধকার হয়ে যেতেই অস্বস্তি বোধ করছিলো ল্যাভস্কি। মৃত্যুর ভয়ে নয়। তাস খেলার সময় কেমন একটা বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিলো; এ লড়াইতে কোন কিছুই হবে না। কিসের একটা ভয়; সে নিজেও জানে না। রাত পোহালেই তার জীবনে নোতুন কাণ্ড ঘটবে। সারা রাত ঘুম আসবে না। অনেক দীর্ঘ মনে হবে রাত; ফর্সা হতে দেরি হবে অনেক। আর সেই নির্ঘুম অবসরে শুধু ত ভন কোরেন আর তার ঘৃণার কথা ভাববে না। পাহাড় প্রমাণ মিথ্যার কথাও ভাবতে হবে তাকে। সে ভাবনার শক্তি নেই যেন। দুলজ্ঘ্য মিথ্যাকে এগিয়ে যেতে পারবে না সে। হঠাৎ মনে হল তার যেন অসুখ করেছে। খুব চঞ্চল হয়ে পড়লো। তাস আর বন্ধুদের প্রতি নিরুৎসাহ বোধ করলে। পীড়াপীড়ি করতে লাগলো বাড়ী যাবে বলে। শুয়ে পড়তে বড় ইচ্ছে করছে। শুয়ে শুয়ে চিন্তাকে ঠিক মত সাজাতে হবে। সেসকোভস্কি আর পোষ্ট অফিসের বড় বাবু তাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে ভন কোরেনের বাড়ীর দিকে গেল। লড়াই এর সব কিছু ঠিক্‌ঠাক্‌ করতে হবে।

বাড়ীর কাছে একমিনভের সংগে দেখা। খুব উত্তেজিত সে। "আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম আইভান। তাড়াতাড়ি একবার অসুন।"

"কোথায় ?"

"কে একজন আপনার সংগে দেখা করতে চায়। আপনি

তাকে চেনেন না। কিন্তু বিশেষ দরকার। এক মিনিটের জন্যও আসুন। কোন এক বিষয়ে কথা বলবে আপনার সংগে। ...তার পক্ষে জীবন মরণের কথা।”

উত্তেজনায় কথাগুলোতে খাঁটি আর্মেনিয়ান টান।

ল্যাভস্কি জিজ্ঞাসা করলো, “কে সে?”

“নাম বলতে বারণ।”

“বলুন আজকে বড় ব্যস্ত। কাল দেখা হবে।”

“কি বলেন আপনি? এমন কতকগুলো কথা বলতে চায় যা শোনা আপনার বিশেষ দরকার। যদি না আসেন, তবে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যাবে।”

“অদ্ভুত।”

ল্যাভস্কি কিছুতেই বুঝতে পারছে না কেনই বা একমিনভ এত উত্তেজিত। সেই নিরানন্দ অর্থহীন শহরে এমন কি রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে। “অদ্ভুত” আরো একবার বিড় বিড় করে বল্লে ল্যাভস্কি। “আচ্ছা চলুন, দেখা যাক।”

দ্রুত পায়ে একমিনভ আগে আগে চল্লো, পিছনে ল্যাভস্কি। রাস্তা বয়ে কিছুদূর গিয়ে বাঁক নিয়ে গলিতে পড়লো।

“কি ব্যাপার মশাই,” ল্যাভস্কি বল্লে।

“একটু আসুন একটু···প্রায় এসে গেছি।”

পুরোনো পাঁচিলের পাশে এসে আরো একটা গলি। দুপাশে খালি পাঁচিল। তারপর বড় উঠোন। পেরিয়ে গেল। সামনে ছোট্ট ঘর।

"মুরিডভের বাড়ী, না?" ল্যাভস্কি জিজ্ঞাস করলে।

"হ্যাঁ।"

পিছনের "দরজা দিয়ে কেন এলেন বুঝলাম না তো? সামনে দিয়ে এলে হত। এত ঘুরতে হত না।"

"তাতে কি হয়েছে, কি হয়েছে।"

ল্যাভস্কির খুব আশ্চর্য লাগছিল। একমিনভ পিছনের দরজায় নিয়ে এল, আবার হাবে ভাবে বোঝাচ্ছে—কথা বলো না। চুপ করে চল।

পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে খুব সন্তর্পণে দরজা খুলে একমিনভ বল্লে, "এদিকে, এদিকে··· ! দোহাই, আপনার খুব আস্তে। ওরা শুনতে পাবে।"

নিশ্বাস বন্ধ করে কান পেতে শুনলো। তারপর ফিস ফিস করে বল্লে, "দরজা খুলে ভেতরে চলে যান।···ভয় পাবেন না।"

বোকার মত দরজা খুলে ভেতরে এল ল্যাভস্কি। নীচু ছাদ। জানালায় পর্দা। টেবিলের ওপর বাতি জ্বলছে।

পাশের ঘর থেকে কে একজন বল্লে, "কি চাই? কে? মুরিডভ?"

সে ঘরের দিকে গেল ল্যাভস্কি। দেখলো কিরিলিন, পাশে নাদাজা।

কে তাকে কি বল্লো কিছুই কানে গেল না। ভয় পেয়ে পিছিয়ে এল। কি করে পথ খুঁজে রাস্তায় এলো সে বুঝতে

পারলো না। ভন কোয়েরেনের প্রতি তার ঘৃণা তার অস্বস্তিবোধ সব এক নিমিষে উড়ে গেল। খুব অদ্ভুতভাবে ডান হাত নাড়তে নাড়তে দেখে দেখে পা ফেলে ফেলে বাড়ী ফিরে এলো। পড়ার ঘরে ঢুকে একোণ ওকোণ ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কাঁধ গলা নাড়তে লাগলো। যেন জামা কোট খুব ছোট হয়ে গেছে। তারপর বাতি জ্বেলে টেবিলে বসে লিখতে আরম্ভ করলে।

ষোল

যে দয়া দাক্ষিণ্যের কথা তুমি বল, সেই দয়া মানুষের। বুদ্ধি বিবেচনার অঙ্গীভূত তখনই হতে পারবে; যখন বিজ্ঞান আর প্রগতি তার পাশে দাঁড়াবে। কোথায় তার দেখা মিলবে? সে কি কোন নোতুন মাইক্রোস-কোপের তলায়; নোতুন হ্যামলেটের স্বগতোক্তিতে অথবা নোতুন ধর্মে? আমি জোর করে বলতে পারিনে। কিন্তু মনে হয় তা ঘটার আগেই পৃথিবী বুঝি বরফে ঢেকে যাবে। সেই কল্যাণ ধর্মের সব চেয়ে জীবন্ত দীর্ঘস্থায়ী অঙ্গ প্রভু যীশুর শিক্ষা। কিন্তু দেখো, সেই শিক্ষাকে কত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। কেউ কেউ প্রচার করবে, প্রতিবেশীকে ভালোবাসো। কিন্তু তার ভেতর আবার সৈন্য, অপরাধী আর পাগলদের বাদ দিয়ো। সৈন্যরা মরবে যুদ্ধে, অপরাধীরা শাস্তি পাবে; ফাঁসিতে যাবে। পাগলদের বিয়ে দিয়ো না। আর একদল প্রচার করবে, সবাইকে ভালবাসো। পাত্রাপাত্র বিচার করো না। তাদের কথায় এই দাঁড়ায়; যদি কোন খুনী, মৃগী, যক্ষ্মা রোগী এসে তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, ফিরিয়ে দিয়ো না।

এ তত্ত্ব হল 'প্রেমের জন্য প্রেম'—যেমন 'শিল্পের জন্য শিল্প।' এই দলের হাতে ক্ষমতা আসে কোন দিন, পৃথিবী একেবারে

নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পৃথিবীর বুকে কল্পনাতীত অপরাধ ঘটবে। আরো বহুরকম ব্যাখ্যা আছে। বহু ব্যাখ্যা থাকার জন্যে সত্যকারের চিন্তা কোন একটা মতবাদ আঁকড়ে ধরে তৃপ্তি পায় না। তাই লোকে তার ওপর নিজের ব্যাখ্যা জুড়ে দেয়। তাই কথা ওঠে খৃষ্ট ধর্মের ভুক্তি ভিত্তি সম্পর্কে কোন রকম দার্শনিক প্রশ্ন কখনো তুলো না। সে প্রশ্নের জবাব নেই। প্রশ্নের পর প্রশ্ন এসে সমাধানকে আরও সুদূর পরাহত করে তুলবে।

প্রাণীতত্ত্ববিদের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো পাদ্রী। একটু চিন্তা করে বল্লে, "দার্শনিকরা কি কোন নৈতিক আইন বার করতে পেরেছে যা মানুষের শরীরের সংগে মিশে আছে? না, ভগবান মানুষ সৃষ্টি করার সময়ই সেই আইন-বোধ শরীরে দিয়ে দিয়েছেন?"

"ঠিক বলতে পারবো না। কিন্তু সে আইন এত সার্বজনীন, সর্বকালের ও সর্বযুগের মানুষের মধ্যে এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে বলতে ইচ্ছে করে ;—ওটা মানুষের সংগে জীবন্ত ভাবে গাঁথা। কেউ তাকে আবিষ্কার করেনি। ও স্বয়ম্ভু, ও চিরকাল থাকবে। আমি অবশ্য এ কথা বলছি নে কোনদিন মাইক্রোসকোপের তলায় সেই জীবন্ত প্রক্রিয়ার পদ্ধতি ধরা পড়বে। কিন্তু তাকে বোঝা যায়। যখন মানুষের মনের অসুখ করে বা মগজের কোন ব্যতিক্রম ঘটে। তখনই বোঝা যায়। স্বাভাবিক নৈতিক নিয়মের ব্যাভিচারের ভেতর দিয়ে তা প্রকাশ পায়। যতদূর জানি, তাই-ই হয়।"

"ভাল কথা। পেটে ক্ষিদে লাগলে বলি 'খাও।' ঠিক তেমনি কি নীতি বোধ বলে, 'ভালবাসো'। এই কথাই কি বলতে চাও? কিন্তু সাধারণ মানুষ নিজের প্রতি ভালবাসায় অন্ধ হয়ে চৈতন্যের সেই বাণীকে অস্বীকার করে। ফলে, অনেক জটিল প্রশ্নের উদ্ভব। বেশ, তাহলে কার কাছে সমাধান খুঁজবো তবে? তুমি দার্শনিক, প্রশ্ন তুলতে বাধা নেই তোমার কাছে। বেশ, তবে বলো কার কাছে সমাধান পাবো?"

"বিজ্ঞান যতটা বলতে পেরেছে ততটুকু তুলে নাও। সাক্ষ্য প্রমাণে যা পাও তাতেই বিশ্বাস করো। ঘটনার যুক্তিতে প্রত্যয় রাখো। সত্যি কথা; খুব সত্যি কথা, বিজ্ঞানের সে সঞ্চয় খুবই সামান্য, খুবই কিঞ্চিৎ। কিন্তু তা সত্বেও সে সঞ্চয় বিশ্বাসের চেয়েও কম তরল, ও চঞ্চল। ধরো, নীতিবোধ বলেছে,— প্রতিবেশীকেও ভালবাসো। তাই না? আজ বা আগামী কালের মানুষের পক্ষে যা ক্ষতিকর তার উচ্ছেদ করা ত ভালবাসার দাবী। সেই উচ্ছেদ করতে পারাই ভালবাসার প্রমাণ। আমরা জ্ঞান দিয়ে, সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে বুঝেছি যে নীতিগত ভাবে বা দেহগত ভাবে যা অস্বাভাবিক, তা মানুষ জাতির পক্ষে অকল্যাণকর। সুতরাং অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে তোমাকে লড়তে হবে। যদি তাকে স্বাভাবিক সুস্থ করে গড়ে তুলতে না পারো, তবে তোমার এমন ক্ষমতা থাকা দরকার যাতে তাকে অন্তত নিষ্ক্রিয় করে তুলতে পারো; মানে তাকে 'নষ্ট' করে দিতে পারো।"

"সবল দুর্বলকে ভালবাসা দিয়েই জয় করে।"

"নিশ্চয়ই।"

অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলো পাদ্রী, "জানো, সেই সবলেরাই প্রভু যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল।"

"যারা ক্রুশবিদ্ধ করেছিল আসলে তারাই দুর্বল, সবল নয়। মানুষের সভ্যতা যতই দুর্বল হয়ে পড়ে, ততই বাঁচার জন্যে লড়াই তীব্র হয়। ততই মানুষ স্বাভাবিক নির্বাচনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে অস্বীকার করতে চায়। তাই দুর্বলরা তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। সবলদের ওপর তাদের তাই এত দাপট। ধরো, মৌমাছিরা মানুষের গুণ যদি পায়। তাহলে ফল কি হবে? পুরুষ মৌমাছিদের মেরে ফেলা উচিত। ওরা অকর্মণ্য। ওরা বসে বসে খালি মধু খাবে আর মেয়ে মৌমাছিদের নষ্ট করবে। যদি ওদের মেরে ফেলা না যায়, তবে ওরাই প্রভুত্ব করবে; সবলরা নষ্ট হয়ে যাবে। যে সব আদিম অধিবাসী এখনো আছে, সভ্যতার ছোঁয়াচ এখনো যাদের গায়ে লাগে নি, তাদের ভেতর যার গায়ে সব চেয়ে বেশী জোর, বুদ্ধি সব চেয়ে বেশী, নৈতিক জ্ঞান সব চেয়ে প্রখর,—সেই সর্দার হয়। সেই হয় প্রভু। কিন্তু আমরা সভ্য মানুষ; যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছি। তাঁর প্রত্যেকটি শিক্ষাকে পদদলিত করছি। তাই মনে হয়, আমাদের চরিত্রে কিসের অভাব আছে যেন।·· সেই কিছুর 'অভাব' ছাড়িয়ে যদি উঁচু হয়ে না দাঁড়ায়, তবে ভুলের আর সীমা থাকবে না।"

"কিন্তু কেই বা দুর্বল আর কেই বা সবল ? কোন নিরিখে বিচার করছ তুমি ?"

"জ্ঞান দিয়ে আর বাস্তব প্রমাণ দিয়ে। লক্ষণ দেখে যক্ষ্মা রোগ বোঝা যায়। কাজ দেখে বোঝা যায় কোন মানুষটা পাগল আর কোন মানুষ অসুস্থ।"

"কিন্তু বিচার করতে ভুলও ত হতে পারে।"

"যখন বন্যায় ভেসে যাবার আশঙ্কা পুরোপুরি, তখন পা ভিজে যাবার ভয় করলে কি চলে !"

হেসে উঠে বল্লে পাদ্রী, "ওর-ই নাম কি দর্শন !"

"মোটেই না। সেমিনারিতে পড়া দর্শনে তোমার মগজ ভর্তি। যা পড়েছ তা আসলে তা রহস্যবাদ, ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু দেখতে পাওনা। নৈবর্তিক ভাবাবেগে তোমার মাথা-ঠাসা। সেই ভাবাবেগ তোমাকে বাস্তব থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। সেইজন্যই তাকে বলি নৈবর্তিক, বলি অবাস্তব। ভূতকে ভূত বলেই দেখো। সোজাসুজি তার দিকে তাকিয়ে বলো, 'ভূত'। তা বলে কান্ট কিম্বা হেগেলের কাছে দৌড়িয়ো না !"

একটু থামলো প্রাণীতত্ত্ববিদ। তারপর আবার বল্লে, "দুয়ে দুয়ে হয় চার। তাকে চারই বলো। পাথরকে বলো পাথর। আসছে কাল ডুয়েল হবে। তুমি আমি বলবো, ডুয়েল লড়ার কোন সার্থকতা নেই, নেহাৎ বোকামি। বড় সাবেকী। এরিষ্ট্রকেটদের ডুয়েল আর শুঁড়ীর দোকানে মাতালদের লড়াই—এ দুটো একই জিনিষ। কোন হেরফের নেই। তা সত্ত্বেও আমরা

থামবো না। কাল যাবো, লড়াই করবো। তা হলে বোঝ, এমন তেজ আছে কোথাও যা আমাদের বিবেক বুদ্ধির চেয়েও শক্তিশালী। আমরা জোর গলায় প্রচার করে বেড়াই,—যুদ্ধ হল লুণ্ঠন, ডাকাতি, নরহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা। রক্ত দেখলে ভিরমি লাগে। কিন্তু ফরাসীরা অথবা জার্মানরা আমাদের একবার অপমান করলেই, ভেতরের সেই তেজ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগেই বলে উঠি, "চলো।" শত্রুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ি। ভগবানের কাছে আশীর্বাদ চাই, প্রার্থনা করি আমাদের জয় হোক। আমাদের শৌর্যে বীর্যে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন দেখা দিক। তা হলে দেখো, আমাদের নীতিবোধ আর দর্শনের চেয়ে আরো একটা শক্তি আছে, যা মহত্তর না হলেও আরো বেশী শক্তিশালী। ওই সাগরের ওপর দিয়ে মেঘ আরো ওপরে উঠে যাচ্ছে। ওকে কি রোধ করতে পারি? তেমনি সে শক্তিরও গতিরোধ আমরা করতে পারি না। ভণ্ড হয়ো না। ধূর্তের দিকে শুধু নাক সিঁটকালেই চলবে না। তখন বলো না,—সবই বোকামি। বাইবেলের সংগে মিল নেই এর। ঘটনার দিকে সোজাসুজি তাকাও। তার বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নাও। সেই পচা গলা ভ্রষ্ট জীবগুলোকে ধ্বংস করার সময় এলে, বাইবেলের ভুল-বোঝা উদ্ধৃতি আর মন্ত্র বলে পথ আটকে দাঁড়িয়ো না। ল্যস্‌কভের 'ডানিলা'র গল্প জানো তো? ডানিলা শহরের বাইরে এক কুষ্ঠ রোগীর সন্ধান পেল। তাকে খাওয়াল, আদর যত্ন করলো। কারণ এ সব যীশুর শিক্ষা। কিন্তু ডানিলা যদি সত্যি সত্যি মানুষ জাতকে

ভালবাসতো, তাহলে সেই কুষ্ঠরোগীকে টেনে শহরের বাইরে, বহু দূরে নিয়ে গিয়ে গর্তের ভেতর ফেলে দিতো। তা হলেই সে নীরোগ ও সুস্থদের বাঁচাতে পারতো। যীশু নিশ্চয়ই আমাদের যুক্তিবুদ্ধি সম্মত বিচক্ষণ ও প্রকৃত ভালবাসার কথা বলেছেন। তাই না।"

হেসে উঠলো পাদ্রী। বল্লে, "আচ্ছা মজার লোক ত তুমি। যীশুখৃষ্টে তোমার বিশ্বাস নেই। তাহলে কেন বারবার তাঁর নাম করছো।"

"নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাস তোমাদের মত নয়। নিজস্ব বুদ্ধিসম্মত পথেই আমার বিশ্বাস। বুঝলে পাদ্রী," খুব জোরে হেসে উঠলো প্রাণীতত্ত্ববিদ। পাদ্রীর কোমর জড়িয়ে বল্লে, "কাল আমাদের ডুয়েল দেখতে আসছো তো?"

"গীর্জার রীতি-নীতির বিরোধী যে। তা ভিন্ন যেতাম।"

"মানে?"

"আমি দেবতার কাছে উৎসর্গীকৃত। ভগবানের আশীর্বাদ আমার ওপর।"

আবার হেসে উঠলো ভন কোরেন, "তোমার সংগে কথা বলেও সুখ আছে হে। বেশ মজা লাগে, পাদ্রী।"

পাদ্রী বল্লে, "তোমার বিশ্বাসের কথা বলছিলে, না? কিসের বিশ্বাস? আমার কাকা আছেন। তিনিও যাজক। তাঁর এত গভীর বিশ্বাস যে অনাবৃষ্টির সময় যখন মাঠে বৃষ্টির প্রার্থনার জন্য যেতেন তখন ছাতা বর্ষাতি সব সংগে করে নিয়ে যেতেন। পাছে ফেরবার

সময় বৃষ্টিতে ভিজে যান। এই হল বিশ্বাস! যখন তিনি যীশুর নাম উচ্চারণ করেন, সমস্ত মুখে জ্যোতি ফুটে ওঠে যেন। যত কিষাণ, মেয়ে পুরুষ, হাপুস নয়নে কাঁদে। আকাশের উড়ন্ত সব মেঘ আটকে রাখবেন যেন। বুঝলে···বিশ্বাসে পাহাড়ও চলে।"

হেসে উঠে পাদ্রী প্রাণীতত্ত্ববিদের কাঁধে চাপড় মারলো। বল্লে, "বুঝলে, তুমি ত চব্বিশ ঘণ্টা শিক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছ, সাগরের গভীরতা মাপছো, দুর্বল সবলের শ্রেণী বিভাগ করছো, বই লিখছো আবার ডুয়েল লড়তে যাচ্ছো,—সবই তো করছো। কিন্তু কোন এক ক্ষীণ প্রাণ বৃদ্ধ যদি ধর্মাদিষ্ট হয়ে একটা মাত্র কথা বলে, অথবা তলোয়ার হাতে নিয়ে আরব থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসে নোতুন মোহম্মদ—তখন সব উলটে পালটে যাবে। ইউরোপের একটা জিনিষও থাকবে না। এমন পালটে যাবে, যে চিনতেও পারবে না।"

"ও সব ত ভগবানের লীলা!"

"কর্মহীন বিশ্বাস খারাপ। কিন্তু বিশ্বাসহীন কর্ম, আরো খারাপ। শুধু্ সময়ের অপব্যবহার। তা ছাড়া আর কিছু নয়।"

সমুদ্রের ধারে ডাক্তার। ডাক্তারও দেখলে ওরা দুজন বসে আছে। ওদের কাছে এল। বল্লে, "সব ঠিক্ ঠাক্ হয়ে গেছে বোধ হয়, না?" নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল যেন। "গারোভস্কি আর বায়কো সহযোগী হবে। ভোর পাঁচটার সময় বেরিয়ে পড়বে।"

আকাশের দিকে তাকিয়ে বল্লে, "কী ভীষণ মেঘ করেছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এখুনি বিষ্টি নামবে বোধ হয়।"

প্রাণীতত্ত্ববিদ বল্লে, "আপনিও আসছেন তো?"

"না, আমি যাবো না। এমনিতেই যথেষ্ট বিব্রত। আর না। উসটিমভিচ যাবে আমার বদলে। ওর সংগে সব কথা বার্তা বলা হয়ে গেছে আমার।"

সাগরের অনেক দূরে বিদ্যুৎ চমকালো, সংগে সংঙ্গে বজ্রের গর্জন।

ভন কোরেন বল্লে, "ঝড়ের আগে গুমোট কি বিশ্রী। নিশ্বেস বন্ধ হয়ে আসে যেন। আমি বাজি রাখতে পারি, আপনি ইতি-মধ্যেই ল্যাভস্কির ওখানে গিয়ে তার বুকে মাথা রেখে এক চোট কেঁদে এসেছেন।"

বিব্রত বোধ করলো ডাক্তার। বল্লো, "কেন যাবো? এর পরেও?"

সন্ধ্যের সময় রাস্তায় অনেকবার চক্কর দিয়েছিলো ডাক্তার। ভেবেছিলো হয়ত ল্যাভস্কির দেখা পাবে। অকস্মাৎ রাগ আর ঠিক তারপরেই সহৃদয়তার আতিশয্য দেখিয়েছিল সে। বড় লজ্জা লাগছিল তাই। ভেবেছিল যদি ল্যাভস্কির দেখা পায়, তবে ঠাট্টার সুরেই তার কাছে ক্ষমা চাইবে। দুচারটে হিত কথা বলে সান্ত্বনা দেবে—বলবে মধ্যযুগের বর্বরতাকে চাঙ্গা করার নামই ডুয়েল। তবু এই লড়াই ভাগ্যের নির্দেশ। দুজনেই বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ মানুষ। কাল সকালে গুলি ছোঁড়া ছুঁড়ির পর দুজনেই

হাত মেলাবে। পরস্পরের গুণ আদর করতে শিখবে। বন্ধুত্ব হবে। কিন্তু ল্যাভস্কির দেখা পাওয়া গেল না।

কথাটা আবার বল্লে সেমোলেনকো, "কেন, কিসের জন্য দেখা করতে যাবো? আমি তাকে অপমান করিনি, সেই-ই আমাকে করেছে। বল, কেন সে আক্রমণ করলে? কি ক্ষতি করেছি তার? বসবার ঘরে আসতেই বলে উঠলো 'গোয়েন্দা।' আমি ত তাকে কোন রকমে উত্তেজিত করিনি। এ কি ভাল কথা? বলতে পার, কি করে সূত্রপাত হল। কি বলেছিলে?"

"বলেছিলাম, তার আর কোন আশা নেই। কথাটা ঠিকই। সংকট থেকে মুক্তির পথ পায় দুরকমের মানুষ,—সাচ্চা আর বদমায়েস। কিন্তু যে একই সময়, একই অবস্থায় সাচ্চা আর বদমায়েস হতে চায়, তার মুক্তি হবে কি করে! কিন্তু রাত এগারোটা এখন। কাল খুব ভোরে উঠতে হবে।"

হঠাৎ বাতাসের ঝাপটা বেলাভূমির ধুলো উড়িয়ে ঘূর্ণি হয়ে পাক দিলো ঢেউগুলোর ওপরে। তার শব্দে সমুদ্রের গর্জন ডুবে গেল।

পাদ্রী বল্লে, "ঝড় এলো। উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। ধুলোয় চোখ ভর্তি হয়ে গেল।"

চলতে চলতে দীর্ঘশ্বাস ফেল্লো পাদ্রী।

টুপিটা তুলে ধরে বল্লে সেমোলেনকো, "আজ রাতে ঘুম হবে না।"

হেসে উত্তর দিল প্রাণীতত্ত্ববিদ, "উত্তেজিত হবেন না। নিশ্চিন্ত

থাকুন, এ লড়াইতে কোন কিছু হবে না। ল্যাভস্কি মহানুভতায় ফাঁকা আওয়াজ করবে। অবশ্য এ ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা নেই তার। আর আমি গুলিই ছুঁড়বো না। ল্যাভস্কির জন্যে বন্দী হয়ে সময় নষ্ট করা, একেবারে অর্থহীন।"

"আচ্ছা, ডুয়েল লড়ার শাস্তি কি?"

"কয়েদ বাস।"

"আর যদি ডুয়েল লড়তে গিয়ে প্রতিপক্ষের মৃত্যু হয়?"

"তবে দুর্গে তিন বছরের জেল।"

"কোন দুর্গে? সেণ্ট পিটার না সেণ্ট পল?"

"না। মনে হয় সেনা বাহিনীর দুর্গে।"

"তবু ওর শিক্ষা হওয়া দরকার।"

পিছনে সমুদ্র। আবার বিদ্যুৎ চমকালো। চকিতে উদ্ভাসিত হল পাহাড় আর বাড়ীর ছাদ। যে যার পথে চলে গেল। অন্ধকারে ডাক্তারকে যখন আর দেখা গেল না, পায়ের শব্দও আর কানে এলো না, ভন কোরেন চিৎকার করে বলে উঠলো, "আকাশ যদি না গোলমাল বাধায় কাল!"

"বাধাতে পারে। ভগবান করুন তাই যেন হয়।"

"চল্লাম।"

"কিন্তু এ রাতের পর কি? কি বল?"

সমুদ্রের গর্জন আর বাতাসের হুংকার আর বজ্রের আওয়াজ। কোন কথা ভাল বোঝা যায় না।

"না, কিছু না।" উত্তর দিলে প্রাণীতত্ত্ববিদ। তারপর বাড়ীর দিকে চলে গেল।

দুঃখের দুঃসহ ভারে রাশি রাশি আহত ভাবনা
আমার মনের তীরে।
গভীর নৈঃশব্দে স্মৃতি আপনার লিপিখানি করে উন্মোচন
আমার সামনে।
কেঁপে উঠি, ঘৃণা করি, অভিশাপ দেই বারে বারে
বুকভাঙ্গা বিফল কান্নায়।
যতই নির্মম হোক যন্ত্রণা আমার
তবুও অম্লান থাক স্মৃতির অক্ষর।

—পুশকিন

ওকে কাল গুলি করে মারুক, বিদ্রূপ করে ছেড়ে দিক, বা প্রাণে বাঁচিয়ে রাখুক ;—ওর শেষ হয়ে গেছে। এই কলঙ্কিত নারী লজ্জায় হতাশায় আত্মহত্যা করুক অথবা তার অসহায় অস্তিত্ব বজায় রাখুক ;—ধ্বংস হয়ে গেছে সেও।

হাত কচলাতে কচলাতে ল্যাভস্কি এই কথাই ভাবলো। সে তখনো টেবিলের ধারে বসে। সহসা ধড়াস করে জানলা খুলে গেল। এক ঝলক দমকা বাতাস ঘরের ভেতর ঢুকে টেবিলের কাগজ পত্তর উড়িয়ে দিয়ে গেল।

আবার জানালা বন্ধ করলে ল্যাভস্কি, কুড়িয়ে নিলে ঝড়ে উড়িয়ে দেওয়া কাগজ। সে বেশ বুঝছিল যে তার শরীরে কিছু

একটা হয়েছে। অস্বস্তি হচ্ছিল বড্ড। নিজের চলাফেরা নিজের কাছেই অদ্ভুত ঠেকলো। খুব আস্তে আস্তে উঠলো, কাঁধ ঝেড়ে নিলো কয়েকবার। তারপর টেবিলে গিয়ে বসলো। হাত কচলালো। ওর শরীর থেকে নমনীয়তা ঘুচে গেছে।

আবার ভাবলো মৃত্যুর ঠিক আগে আপনারজনকে কয়েক লাইন লেখা দরকার। কলম হাতে নিয়ে লিখলো "মা।" হাত কাঁপছে।

ভেবেছিলো মাকে লিখবে ভগবানের দোহাই দিয়ে। মা তো ভগবানে বিশ্বাসী। হয়ত আশ্রয় মিলবে। মমতা আর সান্ত্বনার উত্তাপ পাবে। সে ত মাকে শুধু আঘাত দিয়ে এসেছে। সুখশান্তি কেড়ে নিয়েছে। তারই জন্যে মা হয়ত দারিদ্রে আর একাকীত্বে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু মা হয়ত ভুলে যাবে সব। হয়ত তাঁর ত্যাগের মহিমায় সন্তানের পাপ মোচন হবে অনেকখানি। কিন্তু তার পরেই মায়ের ছবি মনে এল। শক্ত সমর্থ, আঁট সাঁট গড়ন, মাথায় ফিতে বাঁধা টুপি। মনে পড়লো সকালে বাগান বেড়ানোর দৃশ্য। আগে আগে তিনি, পিছনে কুকুর হাতে সঙ্গিনী। মালি আর চাকরের সংগে রাসভারী চালে কথা! যখনই মায়ের সেই গর্বিত উদ্ধত মুখ মনে পড়লো ল্যাভস্কি লেখা চিঠি কেটে দিলো।

সহসা ঝলকালো বিদ্যুৎ। তিনটে জানলা দিয়েই এলো তার আলো। তারপর দীর্ঘস্বর বজ্র গুরু গুরু আওয়াজ সুরু করে ভয়বাহ পতনের শব্দে শেষ হলো। তার জোর শব্দে

কেঁপে উঠলো জানালা। বাইরে হিংস্র সুন্দর ঝড়। ল্যাভস্কি জানালার কাঁচে কপাল চেপে ধরলো। দিগন্তের মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ আভায় ঝড়ের মেঘ থেকে সমুদ্রের ঢেউ উদ্ভাসিত। সাদা নদীর কালো কালো ঢেউ-এর ওপর আমূল বিদ্ধ আলো। চতুর্দিকে সেই বিদ্যুতের আলো, বিদ্যুতের আলো ঘরের ওপরে।

"ঝড়", ফিস্ ফিস্ করে বল্লে ল্যাভস্কি। প্রার্থনা করতে বড় ইচ্ছে হচ্ছিল। কাউকে ডেকে কথা বলতে ইচ্ছে করছিলো ;— তা সে বজ্র, বিদ্যুৎ বা ঝড়ই হোক না কেন। 'ঝড়, ঝড় আমার', ফিস ফিস করে বল্লে ল্যাভস্কি।

খুব ছোট বেলার কথা মনে আসে। তখন সে কতটুকু বা। ঝড় এলে খালি মাথায় বাগানে দৌড়ে বেড়াত। আর দুটো মেয়ে দৌড়াত তার পিছু পিছু। কি সুন্দর চুল ছিল তাদের আর কি নীল চোখ। বৃষ্টিতে ভিজতে খুব আমোদ লাগত। হেসে উঠত তখন। বাজ পড়ত। আওয়াজে ভীত মেয়ে দুটো আঁকড়ে ধরতো ওকে। আর সে তখন খুব সাহসী। ওদের মাথার ওপর ক্রশ চিহ্ন এঁকে প্রার্থনা করতো, "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ··· ।"

সেদিন কোথায় পালালো আজ! কোন সমুদ্রের তলায় ডুবে গেল সেই ফোটো-ফোটো জীবনের নিষ্পাপ দিন? এখন ত তার আর ঝড়ের ভয় নেই, প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা নেই, ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই আর। যে মেয়েরা তাকে একদিন বিশ্বাস করেছিল, তাদেরই সর্বনাশ করেছে। আজ তারা ওরই মতন। সমস্ত

জীবন ধরে সে একটা গাছতো পোতেনি বাগানে, তার আদরে জাগেনি একটা ঘাসেরও শিষ। মানুষের দুনিয়ায় সে বাঁচায়নি একটা মাছিও। সে শুধু ধ্বংস করেছে, শুধু নষ্ট করেছে। তার জমায় শুধু মিথ্যা, শুধু মিথ্যা।

নিজেকেই জিজ্ঞেস করলে,—'আমার জীবনে কি কোন সঞ্চয় নেই?' ল্যাভস্কি প্রাণপণে আঁকড়াতে চাইছে জীবনের কোন উজ্জ্বল স্মৃতিকে একান্ত অসহায়ের মত। উঁচু চূড়া থেকে খাদের গভীরে পড়তে পড়তে কাঁটা ঝোপ আঁকড়ে বাঁচার চেষ্টা যেন তার।

স্কুলে কলেজে? কিন্তু সেখানেও কলঙ্ক। লেখাপড়া কোনদিন করেনি, যা পড়েছিল তাও ভুলে গেছে। দেশসেবায়? সেখানেও এক অবস্থা। চাকরী করতে ঢুকে মাইনে নিয়েছে শুধু। কাজ ত করেনি কিছু। সরকারী ব্যবস্থায় চুরি জোচ্চুরি আছে বলেই শাস্তি পেতে হয়নি এখনো।

সত্যের জন্য হৃদয়-ভাঙা আকাঙ্ক্ষা ছিল না। সত্যের অন্বেষণ ও করেনি। পাপ আর মিথ্যায় মন্ত্রমুগ্ধ চেতনা চুপ করে ঘুমিয়ে ছিলো। স্বদেশে বেঁচেছে পরদেশী মানুষের মত। মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষায়, কর্মে ও যন্ত্রণায়, ধর্মে ও বিজ্ঞানে, চেষ্টা ও সংগ্রামে কোন অংশ নেয়নি। তারকার জগত থেকে আসা কোন পরদেশী যেন। সৎ কথা বলেনি কাউকে।

যে কটা কথা জীবনে লিখেছে, তা সবই কুশ্রী, অর্থহীন। সামান্য সাহায্য দিয়ে প্রতিবেশীকে উপকৃত করেনি। কিন্তু তাদেরই অন্নে আর পানীয়ে সে বেঁচেছে, তাদেরই স্ত্রীকে কলুষিত

করেছে। অপরের চিন্তাকে আঁকড়ে ধরেছে। আর এই ঘৃণ্য পরগাছা অস্তিত্বকে যুক্তি সম্মত প্রতিপন্ন করতে গিয়ে সে ভেক ধরেছে ঃ—যেন সে ওদের চেয়ে অনেক বড়, যেন সে ওদের চেয়ে অনেক উঁচু জগতের মানুষ। কি মিথ্যা, মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা।

মুরিডভের ঘরে সন্ধ্যার ছবি মনে এল। অসহ্য গ্লানি আর যন্ত্রণায় মুসড়ে পড়ল সে। কিরিলিন আর একমিনভ জঘন্য; ঠিকই। কিন্তু ওরা ত তারই কৃতকর্মের ধারাবাহিকতা। ওরা ত তারই ফলশ্রুতি। ওরা ত তারই সহকর্মী, তারই শিষ্য। এই তরুণী তার ওপর অখণ্ড বিশ্বাস রেখেছিল। সে চঞ্চল তবু তারই ওপর ছিল ভাই-এর চেয়েও গভীর বিশ্বাস। তাই স্বামীকে বঞ্চিত করে দেশ ঘর আত্মীয় বন্ধু বিসর্জন দিয়ে তার সংগেই পাড়ি দিল এখানে ;—এই গরমে, জ্বরে, বিবমিষায়। তারপর প্রতিদিন সে রমণী নিশ্চয়ই ভেবেছে, চিত্তের দর্পণে নিশ্চয়ই প্রতিবিম্বিত হয়েছে তার আলস্য, ঘৃণ্যতা ও মিথ্যা। সে শুধু এই দিয়েই পূর্ণ করেছে চপলার কর্মহীন করুণ জীবন। তারপর ক্লান্তি এসেছে তার, ঘৃণা করেছে সে নারীকে। তবু তাকে ত্যাগ করতে সাহসে কুলোয় নি। তাই নাদাজাকে তার মিথ্যার জালে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে বেঁধেছে···। কিরিলিন আর একমিনভ তার অসমাপ্ত কাজ সমাধা করেছে মাত্র।

টেবিল থেকে উঠে জানালার কাছে গেল ল্যাভস্কি, বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলো। আবার জ্বাললো। নিজেকে অভিশাপ

দিলে। ডুকরে ডুকরে কাঁদলো, ক্ষমা চাইলো। তীব্র হতাশায় টেবিলের কাছে গিয়ে আবার লিখলো :

"মা!"

মা ছাড়া আর ত কেউ নেই তার। কিন্তু মা-ই বা কি করবে? মা কোথায় এখন? একবার মনে হ'ল নাদাজার পায় পড়বে, তার হাতে পায়ে চুমু খেয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবে। কিন্তু সে নাদাজাও যে তারই শিকার। তার কাছে যেতে ভয় হল, সে যেন মারা গেছে।

হাত কচলাতে কচলাতে আবার বল্লে, 'আমার জীবন ত শেষ হয়ে গেছে। এখনো বেঁচে আছি কেন, ভগবান?'

প্রাণের আকাশ থেকে তারা খসে গেছে। রাত্রির অন্ধকারে লক্ষ্যহীন তারা কোথায় গিয়েছে মিলিয়ে। সে তারা ত আর আকাশে ফিরে যাবে না, আর ত জ্বলবে না। একবারই সে জীবন পেয়েছে, দ্বিতীয়বার জীবন ত পাবে না।

যদি একবার সেই অতীতকে ফিরে পেত, তার দিন রাত্রির প্রহরগুলি শুধু একবারের মত ফিরে পেত,—তবে মিথ্যা সরিয়ে সত্যে, আলস্যের বদলে কর্মে, বিরক্তির বদলে সুখ দিয়ে ভরিয়ে তুলতে পারতো। যাদের পবিত্রতা নষ্ট করেছে, তাদের ফিরিয়ে দিত সেই পবিত্রতা। সৎ ও ঈশ্বর দুইই খুঁজে পেত। কিন্তু তা আর হবার নয়। কক্ষচ্যুত তারকা ত আকাশে জ্বলবে না। আবার নোতুন আরম্ভ অসম্ভব বলেই তার হতাশা এত গভীর।

ঝড় থেমে গেল। খোলা জানালার কাছে বসে ল্যাভস্কি আগামী দিনের কথা ভাবছে। খুব সম্ভব ভন কোরেন তাকে মেরে ফেলবে। জীবন সম্পর্কে তার স্পষ্ট নিরুত্তাপ মতাদর্শ গলিত আর অপ্রয়োজনীয়কে ধ্বংস করতে অনুমতি দেবে। তবুও যদি সংকটকালে সে মত পরিবর্তন করে, তাহলে বুঝতে হবে ল্যাভস্কির প্রতি ঘৃণা আর বিরূপতাই তার কারণ। তাই সে খুন না করে বাঁচিয়ে রাখল। যদি সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় অথবা ঘৃণিত শত্রুকে ঠাট্টা করে, শুধু আহত করে অথবা ফাঁকা আওয়াজ করে—তবে সে কি করবে তখন? কোথায় যাবে?

নিজেকে জিজ্ঞেস করলো ল্যাভস্কি, 'পিটসবুর্গে?' কিন্তু তাহলে আবার সেই অভিশপ্ত জীবনের পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হবে। স্থান পরিবর্তন করে মুক্তির অন্বেষণে কোন লাভ নেই কোনদিন। যেখানেই যাবে সে সেখানেই জীবন ও পৃথিবীকে নিজের প্রবৃত্তির রঙে সাজিয়ে নেবে।

মানুষের মাঝখানে তবে মুক্তি? কোন মানুষের মাঝখানে? কি করে পাবে সে পথ? সেমোলেনকোর দাক্ষিণ্য ও মমতা তাকে আর বাঁচাতে পারবে না,—যেমন পারেনি ভন কোরেনের ঘৃণা আর পাদ্রীর ঠাট্টা। নিজের মুক্তির পথ নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। যদি না পারে; তবে সময় নষ্ট করে কি লাভ? শেষ করে দেবে নিজেকে; আর সেই হোক যবনিকা।

ঘোড়ার গাড়ীর আওয়াজ কানে এল। ফর্সা হয়-হয়। গাড়ীটা এগিয়ে আসছে, বাঁক নিলো; ভেজা বালির ওপর

দিয়ে থমকে দাঁড়াল। গাড়ী দরজার গোড়ায়। গাড়ীতে দুজন লোক।

জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে ল্যাভস্কি বল্লে, "একটু দাঁড়ান। এলাম বলে। ঘুমিয়ে পড়িনি। সময় হল নাকি?"

"প্রায় হলো। চারটে বাজে। যেতে যেতে..."

ওভার কোট গায়ে চাপিয়ে পকেটে সিগারেট ভরে নিলো ল্যাভস্কি। কিন্তু তবুও দ্বিধান্বিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। যেন আরো কিছু করতে বাকি আছে তার। রাস্তায় সহযোগিদের গলার আওয়াজ, ঘোড়ার ফোঁস ফোসানি। আর কোথাও কেউ জেগে নেই। আকাশে আলো ফোটো-ফোটো। শুধু ওই শব্দে ল্যাভস্কির মনে হল সেই-ই পাপের প্রতিমূর্তি। দ্বিধান্বিত ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো; তারপর শোবার ঘরে ঢুকে পড়লো।

আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে নাদাজা শুয়ে ছিল। কোন নড়াচড়া নেই। তাকে অনেকটা মিশরের মমির মত দেখাচ্ছে এখন; বিশেষ করে মাথাটা। সেদিকে তাকিয়ে থাকলো ল্যাভস্কি। মনে মনে ক্ষমা চেয়ে নিলে। ভাবলে, স্বর্গ যদি মিথ্যা না হয়, যদি সত্যিই ভগবান থাকেন তবে তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন নাদাজাকে। যদি ভগবান না থাকে, তবে সেও ধ্বংস হয়ে যাক। আর কিসের জন্য বাঁচবে সে!

হঠাৎ বিছানার ওপর ধড় মড় করে উঠে বসলো নাদাজা। পাণ্ডুর মুখ। দুটি চোখে ভয়। ল্যাভস্কির দিকে তাকিয়ে বল্লে "কে? তুমি? ঝড় থেমে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

সব কথা মনে এলো তার। দুহাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে শিউরে উঠলো সে। বল্লে, "আমি কি দুঃখী। যদি তুমি যদি শুধু জানতে আমি কি ভীষণ দুঃখী!" আধ বোজা দুটি চোখ। বলে গেল, "আমি আশা করেছিলাম তুমি মেরে ফেলবে, না হয় ঝড় বৃষ্টির ভেতর দূর করে দেবে আমাকে। তুমি এলে না; দেরী করলে…"

গভীর উত্তাপে ওকে জড়িয়ে ধরলো ল্যাভস্কি, হাঁটুতে হাতে চুমু দিলে। নাদাজা ফিস্ ফিস্ করে নিজেকে কি কথা বল্লে, আর গত রাতের কথা মনে করে কেঁপে উঠলো। ল্যাভস্কি তার চুলে হাত বুলিয়ে দিল। চোখের ওপর চোখ রেখে অনুভব করলো একমাত্র এই দুঃখী পাপীয়সী তার খুব নিকটের; খুব আপনার।

তারপর গাড়ীতে উঠে বসলো। তাকে বাঁচাতে হবে; সেই বাঁচার আশায় মন কানায় কানায় ভরে উঠলো।

আঠার

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল পাদ্রী। সাজগোজ করে ছড়ি হাতে বেরিয়ে পড়লো নিঃশব্দে। বাইরে অন্ধকার। এত অন্ধকার যে প্রথমে তার ছড়িটাকেই দেখতেই পাচ্ছিল না, রাস্তা ত দূরের কথা। আকাশে একটাও তারা নেই। আকাশ ভারী ; বিষ্টি হবে যেন। ভিজে বালি আর সমুদ্রের গন্ধ বাতাসে।

রাস্তায় কেবল তার ছড়ির ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ, আর কোন শব্দ নেই। রাত্রির স্তব্ধতায় ছড়ির নিঃসঙ্গ আওয়াজ গম্ভীর লাগে। পাদ্রী ভাবলে, এই রাত্রে যদি আদিবাসীরা আক্রমণ করে ; বোধ হয় করবে না।

পাদ্রী যখন শহর পার হল, তখন অনেকখানি ফর্সা হয়ে গেছে। রাস্তা দেখা যাচ্ছে। আকাশ তখন ভারী, এখানে ওখানে মেঘ দল বেঁধে। মাঝে মাঝে একটা দুটো তারা দেখা যায় ; তারপরই মিলিয়ে যায়। পাথুরে সৈকত ধরে শুধু অদৃশ্য ঢেউ অলস মন্থর গতিতে বেলাভূমিতে ভাঙছে। একটা ঢেউ ভাঙলো। সেই ভাঙার শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতে আট পা এগিয়ে যায় পাদ্রী। আবার দ্বিতীয় ঢেউ—এবার ছ পা। তৃতীয় ঢেউ এল আবার—। পাদ্রী গুনছিল। অন্ধকারে সব অস্পষ্ট। শুধু মাত্র সুপ্ত সমুদ্রের স্বপ্ন-স্বর কানে লাগে। এ সময়ই হয়ত দেখা যায়,

লক্ষ যোজন দূরে কল্পনাতীত কালের প্রান্তে প্রলয় পয়োধি জলে ঈশ্বরের অভ্যুদয়।

কিন্তু খুব অস্বস্তি লাগছিলো পাদ্রীর। ভাবছিলো; এই অবিশ্বাসীদের সংগে বাস করে আর ডুয়েল দেখতে যাওয়ার জন্য ভগবান নিশ্চয়ই তাকে শাস্তি দেবেন না। সে জানতো এ লড়াইতে কিছু হবে না। নেহাতই বাজে। রক্তহীন লড়াই। কিন্তু দৃশ্য হিসেবে সেটা ত নারকীয় বটে। সেখানে তার মত একজন মানুষ, গীর্জার সঙ্গে সংযুক্ত যে, তার উপস্থিতি মোটেই সুখকর নয়। চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল। ভাবলে, ফিরে যাবে? কিন্তু গভীর অনুসন্ধিৎসা সংশয়কে ছিন্নভিন্ন করে দিলো। সে চলতে আরম্ভ করলো।

তারা অবিশ্বাসী হোক, কিন্তু ভাল লোক ত বটে! একদিন না একদিন তারা ত্রাণ পাবে—এই ভেবে আশ্বস্ত হল পাদ্রী। জোর গলায় একাএকা বলে উঠলো, "নিশ্চয়ই ত্রাণ পাবে।" একটা সিগেরেট ধরালো।

কোন নিরিখে মানুষের গুণের মূল্য যাচাই হবে; কি করেই বা বিচার হবে তাদের? শত্রুর কথা মনে পড়ে পাদ্রীর। গীর্জার ইস্কুলের ইন্‌সপেক্টর। সেও ত ভগবানে বিশ্বাস করতো; দান, ধ্যান, দয়া দাক্ষিণ্য সবই ছিল। এদের মত ডুয়েল লড়ত না। কিন্তু পাদ্রীকে রুটির মধ্যে বালি মিশিয়ে খেতে দিত। একদিন খেতে খেতে গলা বন্ধ হয়ে আসার যো হয়েছিল। যে ইন্‌সপেক্টর সরকারী ময়দা চুরি করতো; তারই মঙ্গলের জন্যে

অথচ প্রার্থনা করতে হতো গীর্জায়। মানুষের জীবন কি এমন তুচ্ছ উপাদনে গড়া? ল্যাভস্কি আর ভন কোরেন অবিশ্বাসী। এইজন্যেই কি তাদের ত্যাগ করতে হবে? এই প্রশ্নকে নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিচার করছিল পাদ্রী। হঠাৎ মনে পড়লো, গতকাল সেমোলেনকোকে কি বিসদৃশ দেখাচ্ছিল। চিন্তার খেই হারিয়ে গেল পাদ্রীর। কি মজাই না হবে আজ। পাদ্রী মনে মনে ঠিক করে নিলো; একটা ঝোপের আড়ালে চুপ করে বসে ডুয়েল দেখবে। তারপর খাবার টবিলে যখন ভন কোরেন লড়াই-এর বড়াই করবে, তখন একচোট হেসে নেবে। তারপর লড়াই-এর আছপান্ত বলে যাবে।

বলবে প্রাণীতত্ত্ববিদ্, "কি করে জানলে?"

"আরে মজা ত সেখানে। বাড়ীতে বসে বসে সব বলে দিচ্ছি।"

ডুয়েলকে নিয়ে কৌতুক-নাটক লিখলে মন্দ হয় না। পড়তে পড়তে হেসে গড়িয়ে পড়বে। শ্বশুরের কাছে ভাল গল্প পড়লেই হল;—খাওয়া দাওয়ার কথা মনেই থাকে না।

হলুদ নদীর উন্মোচিত বেলাভূমি। বর্ষাভোগ্যা নদী স্ফীততর, আরো হিংস্র। আগের সেই কুলুকুলু স্বর নেই এখন। এখন সে অন্ধরাগে গর্জন করছে। আলো ফুটলো। অস্পষ্ট কোলাহলে জাগল পাংশু সকাল। আকাশের মেঘ পশ্চিম মুখী; ঝড়ের হাওয়ার সংগে পাল্লা দিয়ে ছোটে। কুয়াশায় ভিজে অরণ্য, পাহাড়। সব কিছু অশুভ বলে মনে হচ্ছিল পাদ্রীর। সব কিছু খুব কুশ্রী।

নদীতে মুখ ধুয়ে সকালের প্রার্থনা সেরে নিল। তারপরই গরম চা আর মাখনের তৃষ্ণা বোধ করলো। শ্বশুর বাড়ীতে এই সময় চায়ের আসর বসে। স্ত্রীর কথা মনে পড়ে। পিয়ানোতে গান গাইতো এ সময়, "সেদিনের কথা মনে বাজে।" সত্যি সত্যি, তার স্ত্রী কেমন ? এক সপ্তাহের ভেতরই তাদের সংগে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল ; বাক্‌দান ও বিয়েও হলো সেই সপ্তাহে। এক মাস তার সংগে থাকতে না থাকতে এখানে বদলি হল সে। তাকে ভাল ভাবে বুঝবার সময়ও পাইনি। যাই হোক, তার বিরহ বড় বাজে পাদ্রীর মনে।

খুব ভালো চিঠি লিখবে তাকে,—স্থির করে ফেলে পাদ্রী।

বস্তীর বাড়ীগুলো নজরে পড়ে। ঘরের মাথায় উড়ন্ত পতাকা বিষ্টিতে ভিজে নুয়ে পড়েছে। ভিজে ছাদগুলো কালো কালো। আগের চেয়ে নিচু হয়ে এসেছে যেন। খারবলির দোর গোড়ায় দুটো গাড়ী। খারবলি আর দুজন আদিবাসী ঘর থেকে বস্তা বোঝাই কি সব বার করছিল। সংগে একজন পা-জামা পরা তুর্কী যুবতী।

খারবলির মেয়ে কিংবা বৌ হবে বোধ হয়। ভুট্টার শুকনো ডাঁটার ওপর বস্তাগুলো রাখছিল।

গাড়ীর কাছে ঘাড় নীচু করে দুটো গাধা। বস্তাগুলো গাড়ীতে সাজালো। সেই আদিবাসী দুজন আর তুর্কী মেয়েটা ভুট্টার পাতা দিয়ে বস্তা ঢাকল। আর খারবলি গাড়ীতে গাধা জুতে দিলে।

পাদ্রী ভাবলো, চোরাই মাল, চালান দিচ্ছে বোধ হয়।

ওই সেই ঝড়ে পড়া গাছ, সূঁচের মত শিকড়। পিক্‌নিকের আগুনের কালো কালো দাগ এখনো। পিক্‌নিকের কথা মনে এল। সেই আগুন, পাহাড়ীদের গান, বিশপ হবার স্বপ্ন, গীর্জার শোভাযাত্রা—সব মনে ভেসে উঠলো তার। বর্ষার জল পেয়ে কালো নদী আরো চওড়া আরো কালো এখন। সরু সাঁকোর ওপর দিয়ে সাবধানে পার হয়ে গেল পাদ্রী। সাঁকোর গা ছুঁয়ে জল, খামারের ভেতর দিয়ে স্রোত।

খড়ের ওপর শুয়ে ভন কোরেনের কথা ভাবলে পাদ্রী। খুব বুদ্ধিমান। ভগবান ওকে সুখে রাখুন। তার সবই ভাল, কেবল নির্দয়তা ছাড়া···

কেন যে সে ল্যাভস্কিকে ঘৃণা করে; আর ল্যাভস্কিই বা কেন ভন কোরেনকে ঘৃণা করে—বুঝতে পারে না পাদ্রী। কেনই বা এই ডুয়েল লড়ছে তারা? পাদ্রীর মত শৈশব নয় এদের। পাদ্রী ত বেড়ে উঠেছে অজ্ঞ, নির্দয়, স্থূল অসভ্যদের মাঝখানে। এক টুকরো রুটির জন্যে তাদের কাড়াকাড়ি। মেঝেতে থুতু ফেলা অথবা খাবার সময় কিম্বা প্রার্থনার সময় কাশ তোলা তাদের অভ্যাস। কিন্তু ওদের জীবনের সূচনা আরো সুন্দর পরিবেশে। চারপাশে রুচিবান বন্ধু। ওদের জীবনের ধারা অন্য। তবু ওরা পরস্পর পরস্পরের টুঁটি টিপে ধরতে ছুটে গেল; কেউ কাউকে ক্ষমার চোখে দেখলো না। ওরা যদি পাদ্রীর জীবনের পরিবেশ থেকে আসতো, তাহলে আজ পরস্পরের গুণগুলোকে

বড় করে দেখতো, তারিফ করতো তাদের ভালটুকুর। কজন সভ্য মানুষই বা সে পরিবেশ থেকে এসেছে? ঠিক, ল্যাভস্কি একটু আলাদা ধরণের। কিন্তু তা বলে সে চুরি করেনি কোনদিন, মেঝের ওপর গলা ঝেড়ে থুথু ফেলে নি। বউকে গালাগালি দিয়ে বলে নি, 'খেয়ে খেয়ে পেট ফাটবার যো হল, মাগী, তবু কাজ করতে মুখ গোমড়া কেন?' চাবুক মারেনি কোন ছেলেকে। পোড়া মাংস ত দেয় নি চাকরকে। পাদ্রীই বা তাদের চেয়ে কিসে কম? কিন্তু নিজের দুর্বলতার জন্য ভুগতে হয়েছে পাদ্রীকে। তাছাড়া অন্য লোকের ভেতর দোষ ত্রুটি খুঁজে মরা বা 'বংশের ধারা', 'বিরক্তি' বা ঐ জাতীয় দুর্বোধ্য জিনিসগুলো নিয়ে প্যাঁচালি করা ছেড়ে দিয়ে ওরা যদি একটু নিচে নেমে আসত ;—যেখানে রাস্তার দুপাশে ভয়াবহ অজ্ঞতা, লোভ, অপবিত্রতা, কুৎসিত গালাগালি আর শপথ আর রমণীর চিৎকার, —সেখানে যদি স্থাপন করতো ওদের ক্রোধ ওদের ঘৃণা, তাহলেই তারা ভাল কাজ করতে পারতো হয়ত।

গাড়ীর শব্দে পাদ্রীর চিন্তা হারিয়ে গেল। মুখ বাড়িয়ে দেখল গাড়ীতে ল্যাভস্কি, সেসকোভস্কি আর পোষ্ট অফিসারের বড় কর্তা।

সেসকোভস্কি চিৎকার করলো; "থামাও।"

গাড়ী থেকে তিন জন নেমে এসে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। কাদা ঝাড়তে ঝাড়তে সেসকোভস্কি বল্লে, "ওরা এখনো আসে নি তাহলে। ভাল, ওদের আসার আগে ভাল জায়গা খোঁজা দরকার। এখানে নড়বার যো নেই।"

নদীর দিকে আরো এগিয়ে গেল, আর দেখা গেল না ওদের। গাড়ীর ওপর বসে ঘাড় গুঁজে ঝিমুচ্ছে তুর্কী গাড়োয়ান। খড়ের ওপর মিনিট দশেক শুয়ে থাকলো পাদ্রী। তারপর উঠে বসলো। মাথায় তার কালো রংএর টুপি। পাছে সবার নজর পড়ে, তাই তাড়াতাড়ি টুপিটা খুলে ফেলে কাঁটা ঝোপের পাশ দিয়ে দিয়ে গুড়ি মেরে এগিয়ে গেল। ঘাস ভিজে, ভুট্টার ডালও ভিজে। নাড়া পেয়ে টপ্ টপ্ করে জল ঝরতে লাগলো গায়। কাদামাখা সার্টটাকে একটু তুলে বলে উঠলো; 'পোড়া কপাল। এ সব ঘটবে জানলে, কে আসত!'

প্রায় তখুনি কথার আওয়াজ কানে এল। ওদের দেখা যাচ্ছে। মাথা নীচু করে ঘাসের ওপর ল্যাভস্কি পায়চারি করছে। হাত ছুটো পকেটে ঢোকানো। তার সহযোগী জলের ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট পাকাচ্ছে।

ল্যাভস্কিকে প্রথমে চিনতেই পারেনি পাদ্রী। বল্লে, "অদ্ভুত! কি বুড়ো বুড়ো লাগছে।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পোষ্ট অফিসের বড় কর্তা বল্লে, "কি অসভ্য কাণ্ড। দেরী করা হয়ত বাহাতুরী হবে, কিন্তু সভ্যতা বলতে পারবো না। অসভ্যতা, অসভ্যতা!"

সেসকোভস্কি সে কথা শুনেছিল, বল্লে, "ওরা আসছে।"

উনিশ

পূব দিকে হাত বাড়িয়ে ভন কোরেন বল্লে, "জীবনে এই প্রথম বার এমন আশ্চর্য সূর্যোদয় দেখলাম। কি আশ্চর্য! দেখ, সবুজ আলোর শিখা।"

পাহাড়ের পাশ থেকে সবুজ আলোর ছুটি শিখা। সত্যি সুন্দর দেখাচ্ছে। সূর্য উঠছে।

ল্যাভস্কির সহযোগীর দিকে ঘাড় নেড়ে প্রাণীতত্ত্ববিদকে বল্লে, "নমস্কার। আমার কি দেরী হল নাকি?"

ওর পিছনে বায়কো আর গারোভস্কি;—এরা সহযোগী ভন কোরেনের, দুজনাই মাথায় প্রায় সমান সমান; দুজনেই অফিসার। গায়ে সাদা জামা। তাদের পিছনে উসটিমভিচ্। সে ডাক্তার। দেখতে রোগা। মোটেই মিশুক নয়। এক হাতে ব্যাগ, অন্য হাতে ছড়ি। ছড়িটাকে হাত ঘুরিয়ে পিছনে রেখেছে। এমনি ভাবেই সে ছড়ি ধরে। কারো সংগে কোন কথা না বলে মাটিতে ব্যাগটা নামিয়ে অন্য হাতটাকে ঘুরিয়ে পিঠের দিকে রাখলো। তারপর পায়চারি করতে আরম্ভ করলে।

বড় ক্লান্ত আর বিশ্রী দেখাচ্ছিল ল্যাভস্কিকে। সে ভাবছিলো, সে যেন এখুনি মারা যাবে। আর সে কথা অন্য সবাই জানে বলে সবারই কাছে দর্শনীয় সে। মনে হচ্ছিল হয় ওরা

তাকে এখুনি মেরে ফেলুক না হয় বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাক্। জীবনে এই প্রথম সূর্যোদয় দেখলো সে। সকালের সবুজ রৌদ্র, সোঁদা সোঁদা গন্ধ, ভিজে পায়ে মানুষগুলো তার কাছে নিতান্তই নিরর্থক। লজ্জা পাচ্ছিল সে। গত রাতের চিন্তা, ভাবনার সংগে এখনকার অনুভূতির কোন সম্পর্ক খুঁজে পেল না। ভাবলো, ডুয়েল না লড়ে, সে ত এখুনি বাড়ী ফিরে যেতে পারে।

ভন কোরেন রীতিমত উত্তেজিত। উত্তেজনা ঢাকবার জন্য চেষ্টা করছিল। লোককে দেখাচ্ছিল লড়াই-এর চেয়ে সবুজ রোদ্দুর দেখতে আরো বেশী উৎসাহী সে। সহযোগীরা বোকা হয়ে গেল। ভবছিল কেনই বা তাদের এখানে আনা হল? কি করবে এখানে তারা?

সেসকোভস্কি বল্লে, "আর যাওয়ার কি দরকার! এই ত বেশ ভাল জায়গা।"

ভন কোরেনও রাজী। বল্লে "নিশ্চয়ই।"

তারপর কারো মুখে কোন কথা নেই। কয়েক পা পায়চারি করে উসটিমভিচ্ তীব্র দৃষ্টিতে ল্যাভস্কির দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বল্লে, "আমার পাওনা নিয়ে কোন কথা হয়নি বোধ হয় ওদের সংগে। প্রত্যেকের পনেরো রুবেল করে দিতে হবে। আর যদি একজন মারা যায়; তবে যে বেঁচে থাকবে তাকে একা তিরিশ রুবল দিতে হবে।"

মুখের এত কাছে মুখ রেখে কথাগুলো বল্লে উসটিমভিচ্ যে নিশ্বাসের তপ্ত স্পর্শ লাগছিল ল্যাভস্কির মুখে।

আগেই ল্যাভস্কি এই ডাক্তারকে চিনতো। কিন্তু নিষ্প্রভ চোখ কড়া গোঁফ আর রুগ্ন ঘাড় সমেত মানুষটার দেহমনের একটা পূর্ণ ছবি পেল এই প্রথম। এ ত ডাক্তার নয়; অর্থ-পিশাচ। এর নিশ্বাসে যেন গরুর বাসি মাংসের অস্বস্তিকর গন্ধ।

ল্যাভস্কি ভাবলে, এই দুনিয়ায় কত রকমের মানুষ আছে। বল্লে, "তাই হবে।"

ঘাড় নেড়ে ডাক্তার আবার পায়চারি করতে আরম্ভ করলো। বেশ বোঝা যাচ্ছিল ডাক্তার মোটেই টাকার জন্য টাকা চায় নি, কিন্তু ঘৃণার জ্বালায় সে এই কাণ্ড করে বসেছে। সবাই বুঝল এবার সময় হলো। হয় লড়াই আরম্ভ করতে হবে; না হয় যা আরম্ভ হয়েছে তার শেষ করতে হবে। কিন্তু না হোল শেষ, না করলো আরম্ভ। যে যার খেয়াল খুসীতে এধার ওধারে বেড়াচ্ছে আর সিগারেটের পর সিগারেট টেনে যাচ্ছে। নোতুন অফিসার দুজন জীবনে এই প্রথম ডুয়েল দেখতে এসেছে। কিন্তু ডুয়েলটা যে আদৌ ঘটবে একথা এখনো অবধি যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। ভাবল, অসামরিক ভদ্রলোকদের এই লড়াই এর কি দরকার! সমালোচকদের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তারা। সেসকোভস্কি ওদের কাছে গিয়ে কোমল স্বরে বল্লে, "দেখুন মশাই, এই ডুয়েল বন্ধ করার জন্য আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করা দরকার। ওদের মিটমাট হওয়া চাই-ই।"

কথাটা বলেই হঠাৎ সেসকোভস্কি লজ্জায় লাল হয়ে গেল। কিন্তু থামলো না, বল্লে, "কাল রাতে কিরিলিন আমার বাড়ী

এসেছিল। কিরিলিন বল্লে যে ল্যাভস্কি তাকে আর নাদাজাকে একঘরে একসংগে ধরে ফেলেছে। এইসব···আরো কত কি।”

বায়কো বলে উঠলো, “আমরাও জানি”।

“ভাল। দেখো, ল্যাভস্কির হাত কাঁপছে। পিস্তল ধরতে পারবে না বোধহয়। মাতালের সংগে কিম্বা টাইফয়েড রোগীর সংগে লড়াই করা আর এখন ওর সংগে লড়াই করা এক কথা। সমস্ত ব্যাপারটাই পৈশাচিক। যদি সত্যি সত্যি কোনরকম মিটমাট্ করে ফেলা না যায়, তবে দেখুন মশাই, আজকের দিনটার জন্য অন্তত লড়াইটা বন্ধ করুন। পরে হবে আবার। যা হয় করুন। গা’-কেমন করে। অসহ্য। অসহ্য।”

“ভন কোরেন কি বলে ?”

“ডুয়েলের নিয়ম কানুন জানিনে। জানতেও চাইনে। জাহন্নামে যাক্। ও হয়ত ভাববে ল্যাভস্কি পিছিয়ে পড়েছে, তাই তাই আমাকে পাঠিয়েছে। যা ভাবে ভাবুক। আমিই ওর সংগে কথা বলবো।”

খুব সংকোচের সংগে সসকোভস্কি ভন কোরনের দিকে এগিয়ে গেল। গলা খাঁকারি দিয়ে ভন কোরেনের সামনে যেতেই রূপ বদলে গেল তার,—সে যেন আলস্যের প্রতিমূর্তি।

ভন কোরেনের জামার ওপরের ফুলের দিকে নজর রেখে সেসকোভস্কি বল্লে, “দেখুন মশাই আপনাকে কয়েকটা কথা বলবো। একটু গোপনীয়। ডুয়েলের নিয়ম কানুন আমি কিছু জানি না, জানতেও চাই না। ডুয়েলের সহযোগী হিসেবে এ

কথা বলছি নে। একজন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে যা দেখায়, তাই বলবো।"

"বলুন।"

"যখন সহযোগীরা মিটমাটের কথা বলে তখন সে কথা গ্রাহ্য করা হয় না। মিটমাটের কথা বলা ডুয়েলের ভদ্রতা। এমনি কিছু হয়ত। সে যাক্। একবার আইভানের দিকে তাকান। আজকে ও সহজ অবস্থায় নেই। ওর মানসিক অবস্থা মোটেই ভাল না। আজ সে দয়ার পাত্র। কাল এক বিপদ ঘটে গেছে। গুজব আমার সহ্য হয় না।" সেসকোভস্কি লাল হয়ে উঠলো। "আপনাদের ডুয়েল লড়াই আরম্ভ হবে। সেজন্য আগে থাকতে জানিয়ে দেওয়া উচিত বলে মনে হয়। গতরাত্রে ল্যাভস্কি তার প্রণয়িনীকে মুরিডভের ঘরে অন্যলোকের সংগে······দেখে ফেলেছে।"

এতটুকু হয়ে গেল প্রাণীতত্ত্ববিদ। ভ্রূ কোঁচকাল। বিড়বিড় করে বল্লে, "জঘন্য।" তারপর থুথু ফেল্লে।

নীচের ঠোঁট কেঁপে উঠলো; আর শুনতে ইচ্ছে হল না। সেসকোভস্কির কাছ থেকে সরে গেল সে। জোরে জোরে থুথু ফেলতে লাগলো যেন কষা কিছু খেয়ে ফেলেছে। সকালে এই প্রথমবার সে ল্যাভস্কির দিকে ঘৃণার চোখে তাকাল। উত্তেজনা আর অস্বস্তি ঘুচে গেছে। মাথা দুলিয়ে জোর গলায় বল্লে, "আমরা কিসের জন্য দেরী করছি? আরম্ভ করে দেওয়া যাক্।"

অফিসারের দিকে তাকিয়ে সেসকোভস্কি হতাশার অঙ্গভঙ্গি

করলে। সেও বলে উঠলো, "আমার মনে হয় মিটমাট করে ফেলা দরকার।" কারো দিকে না তাকিয়ে সে এই কথাটা বল্লে।

ভন কোরেন উত্তর দিলে, "এইসব ভদ্রতার পাট তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দিন। মিটমাটের কথা আলোচনা করা হয়ে গেছে। এর পরে কি আছে? তাড়াতাড়ি করুন। সময় আমাদের জন্য বসে থাকবে না।"

অন্যলোকের ব্যাপারে যেন অযাচিতভাবে ঢুকে পড়েছে সেসকোভস্কি। গলায় অপরাধীর স্বর, বল্লে, "তা সত্ত্বেও মিটমাটের জন্য পীড়াপীড়ি করবো। আপনারা সবাই ভদ্রলোক। শুনুন। ডুয়েল লড়ার অপরাধের সংগে আমাদের নিজেদের জড়িত করবার কি দরকার? ডুয়েল লড়া বা আমাদের নিজেদের দুর্বলতার জন্য পরস্পরের প্রতি অন্যায় করা, এক কথা। কলেজে পড়া রুচিবান লোক আপনারা। আপনারা নিশ্চয়ই বোঝেন, ডুয়েল লড়ে কোন লাভ নেই। প্রাচীনকালের ভদ্রতা আজকাল আর নেই। আমরাও একথা বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি বলেই এসেছি। চোখের সামনে একজন আর একজনকে গুলি করবে এ সহ্য করা যায় না, এই আর কি।" সেসকোভস্কির মুখে ঘাম জমেছে। ঘাম মুছে আবার আরম্ভ করলে, "আপনাদের ভুল বোঝাবুঝি শেষ করে দিন, মশাই। হাত মেলান, বাড়ী যাই আমরাও, শান্তিতে মদ খাই। মাথার দিব্যি।"

ভন কোরেন নির্বাক। ল্যাভস্কি দেখলো সবাই তার দিকে তাকিয়ে। বল্লে, "নিকোলাইএর বিরুদ্ধে আমার কিছু

বলার নেই। উনি যদি মনে করেন, আমি অপরাধী, বেশ ক্ষমা চাইছি।”

ভন কোরেন আহত হল। বল্লে, “বেশ বোঝা যাচ্ছে আপনারা মিঃ ল্যাভস্কিকে বড় উদার আর সাহসী ব্যক্তি প্রমাণ করিয়ে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু তা হবে না। তাই যদি হত তা'হলে সকালের চা খাবার ছেড়ে এই আট মাইল ঠেলে এখানে আসতাম না। সকালে উঠে এতটা পথ ঠেলে এলাম কি এই আলোচনা করতে যে ডুয়েল লড়াটা বড় সেকেলে হয়ে গেছে? এর ভেতর কোন মানে নেই! নীরেট বোকামি খালি! আমি লড়তে চাই।”

কেউ কোন কথা বল্লে না। বায়কো ব্যাগ থেকে দুটো পিস্তল বার করে দুজনের হাতে দিলো। তারপর একটু অসুবিধেতে পড়লো। ভন কোরেন ও সহযোগীরা একটু হাসা-হাসি করলো। জীবনে এরা কেউ কোনদিন কোন ডুয়েলে অংশ নেয় নি। কেউ কোন আইন কানুনও জানে না। কি করে দাঁড়াবে, সহযোগীরাই বা কি করবে, কি বলবে,—বলতে পারে না কেউ। বায়কো হেসে ফেলে ভন কোরেনকেই প্রশ্ন করলো “লারমনতভে ডুয়েলের বিবরণ পড়েছেন? টুর্গেনিভে বাজারভ ও কার সংগে ডুয়েল লড়েছিল যেন......”

অসহিষ্ণু হয়ে উসটিমভিচ্ বল্লে, “কোন দরকার নেই। দূরত্ব মেপে নিন। ব্যাস।”

তিন পা এগিয়ে গেল সে, যেন সেই দূরত্ব মাপবে। বায়কো

দূরত্ব মাপলো তার, তার সংগী কোদাল দিয়ে দাগ দিয়ে গেল। অখণ্ড স্তব্ধতায় প্রতিদ্বন্দ্বী দুজন নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো।

ঝোপের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে সব কিছুই দেখতে পাচ্ছিল পাদ্রী। আপন মনে বলে উঠলো, "ছুঁচো, ছুঁচো।"

সেসকোভস্কি আরো কিছু বল্লে, বায়কো কয়েকটা জিনিষ বুঝিয়ে দিলে। কিন্তু ল্যাভস্কির কানে যেন কিছুই ঢুকলো না ; ঢুকলেও বুঝলো না তার একবর্ণও। সময় হয়ে এলো। আস্তে আস্তে পিস্তলটা হাতে তুলে নিলে। ঠাণ্ডা ভারী অস্ত্রটার মুখ আকাশের দিকে। ওভার কোটের বোতাম খুলতে ভুলে গিয়েছিলো। হাত উঁচু করতেই বড় আঁট লাগলো, যেন কনুই থেকে কাঁধ অবধি টিনের পাত দিয়ে মোড়া। মনে পড়লো, কি ভীষণ ঘৃণা করেছে সে এই ভন কোরেনকে, এর কোঁকড়া চুল আর তলোয়ারের মত ভ্রূকে। কিন্তু ঘৃণার ভেতর একবারও ভাবতে পারেনি যে তাকে গুলি করতে হবে কোনদিন। যদি দৈবাৎ গুলি ভন কোরেনকে আহত করে—তাই ক্রমাগত পিস্তলকে উঁচু করতে লাগলো। আবার ভাবলো এই যে উদারতা দেখাচ্ছে সে এটা আদৌ উদারতা নয়, এটা অভদ্রতা। অথচ এ ছাড়া আর কি সে করতে পারে? ভন কোরেনের পাণ্ডুর মুখে বিদ্রূপের হাসি। ল্যাভস্কি বুঝলে ভন কোরেন বুঝতে পেরেছে তার মনোগত অভিপ্রায়। যাক বাঁচা গেছে। এখন তবু কোনমতে ট্রিগারটা জোরে টিপে দেওয়া। তারপর, সব শেষ হয়ে যাবে এখুনি।

কাঁধে যেন বিশ্রী ধাক্কা খেল ল্যাভস্কি। গুলির শব্দ, তার প্রতিধ্বনি পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা দিয়ে গেল।

ভন কোরেন পিস্তল তুলে উসটিমভিচের দিকে তাকাল। কিন্তু ডাক্তারের কোন দিকে লক্ষ্য নেই ; শুধু পায়চারি করছে।

প্রাণীতত্ত্ববিদ বলে, "ডাক্তারবাবু দয়া করে প্যাণ্ডুলমের মত এদিক ওদিক করবেন না। অসুবিধে হচ্ছে।"

স্থির হয়ে দাঁড়াল ডাক্তার। ল্যাভস্কির দিকে টিপ্ করছে ভন কোরেন।

ল্যাভস্কি ভাবলে, তাহলে শেষ।

পিস্তলের মুখ ল্যাভস্কির মুখের দিকে। ভন কোরেনের সমস্তশরীরে ভঙ্গীতে সেই ঘৃণা ফুটে বেরুচ্ছে। দিনের আলোয় ভদ্রলোকের সামনে, এই স্তব্ধ পরিবেশে একজন রুচিবান লোক অন্য আর একজনকে এখুনি খুন করবে—কি অদ্ভুত ঘটনা! অদৃশ্য শক্তির টানে স্থির হয়ে দাঁড়ালো ল্যাভস্কি। কি অসম্ভব ও ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে এখুনি!

ভন কোরেন ল্যাভস্কির দিকে টিপ্ করছিলো। অনেকক্ষণ ধরে টিপ্ করছিলো,—যেন একটা রাত্রির চেয়ে দীর্ঘ সে সময়। করুণ চোখে ল্যাভস্কি সহযোগীদের দিকে তাকালো। তারা নিস্পন্দ!

ল্যাভস্কি ভাবলো, তাড়াতাড়ি, গুলি ছোঁড়। আবার ভাবলো তার করুণ কম্পিত মুখ দেখে ভন কোরেনের ঘৃণা আরো জ্বলে উঠবে বোধহয়।

ট্রিগারের কাছে হাত দিয়ে ভন কোরেন ভাবলো ; 'শেষ করবো ওকে। নিশ্চয়ই, মেরে ফেলবো।'

তখুনি গুলির শব্দ। সংগে সংগে একটা চিৎকার। তবু ত ল্যাভস্কি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা চারপাশে দেখলো, কে চীৎকার করলে তবে ? পাদ্রীকে নজরে পড়লো। পাংশুমুখ, সর্বাঙ্গে কাদা, চুলগুলো মুখের ওপর ঝামরে পড়েছে—। ভুট্টা ক্ষেতের ভেতর দাঁড়িয়ে অদ্ভুতভাবে হাসছে আর টুপি দোলাচ্ছে। আনন্দে সেসকোভস্কি প্রাণ খুলে হাসলো ; চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো তার। সরে গেল সে।

তার একটু পরে পাদ্রী আর ভন কোরেন সাঁকোর কাছে এল। পাদ্রী খুব উত্তেজিত। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। কারো দিকে তাকায় নি। তার ভয় আর কাদামাখা জামা কাপড়ের জন্য বড় লজ্জিত বোধ করছিল সে।

"ভাবলাম, তুমি বুঝি খুন করবে।...মানুষের স্বভাবের কি ঘোর বিরুদ্ধাচারণ! কি অসম্ভব ব্যাপার!"

"কিন্তু তুমি কি করে এলে?" প্রশ্ন করলে প্রাণীতত্ত্ববিদ।

হাত নেড়ে পাদ্রী বল্লে, "কিছু জিজ্ঞেস করো না। আমার কুপ্রবৃত্তি বল্লে, যাও। তাই এসেছি। ভুট্টার খেতে দাঁড়িয়ে ভয়ে মরি আর কি। কিন্তু বাঁচা গেছে, ভগবানকে ধন্যবাদ! ঠাকুরদা ট্রেনেটোলা নিশ্চয়ই খুব খুসী হবে। কি কাণ্ড, কি কাণ্ড। কিন্তু একটা কথা, কাউকে বলো না আমি এই ডুয়েলে এসে-ছিলাম। গীর্জার কর্তারা বড় ফ্যাঁসাদে ফেলবে তাহলে। বলবে, ডুয়েলে আমি সহযোগী হয়েছিলাম।"

ভন কোরেন সবাইকে ডেকে বল্লে, "দেখুন, আপনারা কেউ বলবেন না যে পাদ্রী এই ডুয়েল দেখতে এসেছিল। তাহলে বড় বিপদে পড়বে সে।"

পাদ্রী তবু বিড় বিড় করছে, "মানুষের স্বভাবের কি ঘোর বিরুদ্ধাচরণ। তোমার মুখ দেখে মনে হল, তুমি হয়ত খুন করবে।"

"ওই বদ্‌মায়েসকে খতম্‌ করে দিতে বড় সাধ হয়েছিলো। কিন্তু কানের কাছে চিৎকার করে উঠলে তুমি আর গুলিটা লাগলো না, বেরিয়ে গেল। এ সব ব্যাপার এত জঘন্য, পাদ্রী। আমি একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এসো যাই..."

"না, না, আমি হেঁটে ফিরবো। যেতে যেতে সব শুকিয়ে যাবে।"

"যা খুসী তোমার," বলে গাড়ীতে উঠলো ভন কোরেন। বড় ক্লান্ত, বিষণ্ণ সে। চোখ বুজিয়ে গাড়ী থেকে আবার বল্লে, "যা খুসী।"

সবাই গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসছে। খারবলি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে। পেটে হাত দিয়ে মাথা নুইয়ে নমস্কার করছে। ভাবলে, ভদ্রলোকেরা বুঝি শোভা দেখতে আর চা খেতে এসেছে। তবু কেন যে সবাই গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসছে, সেটা ভেবে পেলনা সে। সবাই চলে গেল চুপচাপ করে। কেবল বস্তির কাছে দাঁড়িয়ে পাদ্রী।

খারবলি বল্লে, "আসুন, একটু চা খেয়ে যান।"

খারবলি রুশ ভাষা ভালই জানতো। কিন্তু পাদ্রী ভাবলো বোধহয় ভাঙা ভাঙা রুশ বল্লে ভালই বুঝবে খারবলি, "আমলেট রাঁধো, পনীর দাও।"

মাথা নীচু করে খারবলি বল্লে, "সব দেবো। আসুন। পনীর, মদ সব।"

ঘরে গিয়ে পাদ্রী জিজ্ঞেস করলো, "তুর্কীদের ভগবান কে ?"

ঠিক বুঝলো না খারবলি। বল্লে, "আমাদের ভগবান যা আপনাদেরও তাই। ভগবান এক, কেবল মানুষ আলাদা। কেউ রুশ, কেউ তুর্কী, কেউ ইংরেজ। কত হরেক রকম লোক, কিন্তু ভগবান এক।"

"ভাল। সব ভগবানই যদি সমান, তবে মুসলমানেরা কেন খৃষ্টানদের চিরশত্রু বলে ভাবে?"

আবার নমস্কার করে খারবলি বল্লে, "আপনি রেগে গেলেন? আপনি পাদ্রী, আমি মুসলমান। আপনি বল্লেন, খাবো। আমি খেতে দিলাম। কেবল বড় লোকেরাই এ ভগবান, না সে ভগবান এই নিয়ে ঝগড়া করে। কিন্তু আমরা গরীব লোক। আমাদের কাছে সব ভগবান সমান। যাকগে, খাবার তৈরী, আসুন।"

ঘরের ভেতর যখন ধর্মতত্ত্ব চলছে, ল্যাভস্কি তখন গাড়ী করে বাড়ীর দিকে। বসে বসে ভাবছিল, সকালে আসবার সময় কি কষ্টই না হয়েছে। পথ, পাহাড় ভিজে অন্ধকার। সব কিছু মিলিয়ে সামনে তখন গভীর অনিশ্চয়তা। সেই অন্তহীন অতলতা থেকে ভবিষ্যত দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু এখন? ঘাসের ডগায়, পাথরে জল বিন্দু মুক্তোর মত জ্বলছে। বিশ্ব প্রকৃতি হাসছে যেন। সে ভয়াবহ ভবিষ্যত পিছনে পড়ে গেছে এখন। সেসকোভস্কির শুকনো মুখের দিকে তাকালো। মুখে চোখের জলের দাগ। অন্য গাড়ীতে ভন কোরেন ডাক্তার আর সহযোগী। মনে হল তারা

যেন সবাই কবর থেকে ফিরছে। রুগ্ন, দুর্বিষহ, আর সকলের বোঝা হয়ে যে মানুষটা এত কাল কোনমতে টিকেছিলো আজ তাকে কবর দিয়ে ওরা সবাই ফিরছে যেন।

গলায় হাত বুলিয়ে ল্যাভস্কি অতীত সম্পর্কে ভাবলো,—সব শেষ এবার।

ঘাড়ের ডান দিকটা একটু ফুলে উঠেছে। আঙুল বুলিয়ে দেখতেই জ্বালা করে উঠলো, তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা লেগেছে যেন। বুলেটে চামড়া ছিঁড়ে গিয়েছে।

বাড়ী এলো। আশ্চর্য, সুন্দর, দীর্ঘ দিন আরম্ভ হয়েছে তার। সে যেন জেল থেকে বা হাসপাতাল থেকে অনেক দিন পরে ছাড়া পেয়েছে। সব জিনিষ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। চেয়ার, টেবিল, জানালা, সমুদ্র, পরিচিত, বহু পরিচিত জিনিষগুলো তার ভেতর আনন্দের তুফান তুলেছে। সে যেন শিশুর মত। এ আনন্দ বহু দিন, বহু দিনই, পায় নি সে।

পাংশু পাণ্ডুর নাদাজা, ল্যাভস্কির কোমল স্বর আর এই আনন্দের কোন কারণই খুঁজে পেল না। কিন্তু নাদাজা তাড়াতাড়ি সব ঘটনা বলে গেল—যা ঘটেছিল সবই। তার কোন কথাই যেন শুনতে পেলনা ল্যাভস্কি। শুনলেও কিছু বুঝলো না। নাদাজা ভাবলো, যদি ল্যাভস্কি সব বুঝতে পারতো তাহলে এখুনি হয়ত খুন করে ফেলতো, তাকে অভিশাপ দিত। কিন্তু কিছুই করলো না সে। চুপ করে শুনে গেল, চুলে হাত বুলিয়ে দিলে,

আর তার চোখের দিকে তাকিয়ে বল্লে। "তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার।"

ঘন সান্নিধ্যে বাগানে বসে তারা। কারো মুখে কোন কথা নেই। কখনো বা স্বপ্ন দেখে, দূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন। মাঝে মাঝে ভাঙা ভাঙা কথা, অস্ফুট আলাপ। ল্যাভস্কি কোন দিন এমন ভাবে কথা বলে নি, এত সুন্দর গভীর বাগ্মিতায়।

একুশ

তারপর তিনমাস কেটে গেছে।

ভন কোরেনের চলে যাবার দিন এলো। সকাল থেকে প্রচণ্ড বিষ্টি। মৌসুমী আরম্ভ হয়েছে। সাগরে উত্তাল ঢেউ। লোকে বলা বলি করছিল জাহাজ কূলে ভিড়তে পারবে না। জাহাজ আসার সময়ও পার হয়ে গেছে। সকাল দশটায় আসার কথা। দুবার বন্দরে গিয়েছে ভন কোরেন। দুপুরে একবার, খাবার পর আর একবার। কিন্তু কোথাও জাহাজের কোন চিহ্ন নেই। দূরবীন দিয়ে দেখল, জাহাজ নেই। শুধু দিগন্ত জোড়া ধূসর ঢেউ আর বিষ্টি।

সন্ধ্যে নাগাদ বিষ্টি থেমে গেল, ঝড়ের গতিও মন্দীভূত। ভন কোরেন বুঝতে পেরেছে,—এই ঝড়-বাদলের দিনে আর যেতে পারবেনা। তাই সেমোলেনকোর সংগে দাবায় বসলো। কিন্তু সন্ধ্যে পেরিয়ে যাবার পর আরদালি খবর দিলো,—সমুদ্রে আলো দেখা যাচ্ছে। একটা নৌকোও ভেসেছে।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল ভন কোরেন। জামাটা গায় গলিয়ে সেমোলেনকো আর পাদ্রীকে বিদায় জানালো। আরদালি আর রাঁধুনীকে বল্লে 'আসি।' তারপর রাস্তায় নেমে পড়লো। কিন্তু মনটা খুঁতখুঁত করছে। কি যেন ফেলে এসেছে

সে,—হয় ডাক্তারের ওখানে না হয় তার ঘরে। রাস্তায় সেমোলেনকো তার পাশাপাশি, পিছনে পাদ্রী হাতে একটা বাক্স। আরদালির কাছে দুটো পোর্টম্যাণ্ট। শুধু সেমোলেনকো আর আরদালিই বুঝতে পারলো সাগরের অস্পষ্ট আলো। আর সবাই অন্ধকারে তাকিয়ে থাকলো শুধু, কিছুই ঠাহর করতে পারলো না।

"তাড়াতাড়ি, জাহাজ ছেড়ে দেবে হয়ত" ভন কোরেন ওদের তাড়িয়ে নিয়ে চল্লো।

ডুয়েলের পরই বাসা বদল করেছে ল্যাভস্কি। এ বাড়ীটতে তিনটে জানালা। জানালা থেকে উঁকি দিয়ে দেখার লোভ সামলাতে পারলো না ভন কোরেন। জানালার দিকে পিঠ করে টেবিলে ঝুঁকে লিখছিল ল্যাভস্কি।

প্রাণীতত্ত্ববিদ্ বল্লে, "অবাক কাণ্ড। কি আটঘাট বেঁধে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে।"

সেমোলেনকো উত্তর দিলে, "অবাক হবারই কথা। সকাল থেকে রাত অবধি এক টানা কাজ করে। খেটে দেনা শোধ দেবে। আর যে হালে থাকে,—ভিখিরীরও অধম!"

আধ মিনিট সবাই চুপচাপ। তিন জনেই জানালা দিয়ে ল্যাভস্কিকে দেখলো। সেমোলেনকো বলে উঠলে, "তাহলে এখান থেকে আর চলে যেতে পারলো না, বেচারা। কি চেষ্টাই না করেছিলো।"

"হ্যা নিজেকে আঁট সাঁট করে গুছিয়ে নিয়েছে," আবার সেই কথাই বল্লে ভন কোরেন। "বিয়ে করলো। রুজি রোজগারের জন্যে খাটতে আরম্ভ করে অঙ্গভঙ্গিতে এসেছে নোতুন তেজ; —এ সবই এত আশ্চর্য! ঠিক বলে ঠিক বোঝাতে পারবো না, কত সুন্দর।"

সেমোলেনকোর জামার হাতা ধরে টেনে আবেগ দৃপ্ত কণ্ঠে বল্লে, প্রাণীতত্ত্ববিদ, "যাবার সময় ওদের ওপর পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে গেলাম। ওকে আর ওর স্ত্রীকে এ কথা বলবেন। ওরা সুখী হোক। বলবেন, ওরা যেন আমায় অপরাধী না করে। আমাকে চেনে ওরা। বোঝে আমি যদি ওদের এই পরিবর্তনের সামান্যতম আভাষও পেতাম, তাহলে ওদের সব চেয়ে বড় বন্ধু হতাম আমি।"

"ভেতরে যাও। যাবার আগে একবার দেখা করে এস।"

"না, তা কি হয়!"

"কেন? কে জানে জীবনে হয়ত আর দেখা হবে না।

চিন্তা করে বল্লে প্রাণীতত্ত্ববিদ্, "তা ঠিক।"

খুব আস্তে জানালায় টোকা দিলে সেমোলেনকো। ল্যাভস্কি চমকে ফিরে তাকালো।

"ভানিয়া, কোলিয়া তোমাকে বিদায় জানাতে এসেছে। ও আজ চলে যাচ্ছে।"

টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লো ল্যাভস্কি, দরজা খুলে দিলে। সেমোলেনকো, প্রাণীতত্ত্ববিদ আর পাদ্রী ঘরে এলো।

যাওয়ার পথে, প্রাণীতত্ত্ববিদ্ বল্লে, "এক মিনিটের জন্য থাকবো।" আবেগের আতিশয্যে অনিমন্ত্রিত অবস্থায় আসাতে বাধো-বাধো লাগছিল তার। ভাবলে, 'এ যেন জোর করে যাচ্ছি। কি বোকার মত কাজ করলাম।'

ল্যাভস্কির ঘরে ঢুকে সে বলে উঠলো, "আপনাকে হয়ত বিরক্ত করলাম, ক্ষমা করবেন। কিন্তু এখুনি আমি চলে যাচ্ছি। যাওয়ার সময় আপনার সংগে দেখা করার বড় ইচ্ছে হল। কে জানে হয়ত জীবনে কোনদিন আর দেখা হবে না।"

ল্যাভস্কি বল্লে, "আসুন, আসুন। বড় আনন্দ হল।"

এমন বিশ্রী ভাবে চেয়ার সাজাতে আরম্ভ করলে ল্যাভস্কি, যেন ওদের যাওয়ার পথ বন্ধ করবে। আর তারপর নিজে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে আরম্ভ করলে।

ভন কোরেন ভাবছিল; আমার শ্রোতাদের রাস্তায় রেখে আসা উচিত ছিল। তারপর স্থির কণ্ঠে বল্লে, "আইভান আণ্ড্রেইচ, আমার ওপর কোন খারাপ ধারনা মনে রাখবেন না। অতীতকে একেবারে ভুলে যাওয়া অসম্ভব। খুব বেদনাদায়ক। কিন্তু আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। বলতে এসেছি, আমার কোন দোষ ছিল না। আমি যা বিশ্বাস করতাম তাই-ই করেছি···। কিন্তু তারপর আমি দেখলাম, খুব ভুল করেছি। পরিষ্কার রাস্তায়ও পা পিছলে যাওয়া খুব আশ্চর্যের কিছু না। বরং খুবই স্বাভাবিক। মানুষের এমন হয়ই। কেউ

যদি মূল বিষয়ে ভুল নাও করে, কিন্তু খুঁটিনাটিতে ভুল হবেই। সঠিক সত্য যে কি তাও কেউ জানে না।"

"ঠিক, সঠিক সত্য যে কি তা কেউই জানে না।"

"আচ্ছা, আসি। সুখী হোন।"

ভন কোরেন ল্যাভস্কির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। হাত টেনে নিয়ে ল্যাভস্কি মাথা নীচু করলে।

ভন কোরেন বল্লে, "আমাকে অপরাধী করবেন না। আপনার স্ত্রীকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। তার সংগে দেখা হল না বলে বিদায় জানাতে পারলাম না।"

"ও বাড়ীতেই আছে।"

পাশের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে ল্যাভস্কি বল্লে, "নাদাজা কোলিয়া তোমাকে বিদায় জানাতে এসেছেন।"

নাদাজা দেখা দিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সলজ্জভাবে অতিথির দিকে তাকাল। মুখে তার হতাশা। চোখে অপরাধীর দৃষ্টি। হাত বাড়িয়ে দিল—স্কুলের মেয়ে যেমন গুরুর শাসন মেনে নেয়।

"আমি চলে যাচ্ছি, নাদাজা ফেডোরভানা। আপনার কাছে বিদায় নিতে এলাম।"

অনিশ্চয়তার ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিলে নাদাজা, মাথা নীচু করলো ল্যাভস্কি।

ভন কোরেন ভাবলো, "তবু কি করুণ দেখতে। খুব সহজে

এরা এ জীবনকে মেনে নেয় নি। বল্লে, "মস্কো যাবো পিট্স-বুর্গেও যাবো। আপনাদের জন্য কিছু কি পাঠাতে পারি?"

উদ্বিগ্ন ভাবে স্বামীর দিকে তাকালো নাদাজা। বল্লে, "না, কিছুর দরকার নেইত..."

হাত কচলাতে কচলাতে ল্যাভস্কি বল্লে, "না না, কিছু না। আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

ভন কোরেন ভেবে পেলনা আর কি বলবে। এই ঘরে আসবার সময় ভেবেছিলো, খুব দরকারী কথা বলবে। বলবে অনেক সহৃদয়তার কথা। কিন্তু সামান্য এই কটা কথার পর সব কথাই যেন ফুরিয়ে গেল তার। নিঃশব্দে ওদের সংগে হাত মিলিয়ে বেরিয়ে এসে হতাশ লাগছিলো ভন কোরেনের।

ওদের পিছনে পিছনে আসছিলো পাদ্রী। বাইরে এসে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বল্লে, "কি লোক! কি সুন্দর লোক। ঈশ্বর, এ তোমার নিজের হাতের সৃষ্টি। এক জন যদি হারিয়ে থাকে এক হাজার অনুজন হারালো দশ হাজার। কোলিয়া মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু গর্ব, আজ তুমি সেই গর্বকেই হারিয়ে দিলে।"

"থাম, পাদ্রী থাম। কি সব বিজয়ী লোক! বিজয়ীদের দেখাবে ঈগলের মত। আর এরা, করুণ, অসহায়, ভীরু। চীনা পুতুলের মত মাথা নোয়ায়। আমি দুঃখিত...।"

পিছনে পায়ের শব্দ। ল্যাভস্কি তাড়াতাড়ি আসছে। গেটের সামনে বাক্স দু'টো নিয়ে আরদালি, কিছু দূরে চারজন মাঝি।

সেমোলেনকো বল্লে, "কি বাতাস! সাগরে ঝড়ের বেগ আরো বাড়বে। কি সময়েই না বেরুলে তুমি কোলিয়া।"

"জাহাজে উঠে গা টিস্ টিস্ করা রোগে আমার কোন ভয় নেই।"

"না, না, ও কথা বলছি নে। ভয় হচ্ছে ওই মাঝি মাল্লারাই তোমায় কাহিল না করে। জাহাজের এজেন্টদের নৌকোয় পার হলে পারতে ত? এজেন্টদের নৌকো কোথায়?" চিৎকার করে উঠলো সেমোলেনকো।

"চলে গেছে হুজুর।"

"কাসটমের নৌকো?"

"সেও ছেড়েছে হুজুর।"

"গাধার দল! আগে খবর দিতে পারিস্‌নি?"

ভন কোরেন বল্লে, "থাক না। ওতেই হবে। চল্লাম। ভগবান সুখে রাখুন।"

সেমোলেনকো ভন কোরেনকে বুকে জাড়িয়ে ধরলো। মাথার ওপর ক্রুশ চিহ্ন করলে।

"আমাদের ভুলে যেওনা কোলিয়া। চিঠি পত্তর দিয়ো। আসছে বসন্তে আবার এসো কিন্তু।"

পাদ্রীর হাতে হাত মিলিয়ে ভন কোরেন বল্লে, "তোমার সংগ, তোমার কথাবার্ত্তা আমার বড় ভাল লেগেছে। অভিযানের কথা ভেবো কিন্তু।"

হেসে উত্তর দিলো পাদ্রী, "নিশ্চয়ই। পৃথিবীর শেষ মুড়ো অবধি যাবো। আমি তোমার বিপক্ষে নই।"

অন্ধকারে ল্যাভস্কিকে চিনতে পারলো ভন কোরেন। নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে দিলে। নৌকো নিয়ে মাঝি তৈরী। ঘাটে লাগিয়ে অপেক্ষা করছে। ঢেউ-এর দোলায় নৌকো দুলছে। সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে গেল ভন কোরেন। হালের কাছটায় বসল।

চিৎকার করে সেমোলেনকো বল্লে, "চিঠি দিয়ো। সাবধানে থেকো।"

কোটের কলারটা উঁচু করে দিতে দিতে ল্যাভস্কি ভাবছিলো —সঠিক সত্য যে কি তা কেউই জানে না।

বন্দর পেরিয়ে তরতর করে নৌকো সাগরে পড়লো। ঢেউ এর ভেতর আর দেখা যাচ্ছে না নৌকো। ওরা উঁচু জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো—যদি দেখতে পায় ভন কোরেনকে। ঢেউ-এর ঝাপটায় নৌকো তিন গজ এগিয়ে যায়। দু গজ পিছিয়ে আসে আবার।

আরো জোরে চিৎকার করলে সেমেলেনকো, "চিঠি দিয়ো। এই ঝড়-বাদলের দিনেই চল্লে।"

অশান্ত সমুদ্র আর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ল্যাভস্কি ভাবলো, ঠিকই, সঠিক সত্য যে কি, তা কেউ জানেনা। ঢেউ ত ধাক্কা দিয়ে দিয়ে পিছিয়ে দিচ্ছে নৌকো। নৌকো দু পা এগোয়, ত পাঁচ পা পিছোয়। কিন্তু মাঝি দৃঢ়। দাঁড় টেনে যাচ্ছে। টানার বিরাম নেই। ভয় নেই। ভয় নেই উত্তাল ঢেউ-এর। দৃষ্টির ওপারে চলে গেছে। আর দেখা যাচ্ছে না। হয়ত আধ ঘণ্টার ভেতর

জাহাজের স্পষ্ট আলো ওরা দেখবে ; এক ঘণ্টার ভেতরে জাহাজের সিঁড়ির কাছে হাজির হবে। বোধহয় জীবনও এমনি। সত্যের সন্ধানে মানুষ দু'পা এগিয়ে যায়, আবার পাঁচ পা পিছিয়ে আসে। দুঃখ, ভ্রান্তি আর ক্লান্তি তাকে ঠেলে পিছিয়ে দেয় ; আবার সত্যের তৃষ্ণা আর অনির্বাণ ইচ্ছা তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু কে জানে, শেষ কোথায় ! হয়ত একদিন সত্যি সত্যি ওরা শুদ্ধ সত্তা খুঁজে পাবে।

চিৎকার করছে সেমোলেনকো, "বি—দায়"

পাদ্রী বল্লে, "ওদের কোন শব্দ পাচ্ছিনা তো। কোন আলোও নজরে পড়ছেনা আর। ভালোয় ভালোয় পৌঁছুক।"

আবার বিষ্টি ঝেঁপে এল।